প্রথম বাংলা সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীমতী দেবযানী লাহিড়ী
ব্লু-বেল পাবলিশার্স
১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬

মুদ্রক :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-

বাঁধাই :
ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
পরমভট্টারক লাহিড়ী

পেরী মেসন
এবং নকল চোখের রহস্য

পেরি মেসনের অফিস। জানলা দিয়ে সকালের রোদ আসছে। সেদিকে পিছন ফিরে পেরি মেসন ভুরু কুঁচকে তাকাল চিঠিপত্রের পাহাড়ের দিকে। ওগুলোর সব উত্তর দেওয়া বাকি।

'অফিসের এই সব বাঁধাধরা কাজকর্ম আমার অসহ্য', বলল পেরি।

তার সেক্রেটারি ডেলা স্ট্রিট স্মিত চোখ তুলল। তার হাসিতে স্পষ্ট প্রশ্রয়ের ছাপ।

'একটা খুনের মামলা সদ্য শেষ করে আর একটা না ধরলে মন উঠছে না—এই তো?'

'না, আর একটা খুনের মামলা নাও হতে পারে—তবে জুরিদের সামনে বেশ একটা জবরদস্ত লড়াই হলে ভাল হয়। বেশ নাটকীয় খুনের মামলাই আমার মনোমত—যেখানে বাদীপক্ষের উকিল একটি অপ্রত্যাশিত বমশেল ছোড়েছেন—খানিকক্ষণের জন্য আমি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত—সেই অবস্থাতেই দ্রুত চিন্তা করে নিচ্ছি কিভাবে মাটি ছোঁব···আচ্ছা এই কাঁচের চোখওয়ালা লোকের মামলাটা কি ব্যাপার?'

'মিঃ পিটার ব্রুনল্ড। বাইরের অফিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বলেছিলাম আপনি সম্ভবতঃ ওঁর মামলাটা কোনো সহযোগীকে দেবেন। উনি বলছেন আপনার সঙ্গেই দেখা করবেন—অন্য কারো সঙ্গে নয়।'

'চেহারা কেমন ?'

'বছর চল্লিশেক বয়স। কালো, কোকড়া চুল। সম্ভ্রান্ত ভাব আছে চেহারায়, তবে একটা দুঃখের ছাপও আছে। খানিকটা কবি কবি গোছের। স্পর্শকাতর, করুণ করুণ ভাব। আপনার দেখে ভালই লাগবে—তাছাড়া আপনার মক্কেল হিসেবেও মন্দ না। এরা হল সেইরকম চরিত্র যারা ঝোঁকের বশে খুনও করে ফেলতে পারে—কল্পনাপ্রবণ জাতের।'

'কাঁচের চোখটা বোঝা যায় ?'

'একেবারেই না', ডেলা মাথা নাড়ল। 'কাঁচের চোখ দেখলে ধরে ফেলতে পারব বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু মিঃ ব্রুনাল্ডের চোখে কোন গণ্ডগোল আছে মনেই হয় না।'

'চোখ সম্বন্ধে ও তোমাকে কি কি বলেছে ?'

'বলেছে ওর নকল চোখের একটা সেট আছে—সকালের জন্যে, বিকেলের জন্যে – একটা একটু লালচে—আর একটা—'

পেরি মেসন হাতের তালুতে ঘুঁষি মেরে বলল, 'ডেলা সরাও এই সব চিঠির বোঝা। কাচের চোখওয়ালা লোকটাকে পাঠিয়ে দাও। জীবনে বহু কেস তো করলাম—উইলের দাবী, মানহানি, মানসিক ক্ষতি, ব্যক্তিগত ক্ষতি—কিন্তু কাঁচের-চোখ-ঘটিত কোন মামলা আজ পর্যন্ত করার সৌভাগ্য হয়নি। পাঠিয়ে দাও ওকে।'

মুচকি হেসে ডেলা বাইরের রিসেপশন-রুমে চলে গেল। এঘরে মাকেল বসে অপেক্ষা করে একটু পরেই দরজা খুলে গেল।

'মিঃ পিটার ব্রুনাল্ড', দরজা থেকে নাম ঘোষণা করল ডেলা।

ব্রুনল্ড এগিয়ে এসে মেসনের দিকে হাত বাড়াল।

'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।'

পেরি মেসন করমর্দন করে কৌতূহলী-দৃষ্টিতে লোকটির চোখের দিকে তাকাল।

'কোন্‌টা বুঝতে পারছেন?'

মেসন মাথা নাড়ল। রুনল্ড একটু হেসে বসে পড়ল।

'আপনি ব্যস্ত লোক। সেজন্য আমি সরাসরি কাজের কথায় আসছি। আমার নাম-ঠিকানা-পেশা ইত্যাদি সব-কিছু আপনার সেক্রেটারিকে দেওয়া আছে।

'একেবারে গোড়া থেকে বলি শুনুন। খুব বেশি সময় নেব না। আচ্ছা আপনি কাঁচের চোখ সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?'

পেরি মাথা নাড়ল।

'বেশ। তাহলে বলছি। কাঁচের চোখ বানানো খুব নিখুঁত শিল্পকর্ম। আমেরিকায় সবসুদ্ধ বারো-তেরো জন লোক আছে যারা এই কাজে দক্ষ। চক্ষুকোটর যদি চোট না খায় তাহলে আসল চোখ আর ভাল নকল চোখ আলাদা করা যায় না।'

মেসন লোকটিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল। 'কিন্তু আপনি তো দুটো চোখই নাড়াচ্ছেন।'

'নিশ্চয়ই। আমার চোখের কোটরে ক্ষতি হয়নি। একশোর মধ্যে প্রায় নব্বই ভাগ স্বাভাবিক চক্ষু সঞ্চালন ক্ষমতা আমার আছে।

'এখন, মানুষের চোখের মণির কমাবাড়া আছে। দিনের বেলায় লোকের মণি ছোট থাকে, রাত্রে একটু বাড়ে। নানা কারণে চোখ লাল হয়—অনেকক্ষণ গাড়ি চালালে, ঘুম না হলে, কিম্বা নেশা হলে। আমার হয় নেশা হলে। চোখ সম্বন্ধে আমি খুব পিটপিটে। আপনাকে এতকথা বলছি কারণ আপনি আমার উকিল—

আপনাকে সত্যি কথা বলতেই হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কিন্তু আমার নকল চোখের কথা জানে না।

'আমার ছটা কাঁচের চোখের একটা সেট আছে। কোনটা ডুপ্লিকেট, কোনটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরার জন্য। একটা চোখ আছে লাল। দারুণ জিনিস। সারারাত পার্টি থাকলে পরের দিন আমি ঐ চোখটা পরি।'

'বলে যান।'

'ওটা কেউ চুরি করে তার জায়গায় একটা নকল রেখে গেছে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'কি করে বুঝলাম? কেউ যদি আপনার কুকুর কিম্বা ঘোড়া চুরি করে সেই জায়গায় একটা বাজে কুকুর বা ঘোড়া রেখে যায়, তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন?'

লোকটি পকেট থেকে একটি খাপ বার করে তার ঢাকনা সরিয়ে দেখাল। ভেতরে চামড়ার খোপে চারটি কৃত্রিম চোখ।

মেসন জিগেস করল, 'এটা কি আপনি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন?'

'না। অনেক সময় জামার পকেটে একটা রেখে দিই। পকেটে নরম চামড়ার লাইনিং আছে, তাই কাঁচে দাগ পড়ে না। এই খাপটা কোথাও যাবার সময় হাতে রাখি। বাড়ি থাকলে এটা আমার আলমারির ভেতর থাকে।'

একটা চোখ বার করে মেসনের হাতে দিল সে।

মেসন নেড়ে-চেড়ে বলল, 'বাঃ খাসা বানিয়েছে।'

ব্রুনন্ড আপত্তি করে বলল, 'মোটেই না। যাচ্ছেতাই বানিয়েছে। চোখের তারার গোলটা ঠিক নেই—বাইরের গোলটাও অসমান।

রঙগুলো ঠিক হয়নি। শিরাগুলি বেশি লাল। লাল চোখে
শিরাতে সামান্য হলদে আভা থাকে। নিন, এটা দেখুন—তাহলে
বুঝতে পারবেন ভাল চোখ কাকে বলে। এটা অবশ্য লালচে নয়
তবে ভাল লোকের তৈরি। দেখলেই তফাতটা বুঝবেন। র
মেলানো ভাল, মণিটা একেবারে গোল।'

মেসন গম্ভীরভাবে দুটোই পর্যবেক্ষণ করল। তারপর লা
চোখে আঙুল দেখিয়ে জিগেস করল 'এটা আপনার নয়?'

'না।'

'এটা পেলেন কোথায়?'

'আমার এই চামড়ার খাপে।'

'আপনি কি বলতে চান যে-লোক আপনার লাল কাঁচের চো
চুরি করেছে সে এই খাপ থেকে ওটা নিয়ে নকল লাল চোখটা সে
জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা করে তার কি লাভ?'

'সেটাই তো আমি জানতে চাই। সেজন্যই এখানে আসা।'

'এখানে?' মেসন চোখ কপালে তুলল।

ব্রুনল্ড চোখ ছোট করে নিচু গলায় বললে, 'কেউ আমাে
বিপদে ফেলার জন্য এই কাজ করেছে এমনও তো হ
পারে।'

'তার মানে?'

'চোখ বড় বিশিষ্ট বস্তু। কোনো দুজন লোকের চোখের রঙ হুব
এক হয় না। নকল চোখ যদি দক্ষ হাতের তৈরি হয় তবে তা বিশি
চিত্রকরের আঁকা ছবির মতোই অনন্য। দশজন শিল্পী একা

গাছের ছবি আঁকলেও প্রত্যেকের ছবিতে এমন একটা কিছু থাকবে যার থেকে শিল্পীকে চেনা যায়।'

'বলে যান। বাকিটা বলুন।'

'মনে করুন আমাকে বিপদে ফেলার জন্য একজন আমার কাঁচের চোখ চুরি করে তার জায়গায় একটা নকল রেখে দিল ধরুন, একটা অপরাধ সঙ্ঘটিত হল—ডাকাতি, কিম্বা খুন। ঘটনাস্থলে আমার কাঁচের চোখটা সে ফেলে রাখল। আমি যে সেখানে ছিলাম না তা পুলিসকে বোঝানো যাবে?'

'চোখ দেখে পুলিস আপনাকে সনাক্ত করতে পারবে বলে মনে করেন?'

'অতি অবশ্য। যদি ওরা ঠিকমত খোঁজ খবর করে। একজন চোখ বিশেষজ্ঞ দেখেই বলতে পারবে ওটা কার করা। পুলিস তখন সেই কারিগরের কাছে হাজির হবে। সেই লোকই বরাবর আমার চোখ তৈরি করে এসেছে। একনজরে দেখেই সে বলে দেবে, 'পিট ক্রনল্ড, ৩৯০১ ওয়াশিংটন স্ট্রিট'।'

'আপনার কি মনে হয় কোন হত্যাকাণ্ডের জায়গায় ঐ চোখ ফেলে আসা হবে?' ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল মেসন।

ক্রনল্ড একটু ইতস্তত: করে ঘাড় হেলাল।

'আপনি তার জন্য আমাকে ব্যবস্থা নিতে বলছেন?'

আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ক্রনল্ড।

'এমন হত্যাকাণ্ড যাতে আপনি দোষী না নির্দোষ?'

'নির্দোষ।'

'আমি তা কি করে বুঝব?'

'আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে।'

'আপনি আমাকে ঠিক কি করতে বলেন ?'

'একটা ফন্দি বাতলান যাতে আমি ওদের প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারি। আপনি ফৌজদারী উকিল। পুলিসের কাজ করার ধরন-ধারণ আপনার জানা। জুরিদের মনোভাব সম্বন্ধেও আপনি খবর রাখেন। ডিটেকটিভরা কি করে মামলা গড়ে তোলে তাও আপনার জানা।'

মেসন ঘোরানো চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে আগুপিছু করতে লাগল।

'খুনটা কি হয়ে গেছে ? না হবে ?'

'তা জানি না।'

'আপনার বাঁচাবার কৌশলের জন্য কি আপনি পনেরো শো ডলার খরচ করতে প্রস্তুত ?'

'সেটা নির্ভর করবে কৌশলটা কেমন তার ওপর।'

'আমার মনে হয় ভাল।'

'শুধু ভাল হলে চলবে না। আরো ভাল হতে হবে। একদম নিখুঁত।'

'আমার বিশ্বাস আমি যে কৌশল দেব তা নিখুঁতই হবে।'

ব্রুনল্ড মাথা নাড়ল। 'কোন প্ল্যানই নিখুঁত হতে পারে না। আমি অনেক ভেবেছি। সারারাত জেগে জেগে ভেবেছি। এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। ঐ চোখটা থেকে আমাকে সনাক্ত করা যাবেই। চোখটা সনাক্ত করার পর আমি যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করার চেয়েও দরকার পুলিস যাতে চোখটা সনাক্ত করতে না পারে।'

'বুঝতে পেরেছি', মেসন আস্তে আস্তে বলল।

ক্রনল্ড ব্যাগ থেকে পনেরোটা একশো ডলারের নোট বার করে মেসনের ডেস্কের ওপর মেলে ধরল।

'এই রইল পনেরো শো। এবার বলুন, কৌশলটা কি।'

মেসন লাল চোখটা ওকে ফেরত দিয়ে অন্য কাঁচের চোখটা পকেটে পুরল।

টাকাগুলো তুলে ভাঁজ করে মেসন বলল, 'পুলিস যদি প্রথমে আপনার চোখটা পায় তাহলে ওরা সেটা আপনি যেভাবে বললেন ঐভাবে সনাক্ত করার চেষ্টা করবে। যদি অন্য একটা চোখ আগে পায় তাহলে সেটাই আগে সনাক্ত করবে, তারপর দ্বিতীয়টা করবে। আর যদি আপনার চোখটা হয় তৃতীয় তাহলে ওরা সনাক্ত করার চেষ্টাও করবে না—ভাববে ওটা আগের দুটোর মতই।'

চোখ পিটপিট করল ক্রনল্ড। 'কি বললেন আর একবার বলবেন ?'

'ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলছি। আপনার চোখটা খুব পাকা হাতের তৈরি। সেটা আপনি জানেন, কিন্তু পুলিস তো আর কাঁচের চোখের বিষয়ে অত জানে না। কাজেই কেউ সেদিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে ওরা আপনার চোখের দিকে নজর দেবে না।'

ক্রনল্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে, উঠল। 'আপনি কি বলতে চাইছেন—' কথাটা সে শেষ করল না।

'হ্যাঁ। ঠিক তাই বলছি। সেজন্যই চার্জটা পনেরো শো বললাম। আমার কিছু খরচ-খরচা আছে এ ব্যাপারে।'

'আমি যদি কিছু সাহায্য করে—'

'আপনি এ বিষয়ে একটা কথাও জানাবেন না।'

ক্রুনল্ড হাত এগিয়ে দিয়ে গভীরভাবে করমর্দন করল।

'ভাই, আপনি বুদ্ধি ধরেন বটে! শয়তানের মতো বুদ্ধি। আমার মাথায় এটা আসেইনি। অথচ সারা রাত ভেবেছি।'

'আমার সেক্রেটারির কাছে আপনার ঠিকানা আছে?'

'হ্যাঁ। ৩৯০২ ওয়াশিংটন স্ট্রিট। গাড়ির পার্টসের দোকান—পিস্টন রিং, গ্যাস্কেট, এই সব।'

'নিজের দোকান?'

'হ্যাঁ। অন্যের চাকরি করে করে ঘেন্না ধরে গেছে। সেলস্-ম্যানের কাজ করেছি বহু বছর। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আর বাজে খাবার খেয়ে শরীর পাত করেছি, বহু টাকা করেছি; কিন্তু লাভ হয়েছে মালিকদের, যারা বাড়ি বসে থাকে।'

কাঁচের চোখটা মটকালো ক্রুনল্ড। 'এই চোখটা গেল ১৯১১ সালের একটা ট্রেন দুর্ঘটনায়। এই যে, মাথার এদিকে কাটা দাগ দেখছেন? দু হপ্তা হাসপাতালে ছিলাম। আরো একমাস লাগল স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে পেতে। চোখ গেল, জীবনটাও নষ্ট হল।'

মেসন সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ক্রুনল্ড। কিছু ঘটলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি যদি আফসে না থাকি ডেলা স্ট্রিটের সঙ্গে কথা বলবেন। ও সব জানে।'

'গোপন কথা কি উনি গোপন রাখতে পারবেন?'

মেসন হাসল। 'মারধোর করলেও ও মুখটি খুলবে না।'

'টাকা দিলেও না?'

'একদম না।'

'ধরুন খোসামোদ করে কেউ যদি কথা বার করার চেষ্টা করে? মেয়ে তো! তার ওপর দেখতে সুন্দরী।'

মেসনের মুখ গম্ভীর হল। 'আপনি নিজের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান। আমি আমার ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করব।'

ক্রুনল্ড দরজার দিকে এগোতে গেলে মেসন বাধা দিল।

'ঐ দিক দিয়ে। এই দরজা দিয়ে বেরলে সোজা বারান্দায় পড়বেন—'

কথা শেষ হবার আগেই মেসনের প্রাইভেট ফোন বাজল। রিসিভারটা কানে দিতে ও প্রান্তে ডেলা স্ট্রিটের গলা শোনা গেল।

'মিস বার্থা ম্যাকলেন বলে একজন এসেছেন। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই হ্যারি। দুজনেই খুব উত্তেজিত। আমাকে ওঁরা কিছু বলতে চাইছেন না। মহিলাটি কাঁদছিলেন, ভাইয়েরও মুখ খুব গম্ভীর। আপনি কি ওদের সঙ্গে দেখা করবেন?'

'হ্যাঁ। মিনিট খানেকের মধ্যে।' মেসন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ক্রুনল্ড ইতিমধ্যে অর্ধেক রাস্তা গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। 'বাইরের অফিসে আমার টুপিটা রয়ে গেছে। আমি বরং ওদিক দিয়েই যাই।'

বাইরের অফিসের দিকে ফিরেই সে কাঠ হয়ে গেল, 'একি হ্যারি? তুমি এখানে কি করছ?'

দ্রুত পা ফেলে মেসন ক্রুনল্ডের কাঁধ পাকড়ালো। তাকে এক ঝটকায় ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বলল, 'আপনি চুপচাপ দাঁড়ান। এটা উকিলের চেম্বার, বন্ধুদের সঙ্গে খোসগল্প করার ক্লাব নয়। আমি চাই না আপনি আমার অন্য মক্কেলদের দেখেন বা তারা আপনাকে দেখতে পায়।'

দরজা দিয়ে মাথা বার করে মেসন বলল, 'ডেলা, এই ভদ্রলোকের টুপিটা এনে দাও তো।'

ডেলা হ্যাট নিয়ে এল। মেসন তাকে বলল দরজা বন্ধ করে দিতে।

'ব্যাপার কি ?' ক্রুনল্ডকে জিগেস করল মেসন।

'ম্যাকলেনকে দেখলাম। ও কিছু না।' ক্রুনল্ড স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

'চেনেন ওকে ?'

'খুব সামান্য।'

'ও এখানে আসছে জানতেন ?'

'না।'

'এখানে আসার কারণ আন্দাজ করতে পারছেন ?'

'না।'

'তাহলে ওরকম কাঠ হয়ে গেলেন যে ?'

'কাঠ হয়ে গেলাম বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিজানি, তা বলতে পারব না। ম্যাকলেনের সঙ্গে আমার কি ?'

ওর কাঁধে হাত রাখল মেসন। 'যাকগে। আপনি এইদিক দিয়ে চলে যান। একি ? কাঁপছেন কেন ?'

'নার্ভাস বোধ করছি। এই ছেলেটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওকে দেখে কতকগুলো কথা মনে পড়ে গেল...'

কথা শেষ না করেই ক্রুনল্ড বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মেসন ডেলাকে বলল, 'পল ড্রেককে খবর দাও। ঐ দুজনকে ততক্ষণ বসিয়ে রাখো। ড্রেককে বল বারান্দা দিয়ে এসে যেন এই দরজায় টোকা দেয়।'

ডেলা বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান মক্কেল দুজনকে বলল, 'একটু বসুন। মিঃ মেসন ব্যস্ত আছেন।'

মেসন ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেছে। একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ল, মেসন হাতল ঘোরাতেই একটি লম্বামত লোককে দেখা গেল। তার মুখ দেখে মনে হয় সে খুব মজা পেয়েছে।

'পল, ভেতরে এসো। ব্যাপারটা শোনো।'

পকেট থেকে ক্রনন্ডের দেওয়া কাঁচের চোখটা বার করে পলের হাতে দিল মেসন।

ডিটেক্টিভ পল খুব কৌতূহল সহকারে সেটি নিরীক্ষণ করল।

'কাঁচের চোখ সম্বন্ধে কিছু খবর রাখো?'

'বিশেষ না।'

'শিগগিরি অনেক কিছু জানতে হবে।'

'বলে ফেল কি ব্যাপার।'

'বাল্টিমোর হোটেলে চলে যাও। একটা ঘর বুক করো। টেলিফোন গাইড থেকে একজন কাঁচের চোখের পাইকারী বিক্রেতার নাম বার কর। তাকে ফোন করে বল তুমি অন্য কোন শহর থেকে আসছ। এই ব্যবসায় নতুন। তোমার একজন খদ্দের গোটা-ছয় লাল চোখ চায়। তুমি যে নমুনাটা পাঠাবে ঠিক তার মতো। যা হোক একটা নাম বলে দিও।

'পাইকারের কাছে অনেক কাঁচের চোখ থাকবে। তবে খুব দক্ষ শিল্পীর হাতে তৈরি কাজের মত হবে না। যেমন দর্জি দিয়ে তৈরি আর রেডিমেড স্যুটের তফাৎ, তেমন আর কি। পাইকার এই চোখটার সঙ্গে মিলিয়ে ডুপ্লিকেটগুলো লালচে করে দেবে।'

'তার মানে?'

'বাইরে লাল শিরা এঁকে দেবে। লাল কাঁচ দিয়ে ওগুলো করে। ওরা যদি তোমাকে শাঁসালো খদ্দের মনে করে, তাহলে চটপট করে দেবে।'

'চোখগুলোর দাম কত পড়বে?'

'ঠিক জানি না। দশ-বারো ডলার হবে।'

'পাইকারের সঙ্গে দেখা করতে বারণ করছ?'

'তোমার চেহারাটা ওকে না দেখানোই ভাল। তাহলে পরে চিনে ফেলবে। হোটেলের রেজিস্টারে ভুয়ো নাম দেবে। পাইকারকেও আসল নাম দেবে না। কারো সামনে বিশেষ আসার চেষ্টা কোরো না। খুব বেশি বকশিশ দেবে না—আবার খুব কমও না। মালপত্র হবে সাধারণ—বেশিও না, কমও না। মনে রেখো তুমি একজন সাধারণ লোক, কেউ যেন তোমাকে মনে না রাখে।'

'কেন, পরে কি আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর হবে নাকি?'

'হতে পারে।'

'আমি কি কোন বে-আইনি কাজ করব নাকি?'

'এমন কোন কাজ নয় যা থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারব না।'

'ভাল। কখন যেতে হবে?'

'এখনি।'

চোখটা পকেটে পুরে ড্রেক দরজার দিকে এগোল।

মেসন ফোনটা তুলল। 'ডেলা, এবারে মিস ম্যাকলেন ও তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দাও।'

২

বার্থা ম্যাকলেন নিচু গলায় যুবকটিকে ধমক দিয়ে কি যেন বলল। ছেলেটি মাথা নেড়ে মিন মিন করে কি বলে পেরি মেসনের দিকে ফিরল।

মেসন ওদের বসতে ইঙ্গিত করল।

'আপনি কি মিস বার্থা ম্যাকলেন?'

মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—'এ আমার ভাই হ্যারি।'

ওরা দুজনে বসার পর মেসন, জিগেস করল, 'আমার কাছে কি জন্যে?'

সোজা তাকাল মেয়েটি। তার দৃষ্টিতে প্রখর আত্মপ্রত্যয়

'এখনি যে লোকটা বেরিয়ে গেল সে কে?'

মেসন চোখ কপালে তুলল।

'সেকি, আমি ভাবলাম আপনারা ওকে চেনেন। ওই তো কথা বলল।'

'আমার সঙ্গে বলেনি। হ্যারির সঙ্গে বলেছে।'

'তাহলে হ্যারিই আপনাকে বলতে পারবে লোকটা কে।'

'হ্যারি বলবে না ও বলছে কিনা সে খবরে আমার দরকার কি। আপনি বলুন।'

পেরি মেসন মৃদু হেসে মাথা নাড়ল তারপর বলল, 'আমার কাছে কি দরকারে এসেছেন বলুন'

'লোকটা কে আমাকে জানতেই হবে।

মেসনের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, 'এটা উকিলের অফিস, তথ্যকেন্দ্র নয়।'

মেয়েটির চোখে রাগের ঝিলিক দেখা দিল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল।

'ঠিকই বলেছেন। যদি আমার অফিসে এসে কেউ জিগেস করত যে লোকটা এখনি বেরিয়ে গেল সে কে, তাহলে আমি—'

'তাহলে আপনি কি করতেন?'

মেয়েটি হাসল, 'সম্ভবত মিথ্যে কথা বলতাম। বলতাম ওকে আমি চিনি না।'

মেসন সিগারেট-কেস খুলে মেয়েটিকে সিগারেট দিল। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে মেয়েটি সিগারেটটা নিয়ে দক্ষ হাতে নখে ঠুকল, তারপর মেসনের জ্বালানো দেশলাই থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে লম্বা এক টান দিল। হ্যারি ম্যাকলেনকেও সিগারেট বাড়িয়ে দিল মেসন, কিন্তু সে মাথা নাড়ল। পেরি মেসন তখন নিজেও একটা ধরিয়ে চেয়ারে ভাল করে বসল। তার চোখ বার্থার দিকে।

বার্থা স্কার্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে বলল, 'হ্যারি বড় বিপদে পড়েছে।'

হ্যারি একটু নড়ে বসল।

'ওঁকে বল কি হয়েছে', মেয়েটি হ্যারিকে বলল।

হ্যারি আগের মতই মিনমিন করে বলল, 'তুমি বল।'

মেয়েটি মেসনকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি হার্টলে ব্যাসেটের নাম শুনেছেন?'

'রেডিওতে নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক কি গাড়ির ওপর টাকা ধার দেন?'

'হ্যাঁ। নানারকম ধার দেয়। সবগুলো অবশ্য রেডিওতে বিজ্ঞাপন দেয় না। লোকটা চোরাই গয়নাগাঁটিও কেনে, এমনকি চোরাচালানকারীদেরও টাকা ধার দেয়।'

মেসন অবাক হয়ে তাকাল। কিছু একটা বলতে গিয়ে বলল না।

হ্যারি ম্যাকলেন নিচু গলায় বলল, 'এসব তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তুমিই আমাকে বলেছ।'

'আন্দাজে বলেছি।'

'না। আমি জানি তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি ওর হয়ে কাজ করেছ। ওর ব্যবসার ধরন তোমার ভালভাবেই জানা।'

'হ্যারির বিপদটা কি ধরনের?' মেসন জিগেস করল।

'হার্টলে ব্যাসেটের কাছ থেকে ও তিনহাজার ডলারের ওপর তহবিল তছরূপ করেছে।'

মেসন হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি চোখ নামিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, 'আমি টাকাটা ফিরিয়ে দিতাম।'

'মিঃ ব্যাসেট এটা জানেন?'

'এখন জানেন।'

'কবে জানলেন?'

'গত কাল।'

'ঠিক কিভাবে কাজটা হল? অনেক দিন ধরে, না একবারে? টাকাটা নিয়ে কি করা হয়েছে?'

হ্যারি ওর বোনের দিকে তাকাতে বার্থাই উত্তর দিল, 'চার বারে, প্রতি বারে প্রায় একহাজার ডলার।'

'কিভাবে নেওয়া হয়েছিল?'

'বন্ধকী চুক্তিপত্রের জায়গায় জাল কাগজ ঢুকিয়ে।'

'জাল কাগজগুলো না ভাঙানো পর্যন্ত একে তো ঠিক তহবিল তছরূপ বলা যাবে না।'

এতক্ষণে হ্যারি স্পষ্টভাবে কথা বলল, 'ওসব কথা ওঁকে বলার দরকার নেই। আমরা ওঁর কাছ থেকে কি চাই সেটা বল।'

'আপনারা আমাকে কি ঠিক করতে বলেন?' জিগেস করল মেসন।

'আমরা চাই আপনি টাকাটা মিঃ ব্যাসেটকে ফিরিয়ে দিন—মানে আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আমি টাকাটা ফেরত দিতে পারি।'

'সবটা?'

'শেষ অবধি সবটাই। আপাতত আমার কাছে পনেরো শো ডলারের কিছু বেশি আছে। বাকিটা কিস্তিতে শোধ করব।'

'আপনি চাকরি করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

মেয়েটির মুখ লাল হল। 'সে সম্বন্ধে কথা বলা কি খুব প্রয়োজনীয়?'

'বলা যায় না।'

'পরে বলব। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন আমি একজন খুব বড় ব্যবসায়ীর সেক্রেটারি।'

'কত মাইনে পান?'

'সেটা কি বলা দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আমার ফি কত চাইব সেটা তার ওপর নির্ভর করবে।'

'যতটা হওয়া উচিত ছিল মাইনে কিন্তু ততটা নয়।'

'কত ?'

'হপ্তায় চল্লিশ ডলার।'

'আপনার রোজগারের উপর কেউ নির্ভরশীল ?'

'হ্যাঁ, আমার মা।'

'আপনার সঙ্গে থাকেন ?'

'না, ডেনভারে।'

'তাকে কত পাঠান ?'

'মাসে সত্তর ডলার।'

'আপনি ছাড়া তাঁকে আর কেউ অর্থ সাহায্য করে ?'

'না।'

'হ্যারি কিছু দেয় না ?'

'ও কিছু পাঠাতে পারেনি এখনো পর্যন্ত।'

'ও হার্টলে ব্যাসেটের কাছে কাজ করেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মাইনে কত পায় ?'

হ্যারি বলল, 'মাইনে যা পাই তাতে মাকে সাহায্য করা যায় না।'

'মাইনে কত ?'

'মাসে একশো ডলার।'

বার্থা বলল, 'পুরুষমানুষের খরচও তো বেশি।'

'ব্যাসেটের কাছে কতদিন কাজ করছেন ?'

'ছ মাস।'

মেসন যুবকটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'এই সময়ের মধ্যে আপনি মাসে সাড়ে-সাতশো ডলার উপার্জন করেছেন, তাই না?'

হ্যারি ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। 'সাড়ে-সাতশো ডলার! বলেন কি। বুড়ো ব্যাসেট কাউকে ভাল মাইনে দেয় না। আমাকে মাসে একশো ডলার দিতেই ওর জ্ঞান বেরিয়ে যায়।'

'এই সময়ের মধ্যে আপনি চারহাজার ডলার তছরূপ করেছেন। তার সঙ্গে মাইনে যোগ করলে হয় মাসে সাড়ে সাতশো ডলারের মত।'

হ্যারির ঠোঁটটা একটু বেঁকল। সে বলল, 'ওভাবে হিসেব হয় না।' বলেই চুপ করে গেল।

'এ টাকার কিছু আপনাদের মায়ের কাছে পৌঁছেছিল?'

বার্থা উত্তর দিল, 'না। সেটা কি বাবদে খরচ হয়েছে আমরা জানি না।

মেসন হ্যারির দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'টাকাটা কোথায় গেল?'

'খরচ হয়ে গেছে।'

'কি করে?'

'বললাম তো খরচ হয়ে গেছে।'

'আমি জানতে চাই কিসে খরচ হল।'

'আপনি কেন জানতে চাইছেন?'

'কারণ আপনাদের সাহায্য করতে গেলে আমার সেটা জানা দরকার।'

'আহা, কি সাহায্যই করছেন!'

মেসন টেবিলের ওপর আস্তে আস্তে ঘুঁষি মারল কয়েকটা। তারপর ঘুঁষির সঙ্গে ওজন করে জবাবটা দিল।

'আপনি যদি মনে করে থাকেন সব তথ্য না জেনে আমি আপনাদের সাহায্য করব তাহলে আপনার মাথা খারাপ। আমাকে হয় খুলে সব কথা বলুন, নইলে অন্য উকিল দেখুন।'

বার্থা বলল, 'টাকাটা ও একজনকে দিয়েছে।'

'কোন মেয়েকে?'

ঈষৎ দম্ভের সঙ্গে হ্যারি জবাব দিল, 'মেয়েদের টাকা দিতে হয় না—ওরাই আমাকে টাকা দেবার জন্য উঁচিয়ে থাকে।'

'টাকাটা কাকে দিয়েছেন?'

'একজনকে খাটাতে দিয়েছি।'

'কাকে?'

'সেটা আমি বলব না।'

'আপনাকে বলতেই হবে।'

'না বলব না। আমি কাউকে এভাবে ফাঁসাই না। এ আপনি কিছুতেই বার করতে পারবেন না। দিদি অনেক চেষ্টা করেছে। আমি বরং জেলে গিয়ে পচব কিন্তু তার নাম ফাঁস করব না।'

বার্থা অনুনয় করে বলল, 'হ্যারি, এখনি যে লোকটা অফিস থেকে বেরোল—তুমি যার সঙ্গে কথা বললে—সেই লোকটা কি?'

হ্যারি উদ্ধতভাবে বললে, 'না। ওর সঙ্গে আগে একবার মোটে দেখা হয়েছে।'

'কোথায়?'

'তোমার তাতে কি?'

'নাম কি ওর?'

'ওকে এর মধ্যে কেন টানছ ?'

বার্থা মেমনকে বলল, 'ওর একজন সাকরেদ আছে—টাকা ছুয়ে নেবার ওস্তাদ বিশেষ। টাকা সরাবার ব্যাপারে সেই লোকটা ওকে সাহায্য করেছিল।'

'কি করে টাকাটা সরাল ?'

'নোটের ফাইলটা ওর কাছে থাকত। ব্যাসেট প্রচণ্ড হারে সুদ নিত, তাই নেহাত দায়ে না ঠেকলে লোকে ওর কাছে ধার করতে আসত না। অনেক সময় লোকে অন্য কোথা থেকে টাকা ধার করে ওর ধার শোধ করে দেয়—শুধু প্রচণ্ড সুদ এড়াবার জন্য।'

'লোকে যখন টাকা শোধ করার জন্য আসত, হ্যারি টাকাটা নিজেই নিয়ে নিত। ওদের হ্যাণ্ডনোট ফেরত দিয়ে নিজে একটা জাল নোট লিখে ফাইলে ভরে দিত। মিঃ ব্যাসেট ফাইল খুলে কিছুই বুঝতে পারতেন না। ঐ জাল হ্যাণ্ডনোটের সুদটা হ্যারিই দিয়ে দিত।'

'ধরা পড়ল কি করে ?'

'একটা নোটের টাকা দেবার সময় হয়ে এসেছিল। হ্যারি টাকাটা যোগাড় করতে পারেনি। ভেবেছিল কয়েকদিনের মধ্যে পারবে। ইতিমধ্যে যে লোকটির নামে ধার তার সঙ্গে মিঃ ব্যাসেটের একটা গল্‌ফ ক্লাবে দেখা হয়েছে। মিঃ ব্যাসেট ওকে চেপে ধরতেই লোকটি বলল, পুরো টাকা সে মাস চারেক আগে শোধ করে দিয়েছে। এমন কি আসল হ্যাণ্ডনোটটাও সে দেখায়। তাতে লেখা ছিল খারিজ হয়ে গেছে। তখন ব্যাসেট খোঁজখবর করে।'

'হ্যারির একজন সাকরেদ ছিল এটা আপনি কি করে ভাবছেন ?'

'ও আমাকে বলেছে। সাকরেদই টাকা নিয়েছে। সম্ভবত জুয়া খেলার জন্যে।'

'কি ধরনের জুয়া?'

'সব রকম—পোকার, রুলেৎ, ঘোড়দৌড়, লটারি—বিশেষ করে ঘোড়দৌড় আর লটারি।'

হ্যারি বলল, 'বুড়োটা যদি চুপচাপ বসে থাকত আমি ওর সব টাকা ফেরত দিয়ে দিতাম।'

পেরি মেসন বার্থাকে ভাল করে দেখল। তারপর জিগেস করল, 'ঐ পনেরো শো ডলার আপনার জমানো টাকা?'

'হ্যাঁ, সেভিংস ব্যাঙ্কে আমার এ টাকাই আছে।'

'এ টাকাটা আপনি মাইনে থেকে জমিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মাকে প্রতি মাসে সত্তর ডলার করে পাঠিয়ে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এই টাকা ফেরত দিতে চান যাতে হ্যারি জেলে না যায়, এই তো?'

'হ্যাঁ। মা শুনলে আর বাঁচবেন না।'

'তারপর আপনার মাইনের টাকা থেকে বাকিটা শোধ করবেন?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যারির তো চাকরি নেই। আপনাকে তো ওকেও খাওয়াতে হবে।'

হ্যারি বলে উঠল, 'আমার বিষয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। আমি চাকরি পেলেই দিদিকে পাই পয়সা ফেরত দেব। ওকে

মাইনে থেকে কিছুই দিতে হবে না। আমি তিরিশ দিনের মধ্যে সব শোধ করে দেব।'

'ঠিক কিভাবে আপনি সব শোধ করবেন মনে করছেন?'

'সে আমি করবই। টাকা খাটাব। প্রতিবারই কি কপাল খারাপ হবে?'

'তার মানে আবার জুয়া খেলবেন।'

'সে কথা বলিনি।'

'তাহলে কিভাবে খাটাবেন?'

'সেকথাও কি আপনাকে বলতে হবে নাকি? আপনি ব্যাসেটের ব্যাপারটা সামলান। দিদির সঙ্গে হিসেব আমি বুঝব।'

কড়া গলায় মেসন বলল, 'আমার পরামর্শ তবে শুনুন। ব্যাসেটকে একটি পয়সা ফেরত দেবেন না।'

'কিন্তু দিতেই হবে। টাকাটা যে ওর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।'

'একটা কানাকড়িও দেবেন না।'

'কিন্তু ও যে আমাকে কাল রাত্তির অবধি সময় দিয়েছে। তার মধ্যে মিটিয়ে না দিতে পারলে সব ব্যাপারটা ও ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির হাতে তুলে দেবে।'

'জেলই তোমার উপযুক্ত জায়গা, বুঝেছ ছোকরা?'

শুনে বার্থার চোখ কপালে উঠল।

'আইন ব্যবসায় বহুদিন আছি—নানারকম লোক দেখেছি। এই জাতীয় লোক আগেও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে অল্প টাকার উপর দিয়ে হয়। কেউ খুবই কষ্ট করে টাকাটা যোগাড় করে দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি হ্যারির কুকীর্তি ঢাকা দেবার জন্য এই প্রথম টাকা দিচ্ছেন না—ঠিক কি না?'

হ্যারি বলল, 'তার সঙ্গে আপনার কি? আপনি কি মনে করেন নিজেকে?'

পেরি মেসনের দৃষ্টি কিন্তু বার্থার মুখ থেকে সরেনি।

'এটাই কি প্রথম বার?'

বার্থা আস্তে আস্তে বলল, 'আগেও দু-একবার দিতে হয়েছে।'

'যা ধরেছি। আপনার ভাইয়ের পতন আরম্ভ হয়েছে। আপনি ওকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য করছেন। ও জানে আপনি ওঁর পিছনে আছেন। প্রথমে ও একটা ভুয়ো চেক দিল। আপনি টাকাটা পুরিয়ে দিলেন। ও আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে কথা দিল যে এরকম আর হবে না, অনেক বড় বড় কথা বলল; হেন করব তেন করব। আসলে ও মুখে যা বলে মনে মনে বিশ্বাস করে তাই করবে। কিন্তু ওর সে ক্ষমতাই নেই। চাকরি করার কোন বাসনাই ওর নেই। এখন আপনার কাছ থেকে আরো কিছু টাকা বাগাবার মতলব। তাই দিয়ে উনি জুয়া খেলবেন, আর ওর ধারণা পকেট-ভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

'ওর ইচ্ছেটা খুব একটা হোমরা-চোমরা হওয়া, কিন্তু পরিশ্রম করে বড় হবার মানুষ ও নয়। ও শুধু কথা বলতে আর ফাঁকি দিয়ে বড়লোক হবার চেষ্টা করতে জানে। একটু পয়সা হাতে এলেই জাহির করতে থাকে, কিন্তু কপাল মন্দ হলে এসে আপনার কাছে কেঁদে পড়ে। আপনিও স্নেহে গদগদ হয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

'এই ছোকরার উচিত নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা। মেয়েদের উপর নির্ভর করে অনেকদিন তো কাটল। ও আপনার থেকে বয়সে ছোট। অনুমান করছি আপনাদের বাবা নেই এবং

আপনিই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন ?'

'আমি ওকে স্টেনোগ্রাফি আর অ্যাকাউন্টিং-এর কলেজে ভর্তি করে দিই। এ ছাড়া আমার সাধ্যে কুলোয়নি! মাঝে মাঝে মনে হয় ভাল করে লেখাপড়া শেখানো উচিত ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর নার দেখাশোনা—'

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলে এসো দিদি। ঘোরানো চেয়ারে বসে মোটা ফি নিয়ে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়া খুব সহজ। এ সব শোনার কোন দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ, আছে,' কড়াগলায় বলল মেসন। 'বোসো ঐখানে।'

বিদ্রোহীভাবে তাকাল হ্যারি; মেসন ওর দিকে এক পা এগোতেই শুট্ করে নিজের চেয়ারটিতে বসে পড়ল।

মেসন বার্থার দিকে ফিরল।

'আপনি আইনগত পরামর্শ চাইতে এসেছেন। তাহলে শুনুন। ব্যাসেট আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে না এই শর্তে আপনি যদি টাকাটা ফেরত দেন, তাহলে আপনি আইনের চোখে ইচ্ছাকৃত অপরাধ করবেন। তাছাড়া আপনার যা মাসিক আয় তাতে সব দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে আপনি ব্যাসেটের কিস্তির টাকা শোধ করতে পারবেন না। আপনার ভাইয়ের জুয়ার টাকাও তো প্রতি মাসে আপনাকেই যোগাতে হবে।

'আপনার ভাই যাতে জামিনে ছাড়া পায় আমি সে চেষ্টা করব। কিন্তু তার জন্যে তাকে সব জুয়াড়ী বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। টাকাটা ও কাকে দিয়েছে এবং কেন, তা আদালতে বলতে হবে। আদুরে ভাইয়ের ভূমিকা ছেড়ে এখন ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না কেন টাকাটা ফেরত দিতেই হবে।' বার্থা প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। 'আমার ভাই সেটা তছরূপ করেছে। ওটা যে করেই হোক মিঃ ব্যাসেটকে দিতেই হবে।'

'আপনার বয়স কত?' মেসন প্রশ্ন করল।

'সাতাশ।'

'আপনার ভাই-এর?'

'বাইশ।'

'ওর তছরূপ-করা-টাকা আপনাকে কেন ফেরত দিতে হবে?'

'কারণ ও আমার ভাই। তাছাড়া মায়ের কথাও ভাবতে হবে। ওঁর বয়স হয়েছে। হ্যারি ওঁর চোখের মণি।'

'ওকে উনি সবচেয়ে ভালবাসেন?'

বার্থা আস্তে আস্তে বলল, 'আসলে বাড়িতে ছেলে বলতে ঐ। বাবা মারা গিয়ে অবধি—'

'বুঝেছি। আপনারা ওর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন; মাকে সব কথা বুঝিয়ে বললে হয় না?'

'না, না, কিছুতেই না, এ উনি কিছুতেই সইতে পারবেন না। মায়ের ধারণা হ্যারি মস্ত বড় ব্যবসাদার। মিঃ ব্যাসেটের ডান-হাত। মা জানেন টাকা লগ্নী করার কাজে ব্যাসেট একজন খুব নামকরা লোক।'

'ব্যাসেট মামলা না করলেও আপনি টাকাটা ফেরত দিতে চান?'

'হ্যাঁ।'

মেসন হ্যারির দিকে ফিরল।

'শোনো হে ছোকরা, আজ রাত্রে শুতে যাবার আগে হাঁটুগেড়ে বসে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তোমার একজন বৃদ্ধা অসুস্থ মা আছেন। ধন্যবাদ দাও এজন্য আমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায় অপরাধের প্রশ্রয় দিচ্ছি। তা যাই হোক, তোমাকে কিন্তু আমি সহজে ছাড়ছি না— হয় তোমাকে মানুষ করে তুলব, নইলে তোমার মুখোশ খুলে দেব।'

টেলিফোনটা তুলে মেসন ডেলা স্ট্রিটকে বলল, 'হার্টলে ব্যাসেটকে ফোন কর। লেনদেনের কারবারী।'

রিসিভারটা ধরে রেখে মেসন বার্থাকে বলল, 'ব্যাসেট ঝামেলা করবে। ও চাইবে আপনার কাছ থেকে পাই-পয়সা উসুল করতে দরাদরি করতে পোক্ত লোকটা।'

হ্যারি বলল, 'ব্যাসেটের জন্য মাথা ঘামাবেন না। আপনি শুধু ওকে আমাদের প্রস্তাবটা জানিয়ে দিন—তাহলেই হবে।'

'আমাদের ? আমাদের প্রস্তাব—তার মানেটা কি ?'

'মানে আমি আর দিদি। আমি দিদির টাকা শোধ করে দেব।

'তুমি এখন ভাবছ শোধ করবে না কিন্তু শোধ তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু ব্যাসেট তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে এটা ভাবছ কি করে ?'

'রাজি নিশ্চয় হবে, অন্য দিক থেকে চাপ আসবে।'

'কার কাছ থেকে ?'

'ওর বাড়িরই একজনের কাছ থেকে। তার সঙ্গে আমার খুব খাতির।'

'তোমার বন্ধুরা সব সুসময়ের খদ্দের। তোমার মত লোকেদের সত্যিকার বন্ধু থাকে না'

'আপনার তাই ধারণা,' হ্যারির গলা উদ্ধত। 'আপনি জানেন না। এমন একজন আছে ব্যাসেট যার হাতের মুঠোয়। আমার জন্যে সে করবে না এমন জিনিস নেই। আপনি প্রস্তাবটা করেই দেখুন। ব্যাসেট যদি এখন রাজি না হয় ঘাবড়াবেন না—এক ঘন্টার মধ্যে ও ফোন করে বলবে রাজি আছে।

অনেকক্ষণ হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেসন। তারপর আস্তে আস্তে জিগেস করল, 'ও, মিসেস ব্রাসেটের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চলছে বুঝি?'

হ্যারি চটে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ফোনের মধ্যে শব্দ হল। মেসন তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে চাপল।

'হ্যালো? কে? আপনি কি মিঃ হার্টলে ব্যাসেট কথা বলছেন? আমি উকিল পেরি মেসন বলছি। একটু কথা আছে, আমার অফিসে আসতে পারেন?...ঠিক আছে, আমিই যাব। আজ সন্ধের কোনো সময়? ঠিক আছে। তাই যাব। আপনার অফিস আপনার বাড়িতেই? সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাব। কারণটা তখনই বলব। আচ্ছা তাহলে সাড়ে-আটটা, এই কথা রইল।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে মেসন জিগেস করল, 'ব্যাসেট কি করে জানল আপনারা এখানে এসেছেন?'

হ্যারি উদ্ধতভাবে বলল, 'আমি বলেছি বলে।'

বার্থা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি বলেছ?'

'হ্যাঁ। ও আমাকে জেলে পুরবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল। আমি ভাবলাম ওকেই পাল্টা ভয় দেখানো দরকার। তাই ওকে বললাম পেরি মেসন আমার উকিল হবেন, এখন বেশি বাড়াবাড়ি করলে উনিই হয়ত তোমাকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করবেন।'

পেরি মেসন কোন কথা বলল না, তবে সে যে খুব বিরক্ত সেটা বোঝা গেল। বার্থা কৃতজ্ঞভাবে বলল, 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব! আমি যতদূর তাড়াতাড়ি পারি মিঃ ব্যাসেটের সব টাকা শোধ করে দেব। তার জন্যে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতেও আমি রাজি। উনি যে হারে সুদ নেন আমিও সেই হারে সুদ দেব।'

লম্বা নিঃশ্বাস টেনে মেসন উত্তর দিল, 'ব্যাসেটকে সামলানোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। এই নিন আমর ফ্ল্যাটের টেলিফোন নম্বর। যদি তেমন কিছু ঘটে আমাকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবেন। আমার ধারণা আপনার ভাই মুখ খুলবে। আমি তখন শুনতে চাই ও কি বলে।'

'মানে ওর সাকরেদ সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

হ্যারির আত্মবিশ্বাস এতক্ষণে ফিরে এসেছে। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'বড় যে শখ!'

বার্থা সে কথা না শোনার ভান করে বলল, 'আপনার ফি কত দেব?'

মেসন হাসল। 'থাক। এখনি যে ভদ্রলোক অফিস থেকে চলে গেলেন উনি যা ফি দিয়ে গেছেন তাতে আপনাদেরটাও হয়ে গেছে।'

৩

দরজার ওপরে পেতলের ফলকে লেখা—

"হার্টলে ব্যাসেটের বাসগৃহ
ফেরিওয়ালা ও উকিলের
প্রবেশ নিষেধ।"

তার ঠিক ডান দিকে আর একটি দরজা তাতে লেখা—"ব্যাসেট অটো ফিনান্স কোম্পানি—ভিতরে আসুন।"

পেরি মেসন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাইরের অফিসে কেউ নেই। ওদিকের দরজায় লেখা—"প্রাইভেট।" ইলেকৃট্রিক ঘন্টির তলায় লেখা—"ঘণ্টা বাজিয়ে অপেক্ষা করুন।"

মেসন ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। যে লোকটি বেরিয়ে এল তার ছোট করে ছাটা গোঁফ, জুলফির কাছে পাক ধরেছে। হাল্কা চোখের কালো মণিতে তীব্র সম্মোহনের মত দৃষ্টি।

বাঁ হাত তুলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, 'বাঃ, একেবারে সময়ে!'

মেসন ব্যাসেটের পিছু পিছু একটা অফিস ঘরে ঢুকল। ঘরটা সাদামাটা।

ব্যাসেট বলল, 'এখানে লোকে এসে টাকা দিয়ে যায়। ইচ্ছে করেই ঘরটা ভাল করে সাজাইনি। ভেতরে আসুন। এই ঘর থেকে আমি মোটা টাকা ধার দিই।'

এই ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। আরো ভেতরে কোন এক জায়গার থেকে টাইপ রাইটারের আওয়াজ আসছে।

'রাত্রেও কাজ করেন নাকি?' জিগেস করল মেসন।

'সন্ধেবেলা কয়েক ঘণ্টা খোলা রাখি, যারা চাকরি-বাকরি করে তাদের সুবিধের জন্যে। এসব লোকের ধার দিতে ঝুঁকি কম। যাদের চাকরি নেই তাদের টাকা ধার দেওয়াতে ঝুঁকি অনেক বেশি।'

মেসন চেয়ারে বসল। ব্যাসেট জিগেস করল, 'হ্যারি ম্যাকলেনের ব্যাপারে কথা বলতে চান?'

মেসন ঘাড় হেলাতেই ব্যাসেট একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের টাইপরাইটার থেমে গেল। বছর পঁয়তাল্লিশের একটি রোগামত লোক এসে ঢুকল। চশমার মধ্যে থেকে কুতকুতে চোখ ঠিক যেন পেঁচার মত।

ব্যাসেট বলল, 'আর্থার, ঠিক কত টাকা সরিয়েছে ম্যাকলেন?'

ভাবলেশহীন গলায় উত্তর হল, 'তিনহাজার নশো বিয়াল্লিশ ডলার তেষট্টি সেণ্ট।'

'সুদ হিসেব করে? মাসে শতকরা একটাকা হিসেবে।'

'যেদিন থেকে টাকাটা সরানো হয়েছে সেই সময় থেকে মাসে শতকরা একটাকা হিসেবে সুদ ধরেই বললাম।'

'ঠিক আছে।'

লোকটা দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। একটু পরে আবার টাইপরাইটারের খটাখট আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যাসেট একটু মুচকি হেসে বলল, 'কাল বিকেল পর্যন্ত ওকে সময় দিয়েছি।'

মেসন সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। পকেট থেকে একটা চুরুট বার করল ব্যাসেট। মেসন ধোঁয়া ছেড়ে

বলল, 'আপনার আর আমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কোন কারণ ঘটেছে কি ?'

'কোনই কারণ ঘটেনি।'

'সব ব্যাপারটা আমি জানি না। তবে ধরে নিচ্ছি ম্যাকলেন টাকাটা সরিয়েছে।'

'ও নিজেই স্বীকার করেছে।'

'এই নিয়ে এখন তর্ক করব না। ধরে নেওয়া যাক ও টাকাটা সরিয়েছে।'

ব্যাসেটের দৃষ্টি ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। সে বলল, 'তর্কটা বুঝি কোর্টে করবেন বলে রেখে দিচ্ছেন ?'

'এখন আমি কিছুই স্বীকার করতে চাই না। আমার মক্কেল যদি করতে চায় তো করুক।'

'বলে যান।'

'আপনি টাকাটা ফেরত চান ?'

'অবশ্যই।'

'ম্যাকলেনের কাছে টাকাটা নেই।'

'ওর এক সাকরেদ আছে।'

'লোকটা কে জানেন ?'

'না। জানলে ভাল হত।'

'কেন ?'

'কারণ তার কাছেই টাকাটা আছে।'

'কি করে ভাবছেন ?'

'আমি নিশ্চিত জানি।'

'তাহলে সে ফেরত দিচ্ছে না কেন ?'

'কারণ বলতে পারব না। একটা কারণ ঐ লোকটি জুয়াড়ী। ভাল করে ওদের মনের গতিবিধি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে ওদের জুয়ার টাকা আসবে কোথা থেকে? ওদের ধারণা ওরা জুয়া খেলে বড়লোক হবে। আমি ওদের খুব একটা দোষ দিই না। কিন্তু এক্ষেত্রে ওরা পার পাবে না—কারণ টাকাটা আমার। হয় ওরা টাকা ফেরত দিক নয় তো জেলে থাক।'

'আশাকরি আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা করলে আপনি অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত বেআইনী কাজ করবেন?'

'ওসব আমি কিছুই করছি না। আমার শুধু টাকাটা ফেরত চাই।'

'আপনি জোচ্চোরদের আইন ফাঁকি দিতে সাহায্য করছেন।'

'ওসব আইনের কচকচি বুঝি না। আপনি জানেন আপনি কি চান, আমিও জানি আমি কি চাই। সোজাসুজি বলছি আপনাকে —টাকা আমার চাই।'

'আপনার ধারণা ম্যাকলেনের কাছে টাকা আছে?

'না, ওর সাকরেদের কাছে আছে।'

'ম্যাকলেন তাহলে ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে না কেন?'

'তার কারণ ওরা জুয়া খেলতে চায়। কিছু টাকা লোকসান গেছে। কিন্তু জুয়া ওরা ছাড়বে না। ম্যাকলেনের দিদি ওর জেলে যাওয়া আটকাবার জন্য টাকা শোধ করে দেবে। ওর কাছে পনেরো শো ডলারের মত আছে। সে টাকাটা আমি নেব। তারপর সাকরেদ লোকটাকে খুঁজে বার করে তার কাছ থেকে বাকি টাকাটা নেব।'

'যদি সেটা সম্ভব না হয়?'

'হবেই।'

'আমি আপনাকে পনেরো শো ডলার ছাড়াও মাসে তিরিশ ডলারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমি ওর দিদির উকিল

'ওর দিদির টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'সবটা?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেটা সে টাকা উড়িয়ে দেয়নি?'

'দেয়নি।'

'আমি মেয়েটির কাছ থেকে এখন পনেরো শো আর মাসে এক শো করে নেব।'

চট করে মেজাজ গরম হয়ে গেল মেসনের। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তা কি করে হয়? ওকে অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করতে হয়। মাসে মাসে অত টাকা দিলে ওর চলবে কি করে?'

'ও সব আমি জানি না। অত অল্প টাকায় আমার পোষাবে না। ইতিমধ্যে হ্যারি ম্যাকলেন অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে গেলে লোকসানটা ওর মনিবের ঘাড়ে চালিয়ে দিতে পারে।'

'তার মানে?'

'ওখান থেকে টাকা তছরূপ করে আমাকে ফেরত দিক।'

'আপনি ওকে চুরি করতে বাধ্য করবেন?'

'তা কেন? এটা একটা প্রস্তাব মনে করুন। আমি কিছুদিন চালিয়ে নিয়েছি, ওর নতুন মনিবও তাই করুক।'

মেসন হাসল, 'আপনি তো আর একটা তহবিল তছরূপে সাহায্য করার দোষে দোষী হবেন।'

'তাতে আমার বয়েই গেল। আমার টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে কথা। তা সে যেভাবেই হোক। আমার বিরুদ্ধে কোন আইনগত প্রমাণ নেই। নীতির ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'সেটা আমার আগেই মনে হয়েছিল।'

'ভাল, ভাল। তাহলে ভুল বোঝাবুঝির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনার ব্যবসার নীতিগত দিক আমি আলোচনা করতে চাই না— আপনিও আমার ব্যবসা নিয়ে কিছু বলবেন না। আপনি শুধু দেখবেন টাকাটা আমি যাতে ফেরত পাই। ছেলেটার দিদি চায় না যে তার ভাই জেলে যাক। আমার শর্তগুলো বলে দিলাম। আর আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনার শর্ত মানা সম্ভব নয়।'

নিরুপায় ভঙ্গী করে কাঁধ ঝাঁকাল ব্যাসেট, 'কাল বিকেল পর্যন্ত সময়।'

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। পর মুহূর্তেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন এক মহিলা—তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পেরি মেসনের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তিনি হার্টলেকে জিগেস করলেন, 'আমি কি একটু বসব?' হার্টলে উঠল না, তার মুখে কোন ভাবান্তরও হল না। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ মহিলাটিকে দেখে নিয়ে মেসনকে বলল, 'আমার স্ত্রী।'

মেসন উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাকে বলল, 'পরিচয় হয়ে খুব আনন্দ হল।'

মহিলা কিন্তু একটু ভীতভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন, 'হার্টলে, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে।'

'কেন?'

'কারণ আমার আগ্রহ আছে।'

'কিসে আগ্রহ ?'

'তুমি যা করছ তাতে।'

'তার মানে কি হ্যারি ম্যাকলেনের ব্যাপারে আগ্রহ ?'

'না, না। অন্য কারণে।'

'অন্য কারণটা কি জানতে পারি ?'

'ওর বোন যদি টাকাটা শোধ করে তাহলে তুমি অত কড়া হয়ো না।'

'সেটা আমার মাথাব্যাথা।'

'আমি কি এখানে থাকতে পারি ?'

কঠিনচোখে তাকিয়ে অত্যন্ত নির্বিকার গলায় জবাব দিল ব্যাসেট, 'না।'

মিনিট খানেক কেউ কোন কথা বলল না। মিসেস ব্যাসেট একটু ইতস্ততঃ করে চলে গেলেন। তিনি যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন সেদিক দিয়ে না গিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। একটু পরেই আর-একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল, মানে উনি ওদিক দিয়ে রিসেপশন রুমে চলে গেলেন।

ব্যাসেট বলল, 'আপনি আবার বসছেন কেন ? আমাদের যা বলার হয়ে গেছে। আসুন তাহলে। গুড নাইট।'

মেসন গটমটিয়ে দরজা অবধি গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'গুডনাইট।' তারপর বাইরের ঘর পেরিয়ে লম্বা পা ফেলে গাড়িতে পৌছল। গাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ও বুঝতে পারল সিটের ওপাশে কেউ লুকিয়ে বসে আছে।

মেয়েলী গলায় কে যেন বলল, 'দরজাটা দয়া করে বন্ধ করে

দিন। মোড় পার হয়ে চলুন।' মহিলা আর কেউ না—মিসেস ব্যাসেট।

মেসন প্রথমে একটু বিরক্ত হল, তারপর কৌতূহলের বশে কিছু না বলে মোড়টা ঘুরে এক চক্কর মেরে গাড়ি থামাল। মিসেস ব্যাসেট ঝুঁকে পড়ে মেসনের গায়ে হাত রাখলেন, 'মিঃ মেসন, উনি যা বলছেন আপনি তাই করুন।'

'উনি যা চাইছেন তা অসম্ভব।'

'না, না, অসম্ভব হতেই পারে না। আমি ওঁকে চিনি। উনি শেষ-বিন্দু অবধি রক্ত বার করে নেন, কিন্তু অসম্ভব কোন দাবী করেন না।'

'মেয়েটির মা অসুস্থ। তাঁর খরচখরচা ওকেই চালাতে হয়।'

'কিন্তু ঐরকম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য তো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। মেয়েটিকে যে খরচা দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সভ্য সমাজে কি কেউ অনাহারে মারা যায়? ধরুন যদি মেয়েটার কিছু হয় তাহলে বৃদ্ধা মায়ের নিশ্চয়ই কোন-না-কোন ব্যবস্থা হবে।'

প্রচণ্ড রেগে গেল মেসন। 'আপনি চান মেয়েটি তার মাকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে নিজে ষাট ডলারে চালাক—এক অপদার্থ ছোকরা আপনার স্বামীর যে টাকা চুরি করেছে সেটা ফেরত দেবার জন্যে?'

মিসেস ব্যাসেট বলল, 'না সেজন্য নয়। টাকাটা না পেলে উনি যা করতে উদ্যত হবেন সেটা আটকাবার জন্য।'

'আপনি কি চুপিসাড়ে এখানে এসেছেন আমাকে এই কথা বলতে?'

'না, অন্য কথা আছে। টাকা তছরূপের প্রসঙ্গটা এমনি।'

'আমার সঙ্গে পরামর্শ থাকলে আমার অফিসে আসুন '।

'তা পারব না। বাড়ি থেকে বেরোন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে।'

'কি বোকার মত কথা বলছেন! কে আপনাকে চোখে চোখে রাখছে?'

'কেন, আমার স্বামী।'

'আপনি ইচ্ছে হলে কোন উকিলের বাড়ি যেতে পারেন না?'

'না, পারি না।'

'কে আপনাকে বাধা দেবে?'

'আমার স্বামী!'

'কেমন ভাবে?'

'তা জানি না। কিন্তু দেবেন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর উনি। ওঁর অবাধ্য হলে আমাকে খুনও করতে পারেন।'

মেসন ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'কি ব্যাপারে আমার পরামর্শ চান?'

'দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে।'

'কি জানতে চান?'

'আমি হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে বিবাহিত।

'তাই তো জানি।'

'আমি ওর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

'বলে যান।'

'আর একজন আছে যে আমার সব দায়িত্ব নিতে চায়।'

'ভাল কথা।'

'তাকে আমায় বিয়ে করতে হবে।'

'তাহলে ব্যাসেটকে ডিভোর্স করতে হবে।'

'কিন্তু বিয়ে আমাকে এখনি করতে হবে।'

'তার মানে ডিভোর্স হবার আগেই আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'এই লোকটি কি জানে আপনি ব্যাসেটের সঙ্গে বিবাহিত ?'

'হ্যাঁ, জানে।'

'সে এই অসিদ্ধ বিয়ে করতে চায় ?'

'আমরা এমন ব্যবস্থা করতে চাই যাতে এটা অসিদ্ধ না হয়।'

'কোন কোন জায়গায় গেলে খুব চটপট ডিভোর্স পাওয়া যায়।'

'ব্যাসেটকে তাহলে জানাতে হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হবে না।'

'তাহলে আপনি আবার বিয়েও করতে পারছেন না।'

'বিয়ে আমি করতে পারি, তবে সেটা অসিদ্ধ হবে, এই তো ?'

'তাহলে আপনাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বিয়ের লাইসেন্স পেতে হবে। এটা শপথভঙ্গের অপরাধ।'

'ধরুন শপথভঙ্গই হল—তাহলে কি হবে ?'

মেসন বলল, 'আপনি বলছিলেন আপনাকে অনুসরণ করা হয়। তাহলে আমার গাড়ির পিছনে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন কি ?'

'সর্বনাশ। দেখিনি তো!' জানলা দিয়ে ঘুরে দেখেই তিনি বললেন, 'এইরে। জেমস!'

'জেমস কে ?'

'আমার স্বামীর ড্রাইভার।'

'ওটা আপনার স্বামীর গাড়ি?'

'হ্যাঁ, ওঁর আরো গাড়ি আছে।'

'ড্রাইভার কি আপনার পিছন পিছন আসছিল মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই। আমি জানি। ভেবেছিলাম ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারব।'

'এখন কি করবেন? নামবেন?'

'না। চক্কর কাটুন। বাড়ির দরজায় নামব।'

'পিছনের গাড়ির লোকটা বুঝে গেছে যে আপনি ওকে দেখেছেন।'

'বুঝুক গে। চলুন তাড়াতাড়ি। যা বলছি তাই করুন।'

মেসন আর একবার চক্কর মারল। পিছনের গাড়িটা হেডলাইট জ্বালিয়ে ওদের পিছু নিল। ব্যাসেটের বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করাল মেসন। ঝুঁকে ওদিকের দরজা খুলে বলল, 'যদি পরামর্শ করতে চান ভেতরে আসতে পারি।'

'না, না!' আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস ব্যাসেট।

ছায়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল হার্টলে ব্যাসেট, 'আপনি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করছেন নাকি?'

মেসন দরজা খুলে বেরিয়ে ব্যাসেটের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'না, তেমন কিছু করিনি।'

'তাহলে সম্ভবত আমার স্ত্রীই গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। উনি কি আপনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন নাকি?'

মেসন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি গাড়ি থেকে নামলাম

আপনাকে শুধু একটি কথা বলার জন্য। নিজের চরখায় তেল দিন।'

যে গাড়িটা মেসনদের অনুসরণ করছিল তার মধ্যে থেকে বেড়ালের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা রোগা লম্বামত লোক। মেসনের কথা বলার ধরন শুনে সে গাড়ি থেকে একটা জিনিস বার করে এগিয়ে এল। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল তার হাতে একটা রেঞ্চ।

মেসন ঘুরে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল। মিসেস ব্যাসেট ততক্ষণে এক দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

ভয়ঙ্কর গলায় জিগেস করল মেসন, 'গণ্ডগোল করার ইচ্ছে কিনা বলে ফেল।'

লম্বা লোকটার দিকে একনজর তাকিয়ে ব্যাসেট বলল, 'ঠিক আছে জেমস, তুমি এখন যাও।'

মেসন কঠিনদৃষ্টিতে দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি বড় রাস্তায় পৌঁছতেই স্পীড বাড়িয়ে একটা ওষুধের দোকানের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক দিল। ফোনের বুথে গিয়ে একটা নম্বর ঘোরাল। লাইনের অন্য প্রান্ত থেকে বার্থা ম্যাকলেনের গলা ভেসে এল। মেসন বলল, 'ভেস্তে গেল।'

'ও কথা শুনল না?'

'না।'

'ও কি চায়?'

'ও যা চায় তা দেওয়া অসম্ভব।'

'কি চাইছে ও?'

'তা অসম্ভব।'

'কিন্তু আমাকে বলবেন তো!'

'ও আপনার কাছ থেকে মাসে একশো ডলার করে চাইছে।'

'তা আমি কি করে দেব?'

'আমি সে কথাই বললাম। বললাম আপনাকে মায়ের খরচ দিতে হয়। ও বলল মাকে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

'না, না। তা আমি পারব না।'

'আমিও তাই বলেছি। এখন শুনুন, হ্যারির কাছ থেকে ওর সাকরেদটি কে আর টাকাটা কোথায় গেল এই খবরগুলো বার করুন তো!'

'হ্যারি বলবে না।'

'তাহলে ওর জেলে যাওয়াই ভাল।'

'আপনি এখন কোথায়?'

'একটা দোকানে।'

'ব্যাসেটের বাড়ির কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ফিরে গিয়ে মিঃ ব্যাসেটকে বলে আসুন আমি যে করেই হোক ওকে টাকাটা দিয়ে দেব। অন্তত দু এক মাস চালিয়ে নেব— ততদিনে হ্যারি চাকরি পেয়ে যাবে।'

'আমি ব্যাসেটকে এসব বলব না।'

'কিন্তু আমি রাজি না হলে হ্যারি যে জেলে যাবে!'

'কাল বিকেল পর্যন্ত দেখে অন্য উকিল রাখুন।'

'তার মানে আপনি আমার কেসটা নেবেন না?'

'না, অন্তত ঐ শর্তে রাজি হতে হলে নয়। আপনি যদি আমাকে ইচ্ছেমত চলতে দেন তবেই আমি আপনার কেসটা করব। আপনার ছোট ভাই-এর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা আমার প্রথম কাজ। তারপরে আপনার পক্ষে যা ভাল, তাই করব। নইলে অন্য উকিল দেখুন। এখন টেলিফোনে কথা বাড়াবার চেষ্টা করবেন না। ভেবে দেখুন। পরে জানালেই হবে।'

মেসন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

৪

পেরি মেসন ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিল, ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল খেয়ালই করেনি।

হাতের কাছে রাখা টেলিফোন হঠাৎ বেজে উঠল। মেসন রিসিভার উঠিয়ে বলল, 'হ্যালো মেসন বলছি।' খুব উত্তেজিতভাবে এক মহিলা উত্তর দিলেন—তিনি এত তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন যে মেসন তাঁকে প্রথমটা চিনতে পারেনি।

'চটপট আসুন। আমি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। উনি একজনকে আঘাত করেছেন। ঝামেলা হবে। আমার ছেলে বলছে ওকে খুন করবে—'

'কে কথা বলছেন?'

'সিলভিয়া ব্যাসেট—হার্টলে ব্যাসেটের স্ত্রী।'

'আমাকে আপনি কি করতে বলছেন?'

'এখনি এখানে চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

'সকালে গেলে হয় না?'

'না। আপনি বুঝতে পারছেন না। এখানে একটি মেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'তার মাথায় চোট মারা হয়েছে।'

'কে মেরেছে?'

'আমার স্বামী।'

'তিনি কোথায়?'

'গাড়ি করে পালিয়েছেন। উনি ফিরলেই আমার ছেলে ডিক ওকে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। আপনি এসে সামলান। ও আমার কথা শুনছে না। আমার স্বামী ফেরার আগেই আপনার পৌঁছে যাওয়া দরকার। নইলে ডিক ওকে মেরে ফেলবে। আপনি ডিককে একটু বোঝান যে আপনি আমাদের স্বার্থ দেখবেন—এভাবে ও যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়।'

'আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

'বাড়ি থেকে।'

'ওকে ফোনের কাছে আনতে পারেন?'

'না, ও আসবে না। অসম্ভব চটে আছে ও!'

'পুলিস ডাকার ভয় দেখিয়েছেন?'

'না।'

'কেন?'

'ওরা ওকে গ্রেপ্তার করবে। তাছাড়া আরো ব্যাপার আছে যা আমার পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টি করবে। দয়া করে আসুন। আমি ফোনে বোঝাতে পারছি না—জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।'

'আমি যাচ্ছি। ডিককে আপনি ততক্ষণ সামলান।'

ক্ষিপ্রহাতে বাড়ির ঢিলে জামা ছেড়ে কোট গলিয়ে জুতো পরে দেড় মিনিটের মধ্যে পেরি মেসন রাস্তায়।

বাড়ির দরজায় মিসেস ব্যাসেট দাঁড়িয়েছিলেন—ফিনান্স কোম্পানিতে ঢোকার যেটা প্রবেশ পথ, সেইখানে।

'আসুন। তাড়াতাড়ি ডিকের সঙ্গে কথা বলে ওকে ঠাণ্ডা করুন।'

বাইরের অফিসে ঢুকল মেসন। বছর একুশ-বাইশের একটি ছিপছিপে ছেলে ভেতরের অফিস থেকে এক হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে বলে উঠল, 'ছাখো মা, আমি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।' মেসনকে দেখে সে নেমে গেল। হাত দুটো চট করে নামিয়ে ফেলল।

'ডিক, ইনি হচ্ছেন উকিল পেরি মেসন। এ হল ডিক ব্যাসেট, আমার ছেলে।' মিসেস ব্যাসেট পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বড় বড় গভীর চোখ মেলে ছেলেটি মেসনের দিকে তাকাল। তার মুখ বর্ণহীন, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট। মেসন স্বাভাবিকভাবে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আলাপ হয়ে সুখী হলাম, ব্যাসেট।'

ছেলেটি একটু ইতস্তত করে ডানহাত থেকে কি একটা জিনিস বাঁ হাতে নিয়ে নিল। একটা ছোটমত জিনিস মাটিতে পড়ে গেল। সে মেসনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'আপনি কি মায়ের কেসটা নিচ্ছেন?'

মেসন ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

'মায়ের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। অনেক দেখেছি, আর আমি চুপ করে থাকব না। আজ রাত্রে আমি-

ইতিমধ্যে মাটিতে পড়া বস্তুটি মেসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা লক্ষ্য করে ডিক মাঝপথে চুপ করে গেল।

'কার্ট্রিজ ?' জিগেস করল মেসন।

ছেলেটি কুড়িয়ে নেবার আগেই জিনিসটা মেসনের হাতে চলে এসেছে। '৩৮ আগ্নেয়াস্ত্রের কার্ট্রিজ।

'এটা দিয়ে কি হবে ?'

'ওটা আমার ব্যাপার—' জবাব দিল ডিক।

মেসন খপ করে ওর বাঁ হাতের মুঠো থেকে আরো কতকগুলো '৩৮ ক্যালিবারের গুলি উদ্ধার করল। একটা কার্ট্রিজ খালি ছিল।

'পিস্তলটা কই ?'

'আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করবেন না—'চটে উঠে বলল ডিক।

মেসন ইতিমধ্যে তার কাঁধ ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়েছে। সেই সঙ্গে কোটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়েছে। ডিক ব্যাসেট নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করে অবশেষে মুক্ত হল, কিন্তু ততক্ষণে মেসন ওর হিপ পকেটের ভেতর থেকে '৩৮ ক্যালিবারের রিভলভারটা বার করে ফেলেছে।

রিভলভারটা খুলে মেসন দেখল গুলি ভরা নেই। শুঁকে দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে এর থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।'

চুপ করে রইল ডিক ব্যাসেট। তার মুখ একেবারে সাদা। মিসেস ব্যাসেট লাফিয়ে এগিয়ে এসে রিভলভারটা ধরলেন।

'ওটা আমাকে দিয়ে দিন। দয়া করে দিয়ে দিন। কোথায় গেল ওটা ভাবছিলাম। দিয়ে দিন আমাকে।'

মেসন রিভলভারটি হাতছাড়া না করে জিগেস করল, 'কি করতে চান আপনি?'

'ওটা আমার চাই।'

'এটা কার?'

'জানি না।'

মেসন ডিক ব্যাসেটের দিকে চেয়ে জিগেস করল, 'এটা কোথেকে পেলে?'

ডিক চুপ করে রইল। মেসন আস্তে আস্তে মিসেস ব্যাসেটের হাত ছাড়িয়ে বলল, 'এটা কিছুদিন আমার কাছে রাখাই নিরাপদ। ব্যাপারটা কি খুলে বলুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত সরিয়ে মিসেস ব্যাসেট ছেলেকে বললেন, 'ওঁকে দেখিয়ে দাও।'

ডিক একটা জাপানী পর্দা সরিয়ে দিল, ঘরের ঐ দিকটা পেরি মেসন এতক্ষণ দেখতে পায়নি।

একটা কোচের উপর শায়িত কেউ একজন। তার দিকে ঝুঁকে বসে এক মহিলা, তাঁর চুল লালচে, শরীরের গঠন চওড়া। তিনি মুখ না তুলেই বললেন, 'মনে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার কি এসেছেন নাকি?'

পেরি মেসন এগিয়ে এল কোচে কে শুয়ে আছে ভাল করে দেখবে বলে। বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি মেয়ে, লাল চুল, পরনে গাঢ় রঙের পোশাক। ব্লাউজ গলার কাছে খোলা। মাথার কাছে ভিজে তোয়ালে, এক বোতল স্মেলিং সল্ট আর ব্র্যাণ্ডির বোতল। ফ্যাকাশে চুল মহিলাটি মেয়েটির কবজি রগড়ে দিচ্ছেন।

'এ মেয়েটি কে?' জিগেস করল মেসন।

মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'আমার পুত্রবধূ—ডিকের স্ত্রী। এখনো কেউ জানে না। ও বিয়ের আগের নামটাই ব্যবহার করছিল।'

কিছু একটা বলার জন্য ডিক ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু কি ভেবে মুখ খুলল না।

মেয়েটির মাথায় আঘাতের চিহ্ন। মেসন জিগেস করল, 'কি হয়েছে?'

'আমার স্বামী ওকে আঘাত করেছেন।'

'কেন?'

'তা বলতে পারব না।'

'কি দিয়ে মেরেছেন?'

'তাও জানি না। মেরেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'সামনেই গাড়ি ছিল। একলাফে উঠে পড়ে পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।'

'গাড়িতে ড্রাইভার ছিল?'

'না, উনি একাই ছিলেন।'

'আপনি ওঁকে যেতে দেখলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'দোতলার জানলা থেকে।'

'ওটা ওঁর নিজের গাড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ, প্যাকার্ডটা।

'সঙ্গে ব্যাগ জাতীয় কিছু ছিল?'

'না, কোনো ব্যাগ ছিল না।'

এমন সময় কোচে শোওয়া মেয়েটি একটু শব্দ করে নড়ে উঠল।

'জ্ঞান ফিরছে'—বললেন ফ্যাকাশে চুল মহিলা। মেসন সেদিকে ঝুঁকল। মিসেস ব্যাসেট মেয়েটির ভিজে চুল সরিয়ে জিগেস করলেন, 'হেজেল, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

চোখ খুলে গেল। কালো চোখে তখনো বিহ্বল ভাব। মেয়েটি মৃদু শব্দ করে পাশ ফিরল।

'আমার মনে হচ্ছে—ও বমি করবে। তাহলেই সুস্থ বোধ করবে।' এই বলে অন্য মহিলাটি কৌতূহল ভরে মেসনের দিকে তাকালেন।

মেসন মিসেস ব্যাসেটের দিকে ফিরে জিগেস করল, 'আপনি কি আমাকে সম্পূর্ণ ভার দিচ্ছেন?'

'কিভাবে ভার নেবেন?'

'আমি যা ভাল বুঝি সেই মত আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

'বেশ, ঠিক আছে।'

ডেস্কের উপর টেলিফোন ছিল। মেসন ফোন তুলে বলল, 'পুলিস হেডকোয়ার্টার দিন। হ্যালো হেডকোয়ার্টার? আমি রিচার্ড ব্যাসেট বলছি ৯৬৪২ ফ্র্যাংক্লিন স্ট্রিট থেকে। আমাদের বাড়িতে একটু গোলমাল হয়েছে। আমার বাবা এক মহিলাকে বেশ গুরুতরভাবে আঘাত করেছেন। মনে হয় বাবা নেশা করেছিলেন।··· হ্যাঁ, আমার বাবা। ওঁকে গ্রেপ্তার করা হোক্, ওঁর মাথার গণ্ডগোল, কি যে করে ফেলবেন কিছু ঠিক নেই। এখনি কোনো অফিসারকে পাঠান···যে কোন মুহূর্তে উনি কাউকে খুন করতে পারেন।'

মেসন ফোন নামিয়ে রেখে মিসেস ব্যাসেটকে বলল, 'আপনি এর মধ্যে আসবেন না।' ডিক ব্যাসেটকে বলল, 'তোমাকে এখন

একটু তৎপর হতে হবে। এই ব্যাপারে তুমি বাবার বিপক্ষে, মায়ের পক্ষে, ঠিক তো ?'

মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'হার্টলে যে ডিকের বাবা নয় সেটা অবশ্য তদন্তে প্রকাশ পেয়ে যাবে।'

'তাহলে কে ওর বাবা ?'

'আমার আগের···আগের স্বামী।'

'হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ?'

'পাঁচ বছর।'

ডিক ব্যাসেট তিক্তগলায় বলল, 'পাঁচ বছরের যন্ত্রণা।'

কোচে-শোয়া মেয়েটি এবার একটু নড়াচড়া করে উঠে বসল।

'আমি কোথায় ?'

মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'হেজেল, সব ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে উকিল আছেন, পুলিসও এখনি এসে যাবে।'

মেয়েটি আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

মিসেস ব্যাসেট পেরি মেসনের কাছে ঘেঁষে এসে নিচু গলায় বললেন, 'আমাকে রিভলভারটা দিয়ে দিন। ওটা আপনার কাছে রাখবেন না।'

'কেন ?'

'আমার মনে হয় ওটা লুকিয়ে ফেলা দরকার।'

'আপনার কাছে তো রিভলভার থাকার কথা নয়।'

'ওটা আমার নয়।'

'পুলিস যদি পেয়ে যায় ?'

'আপনি যদি আমাকে দেন তাহলে ওরা পাবে না।'

মেসন রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে মিসেস ব্যাসেটের হাতে দিল। উনি সেটা ফ্রকের সামনের দিকে ঢুকিয়ে দিলেন।

'লুকোতে হলে এখনি যান লুকিয়ে ফেলুন—ওভাবে রাখবেন না।'

'আপান বুঝতে পারছেন না—আমি ঠিক সময় মত—'

ডিক ব্যাসেট মেয়েটির কাছে ঝুঁকে পড়ে তার মাথায় আঘাতটা দেখে আর্তনাদ করে উঠল। মেয়েটি চোখ খুলে তাকাতেই ডিক তাকে চুম্বন করল। মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল। একটু পরে ডিক অন্য সকলের দিকে ফিরে বলল, 'হাটলে ওকে মারেনি।'

মিসেস ব্যাসেট তবু বলতে লাগলেন, 'না, না, নিশ্চয়ই হাটলে মেরেছে। ও জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। আমি তখন অফিস অবধি এসেছিলাম। আমি জানতাম ঘরে হাটলে একলাই আছে।'

ডিক্ খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, 'না হাটলে নয়। হেজেল ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। হেজেল বাবার অফিসের দরজায় টোকা দিল, কিন্তু দরজা কেউ খুলল না। তখন ও নিজেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে দেখল ঘরে কেউ নেই। তখন ও ভেতরের অফিস-ঘরের দরজা টোকা দিতেই বাবা দরজা খুললেন। ঘরে আর একজন ছিল। সে পিছন ফিরে থাকায় হেজেল তার মুখটা দেখতে পায় নি। বাবা বললেন—আমি ব্যস্ত আছি, তুমি একটু বসো।

'হেজেল প্রায় দশ মিনিট বাইরে ঘরে বসে। তারপর ভিতরের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে আলো নিভিয়ে দিল। লোকটা দৌড়ে পালাচ্ছিল, হেজেলকে দেখতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল। ভেতরের ঘর থেকে আলো আসছিল। সেই আলোয় হেজেল দেখতে পেল লোকটার মুখে কালো মুখোশ। একটা চোখের

জায়গায় শুধুই গর্ত। হেজেল চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা ওর মাথায় মারল। হেজেল ওর মুখোসটা ছিঁড়ে দিতেই আসল চেহারা দেখা গেল। লোকটির একটা চোখ নেই এবং হেজেলের সম্পূর্ণ অপরিচিত। লোকটা তখন চটে উঠে কাপড়ে মোড়া ভারি জিনিস দিয়ে মারল।'

সিলভিয়া ব্যাসেট পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'একটা চোখ নেই? না, না, তা হতে পারে না।'

ডিক বলল, 'একটাই চোখ ছিল, তাই না হেজেল?'

হেজেল ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

'মুখোসটা কি হল?' জিগেস করল মেসন।

'হেজেল ওটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল। কাগজের মুখোস।'

মেসন মেঝে থেকে একটা কার্বন পেপার উঠিয়ে নিল, কাগজটা মাঝখান থেকে ছেঁড়া, চোখের জায়গায় গর্ত কাটা।

হেজেল উঠে বসল। 'হ্যাঁ ঐটাই। আমি ওর মুখটা দেখলাম।' বলতে বলতে হেজেল পড়ে যাবার মত হল। লাল চুলো অন্ধ মহিলাটি ওকে ধরে ফেলার আগেই ও পড়ে গেছে। দরজার কাঁচে হাত রেখে একবার সামলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অন্ধ মহিলা ওকে অনায়াসে পুতুলের মত তুলে এনে কৌচে শুইয়ে দিলেন।

মেসন কাছে এসে জিগেস করল, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

মেসন জিগেস করল, 'লোকটার কি এক চোখ ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

সিলভিয়া আর্তনাদ করে উঠল, 'না! না!'

ডিক্ রুক্ষভাবে বলল, 'সবাই চুপ কর। ওকে ঘটনাটা বলতে দাও।'

'লোকটি কি তোমাকে একবারের বেশি আঘাত করেছিল?'

'বোধহয়। মনে করতে পারছি না।'

'লোকটা কি সামনের দরজা দিয়ে পালাল?'

'বলতে পারব না।'

'তারপর গাড়ির শব্দ শুনলে?'

'জানি না। তখন সব অন্ধকার দেখছি।'

ডিক্ বলল, 'একি কাঠগড়ায় সাক্ষী পেয়েছেন? ছেড়ে দিন ওকে।'

ভেতরের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেসন। হাতলে হাত দিতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে দরজার হাতল ঘোরাল। খুলে গেল দরজা। প্রথম দিন মেসন এসে যেমন দেখেছিল ঘরটা ঠিক সেই রকমই আছে। আলো জ্বলছে।

মেসন এবার ভেতরের দরজার হাতলটা ঠিক একইভাবে হাতে রুমাল জড়িয়ে ঘোরাল। এ ঘরটা কিন্তু অন্ধকার।

'সুইচটা কোথায় কেউ কি জানে?' জিগেস করল মেসন।

'আমি জানি।' সিলভিয়া ব্যাসেট ঢুকলেন। পর মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল।

ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ব্যাসেট। মেসন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। ডিক্ ব্যাসেট বলে উঠল, 'সর্বনাশ, একি কাণ্ড!'

মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে হার্টলে ব্যাসেট। একটা

কম্বল আর লেপ দিয়ে তার মাথার খানিকটা চাপা দেওয়া। মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে লেপ কম্বল ও কার্পেটের খানিকটা ভিজিয়ে দিয়েছে। ডান হাতটা মুঠো করা। পাশেই ডেস্কে রাখা টাইপরাইটার, তাতে কাগজ আটকানো। কাগজের অর্ধেকটায় কিছু টাইপ করা হয়েছে।

মেসন বলল, 'কেউ এগোবেন না। জিনিসপত্র যেখানে যা আছে থাক, হাত দেবেন না।' খুব সাবধানে এগিয়ে এসে মেসন টাইপরাইটারে আটকানো লেখাটা পড়ল।

'এটা মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করার আগে লেখা চিঠি। কিন্তু ধারে কাছে কোন পিস্তল দেখছি না—আত্মহত্যা হবে কি করে?'

উত্তেজিত হয়ে ডিক্ বলে উঠল, 'চিঠিটা পড়ুন। কি লিখেছে ও শোনাই যাক।'

মেসন পড়ল :—

"আমি এ জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে চাই। কিছুতেই সফল হইনি আমি। অর্থ উপার্জন করেছি বটে, কিন্তু সকলের শ্রদ্ধা হারিয়েছি, এমন কি আমার স্ত্রীর শ্রদ্ধাও। আমি বন্ধুহীন। যে যুবকটি আমার পুত্র বলে পরিচিত, সে আমাকে ঘৃণা করে। এখন আমি বুঝেছি কোন মানুষই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর নয়। তার আত্মীয়-পরিজন বন্ধুদের সাহায্য ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। আমি টাকায় বড়লোক, কিন্তু ভালবাসায় নিঃস্ব। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে যা আমি লিখছি না, কিন্তু যার দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি, যে মেয়েটি আমার সর্বস্ব, তাকেও আমি আর ধরে রাখতে পারব না। যদি ট্রিগার টানবার মত সাহস থাকে তাহলে আমি এ জীবন শেষ করে দিতে চাই। যদি সে সাহস থাকে—"

ডিক বলল, 'ওর হাতে কিছু আছে।'

একটু ইতস্তত করে মেসন চাড় দিয়ে মৃত লোকটির মুঠো খুলল। মুঠোর মধ্যে একটি কাঁচের চোখ।

মিসেস ব্যাসেট আর্তনাদ করে উঠলেন। মেসন জিগেস করল, 'আপনার কাছে এই জিনিসটির কি কোন অর্থ আছে?'

'না, না।'

'ঠিক করে বলুন,' ধমক দিয়ে উঠল মেসন।

ডিক ব্যাসেট বলল, 'আপনি এইভাবে আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।'

'তুমি এর মধ্যে এসো না। আপনি বলুন মিসেস ব্যাসেট—এই চোখটার কি বিশেষ কোন অর্থ আছে?'

এবারে একটু নিশ্চিত সুরে উত্তর হল—'না নেই।'

'বেশ, তাহলে আমাকে আর দরকার নেই আপনার।' দরজার দিকে হাঁটা দিল মেসন।

মিসেস ব্যাসেট ওর হাত আঁকড়ে ধরলেন, 'যাবেন না। আপনি আমাকে বাঁচান।'

'তাহলে সত্যি কথা বলে ফেলুন।'

'হ্যাঁ বলব, তবে এখানে নয়। পরে।'

ডিক ব্যাসেট মৃতদেহের দিকে এগোতে গেল। 'আমি দেখতে চাই—।' মেসন ওকে কাঁধ ধরে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল, 'আলো নিভিয়ে দিন, মিসেস ব্যাসেট।'

মিসেস ব্যাসেট আলো নিভিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই বলে উঠলেন, 'এই যা, রুমালটা পড়ে গেল। তাতে কি কোন ক্ষতি আছে।'

'যথেষ্ট ক্ষতি আছে,' মেসন উত্তর দিল। 'যান ওটা নিয়ে

আসুন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যান।'

অন্ধকারে খানিকক্ষণ খুটখাট করে বেরিয়ে এলেন মিসেস ব্যাসেট। মেসন ততক্ষণ অধৈর্যভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলা মেসনের হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, 'পেয়েছি। কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচান, ডিককে বাঁচান—'

মেসন ওঁর হাত ছড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। হেজেল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ ফ্যাকাশে।

'ও ঘরে কে জান?' জিগেস করল মেসন।

'মিঃ ব্যাসেট?' অস্ফুট গলায় প্রশ্ন হল।

'হ্যাঁ। ঘর থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল তাকে তুমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তোমাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'মনে হয় না। কারণ আমি আলোর দিকে পিছন ফিরে ছিলাম। আমার মুখটা অন্ধকারে ছিল।'

'এই মুখোস পরে ছিল সে?'

'হ্যাঁ। এটা তো কার্বন পেপার—তাই না?'

'তুমি দেখলে একটা চোখের জায়গায় গর্ত?'

'হ্যাঁ। কি ভয়ানক। কালো মুখোসের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে একটা চোখ—অন্যটা জ্বলচে মত···শুধু চোখের কোটর—'

'শোনো। পুলিস আসছে। ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তুমি হবে প্রধান সাক্ষী। এখন বলো তুমি ডিককে সাহায্য করতে চাও কিনা।'

'নিশ্চয়ই চাই।'

'পুলিসের সঙ্গে কথা বলার আগে আমি পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করে নিতে চাই। গাড়ি করে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ, এখন পারব। মাথাঘোরা ভাবটা কেটে গেছে।'

'গাড়ি চালাতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে চাবিটা ছুঁড়ে দিয়ে মেসন টেলিফোনের কাছে গেল। 'সামনে আমার গাড়ি আছে। সেনট্রাল ইউটিলিটি বিল্ডিং-এ আমার অফিস। সোজা চলে যাও। তুমি পৌঁছবার আগেই আমার সেক্রেটারি সেখানে চলে যাবে।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেসন ডায়েল শুরু করে দিয়েছে। একটু পরেই ডেলা স্ট্রিটের ঘুম-জড়িত গলা শোনা গেল।

মেসন জিগেস করল, 'খুব চটপট তৈরি হয়ে নিতে পারবে? যতক্ষণে একটা ট্যাক্সি পৌঁছবে তার মধ্যে?'

'তা ভদ্রগোছের কিছু গলিয়ে নিতে পারব। স্টাইলিশ পোশাক হবে না হয়ত।'

'স্টাইল চুলোয় যাক। যা সামনে পাও পরে নাও। তার ওপর একটা কোট। আমি ট্যাক্সি পাঠাচ্ছি। অফিসে যাও। সেখানে একটা মেয়ে থাকবে—'

মেসন ঘাড় ঘুরিয়ে জিগেস করল, 'ওর নাম কি?'

ডিক উত্তর দিল, 'হেজেল ফেনউইক।'

'হেজেল ফেনউইক। ওকে অফিসে নিয়ে গিয়ে নরমভাবে কথাবার্তা বল। একটু হুইস্কিও দিতে পার, তবে নেশা যেন না হয়। ও যা বলবে সব শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নাও। আমি যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছি ওকে আর কারো সঙ্গে দেখা করতে দিও না।'

'আপনি কতক্ষণে আসছেন ?'

'তাড়াতাড়ি। এখানে কতকগুলো পুলিসের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'ব্যাপারটা কি ?'

'মেয়েটাই সব বলবে।'

'ঠিক আছে। আপনি কি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নিচে নেমে দাঁড়াচ্ছি। ড্রাইভারকে বলবেন ফার কোট পরা যে মেয়েটি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকবে তাকে তুলে নিতে।'

ট্যাক্সিকে ফোনে ডেকে মেসন এবার মিসেস ব্যাসেটের দিকে ফিরল।

'এ বিষয়ে আর কে কে জানে ?'

'কি বিষয়ে ?'

মেসন হাত দিয়ে দেখাল।

'কেউ জানে না। আপনিই তো প্রথম দেখলেন, প্রথম ঘরে গেলেন।'

'না, না, আপনার স্বামীর কথা বলছি না। ঐ যে মেয়েটি মাথায় চোট পেয়েছে—চাকর-বাকরেরা কেউ সেকথা জানে ?'

'মিঃ কোলমার জানেন।'

'আপনার স্বামীর অফিসে যে টাকমাথা ভদ্রলোক কাজ করেন ইনি কি তিনি ?'

'হ্যাঁ।'

'উনি জানলেন কি করে ?'

'উনি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। একজন লোককে উনি

বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেন, তারপর এ ঘরে আমাকে ছুটে আসতে দেখেন। তখন কি হয়েছে জানবার জন্য উনি আসেন।'

'আপনি ওঁকে কি বললেন?'

'ওঁকে বললাম নিজের ঘরে চলে যেতে।'

'মেয়েটিকে কৌচে শুয়ে থাকতে দেখেন উনি?'

'না, আমি দেখতে দিইনি। যদিও উনি বার বার উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছিলেন। লোকটি খারাপ নয়, তবে পেটে কথা থাকে না। তাছাড়া উনি আমার স্বামীর পক্ষে।'

'উনি তখন কোথায় গেলেন?'

'সম্ভবত নিজের ঘরে।'

মেসন ডিক ব্যাসেটকে জিগেস করল, 'ঘরটা কোথায় জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে দেখাও।'

ডিক একবার ওর মায়ের দিকে তাকাল। অধৈর্যভাবে মেসন বলল, 'এখনি পুলিস এসে যাবে। ন্যাকামো রাখো। চলো, এদিক দিয়ে কি যাওয়া যাবে?'

'না। ওটা বাড়ির অন্য দিক। ঢোকার অন্য দরজাটা দিয়ে যেতে হবে।'

ওরা বাইরে দিয়ে গিয়ে বাড়ির ভেতরের অংশে ঢুকল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা। তারপর একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল ডিক ব্যাসেট। পাল্লার তলা দিয়ে আলো আসছিল।

মেসন বলল, 'এবারে মায়ের কাছে যাও। ঐ লাল চুলো পরিচারিকাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে পরামর্শ করে নাও।'

'কিসের পরামর্শ।'

'তুমি খুব ভাল করেই জান কিসের। রিভলভারটা কোথা থেকে এল তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা চাই।'

'কোন রিভলভার?'

'কেন, যেটা তোমার কাছে ছিল।'

'ওটার কথা কি পুলিস জিগেস করবে নাকি?'

'করতে পারে। ওটা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। কাকে গুলি করেছিলে?'

ঠোঁট চেটে নিয়ে ডিক বলল, 'গুলিটা আজ নয় কাল ছুঁড়েছিলাম।'

'কাকে?'

'একটা টিনের কৌটো তাক করে।'

'কতগুলো গুলি ছুঁড়েছিলে?'

'একটা।'

'কেন, একটা কেন?'

'প্রথম বারেই তাক ঠিক হল তাই।'

'টিনের কৌটো তাক করে গুলি ছোঁড়ার হেতুটা কি?'

'বাহাদুরি করা।'

'কার কাছে?'

'আমার স্ত্রীর কাছে। ও আমার সঙ্গে গাড়িতে ছিল।'

'তুমি কি রিভলভার সব সময়ে সঙ্গে রাখো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'হার্টলে ব্যাসেট মার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। আমি জানতাম একদিন বোঝাপড়া হবেই।'

'রিভলভারের পারমিট আছে ?'

'না, নেই।'

'তুমি যে টিনের কৌটো তাক করে গুলি ছুঁড়ছিলে সেটা তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কে দেখেছে ?'

'আর কেউ না।'

মেসন বলল, 'যাও, মার সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিসকে কি বলবে ঠিক করে ফেল।' তারপর বন্ধ দরজায় টোকা মারতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেল। হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ব্যাসেটের অফিসে যে টাকমাথা লোকটা ছিল সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে ও পরে পেরি মেসনকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে তাকাল।

'আজ রাত্রেই আপনি আমাকে ব্যাসেটের অফিসে দেখেছেন।' পেরি মেসন নিজের পরিচয় দিল। 'আমি পেরি মেসন, পেশা ওকালতি। আপনি তো কোলমার—তাই না ?'

'উকিলরা বুঝি ঘরে ঢোকার আগে টোকা দেয় না ?'

ইতিমধ্যে আলমারির উপর রাখা এক টুকরো কাগজের দিকে মেসনের নজর গেছে। এই কাগজটাতে মেসন নিজের বাড়ির টেলিফোন নম্বর লিখে বার্থা ম্যাকলেনকে দিয়েছিল।

'ওটা কি ?' জানতে চাইল মেসন।

'তাতে আপনার কি আসে যায় ?'

'অনেক কিছু।'

'ওটা আমি বারান্দায় কুড়িয়ে পাই।'

'কখন ?'

'এখনি।'

'বারান্দার কোন্‌খানে ?'

'মিসেস ব্যাসেটের ঘরের পাশে সিঁড়ির ঠিক মাথায়। কিন্তু কোন্ অধিকারে আপনি এসব কথা জানতে চাইছেন?'

'সে কথা থাক,' কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরে মেসন উত্তর দিল। 'আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আমি উকিল—আমাকে দিয়ে আপনার সাহায্য হতে পারে।'

'আমার সাহায্য?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কোলমারের চোখ কপালে উঠল। 'সেকি? আমি কিসের সাক্ষী? এবং আপনিই বা কিভাবে আমাকে সাহায্য করবেন?'

'কিছুক্ষণ আগে আপনি মিঃ ব্যাসেটের রিসেপশন রুমের কোচের উপর একটি তরুণী মেয়েকে আহত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখেছেন।'

'মেয়ে কি ছেলে বলতে পারব না। এডিথ ব্রাইট সামনে দাঁড়িয়েছিল, মিসেস ব্যাসেট আমাকে কিছুতেই কোচের কাছে যেতে দিলেন না। যদি জানতে চান তো বলেই দিচ্ছি—সকালবেলা আমি মিঃ ব্যাসেটকে রিপোর্ট করব। ঐ অফিসে মিসেস ব্যাসেটের সর্দারি করার কোন অধিকারই নেই।'

'আপনার ওপর সর্দারি! বলেন কি?'

'ঐ ব্রাইট মেয়েমানুষটিকে আপনি চেনেন না। ষাঁড়ের মত জোর গায়ে। মিসেস ব্যাসেট ওকে যা করতে বলেন ও ঠিক তাই করে।'

'আপনি বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সিনেমা দেখতে।'

'ফেরার সময় কাউকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেন?'

বহু বছর ধরে কেরানীগিরি করা কুঁজো পিঠ যথাসম্ভব সোজা করে অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিমায় জবাব দিল কোলমার, 'দেখেছিলাম।'

তার গলা শুনে মেসনের কেমন সন্দেহ হল। সে বলল, 'কোলমার, আপনি কি লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?'

'সেটা আপনার জানার কোন অধিকার নেই। সেকথা আমি কেবলমাত্র মিঃ ব্যাসেটকে বলব। আমি অভদ্রতা করতে চাই না, কিন্তু আপনি কে, মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি, কিছুই আমার জানা নেই। তাছাড়া বিনা নোটিসে ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন—তাই বা কোন্ অধিকারে? আপনি বললেন আমাকে সাক্ষী দিতে হবে। কিসের সাক্ষ্য—বলবেন কি?'

ততক্ষণে পুলিসের গাড়ির সাইরেন শোনা গেছে। মেসন আর বাক্যব্যয় না করে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের দরজা খুলে অন্য দরজায় ঢুকে পড়েছে। ঠিক সেই সময় পুলিসের গাড়ি এসে থামল।

মেসন অফিসের দরজা খুলতেই ডিক আর তার মা চমকে তাকাল। তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কি সব কথাবার্তা বলছিল। মেসন বলল, 'পুলিস এসে গেছে। হার্টলের সঙ্গে আপনাদের বিরোধের কথা বলবেন না। এ[illegible]পরিস্থিতিতে সেটা বুদ্ধির কাজ হবে না। বুঝেছেন?'

মিসেস ব্যাসেট খুব ধীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ বুঝেছি।'

বাইরে পায়ের শব্দ। তারপর দুমদাম করে দরজায় ধাক্কা।

মিসেস ব্যাসেট দরজা খুললেন। দুজন লম্বা চওড়া লোক ঢুকে পড়ল।

একজন বলল, 'ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে এখানে?'

মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'আমার স্বামী এইমাত্র আত্মহত্যা করেছেন।'

'সে কথা তো আমাদের বলা হয়নি।'

মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'সেজন্য আমি দুঃখিত। আমার ছেলের মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া ও ভুল বুঝেছিল। কি হয়েছে ও জানত না।'

'কি হয়েছে আসলে?'

মিসেস ব্যাসেট বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'আত্মহত্যা সম্বন্ধে এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'টাইপরাইটারে লাগানো চিঠিটা পড়ে দেখুন।'

ওরা দরজা খুলল। একজন টর্চলাইট জ্বালল। অন্যজন সুইচ টিপ তেই ঘরের দৃশ্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'কতক্ষণ আগে জানা গেছে?'

এবারে পেরি মেসন উত্তর দিল, 'মিনিট পাঁচেক আগে।'

লোক দুটি মেসনের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কে ভায়া?'

'আমি পেরী মেসন। উকিল।'

'আপনি এখানে কি করছেন?'

'মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে কথা আছে। আপনাদের কাজকর্ম সারা হবার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আপনি এখানে পৌঁছলেন কি করে?'

'মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল।'

'কি রকম প্রয়োজন?'

'তাতে কিছু আসে যায় না। এক ছোক্‌রা মিঃ ব্যাসেটের

এখানে কাজ করে—তার বিষয়ে কিছু কথা ছিল। কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, সেই নিয়ে।'

'হুঁ,' বলে পুলিস অফিসার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল। 'পিস্তলের শব্দ কেউ শুনেছে?'

কেউ উত্তর দিল না।

'লেপ আর কম্বল দিয়ে শব্দটা চাপা দেওয়া হয়েছে। যেটা দিয়ে মারা হল সেই রিভলভারটা ওখানে রয়েছে দেখছি,' মন্তব্য করল পুলিস অফিসার।

মেঝেতে পড়ে রয়েছে '৩৮ কোল্ট রিভলভার—যেটা ডিক্ ব্যাসেটের কাছ থেকে মেসন পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে পুলিসের একজন কম্বলের একটা কোণা তুলে বলে উঠল, 'একি ব্যাপার! কম্বলের তলায় আর একটা রিভলভার। লোকটা কি দু-দুটো রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করল নাকি?'

অন্য পুলিসটি বাকি সবাইকে ঘর থেকে বার করে দিল। 'আমি এখন হত্যা-তদন্ত বিভাগকে ফোন করব। আপনারা চলে যান।'

মেসন মিসেস ব্যাসেটের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে বলল, 'দুটো রিভলভার!'

মিসেস ব্যাসেট উত্তর দিলেন না। তার ঠোঁট ফ্যাকাশে, চোখে আতঙ্ক।

৫

হত্যা-তদন্ত বিভাগের লোকেরা মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের ঘরে সাক্ষীরা এক জায়গায় জড় হয়ে বসে।

মেসন ফিসফিস করে মিসেস ব্যাসেটকে জিগেস করল, 'ঐ রিভলভারটা ওখানে ফেলে রাখার অর্থ কি?'

'তাতে কি বিপদ হবে?'

'হবে তো অবশ্যই। কেন ও কাজ করতে গেলেন?'

'কারণ অস্ত্রটা না পেলে তো আত্মহত্যা প্রমাণ হত না। আমরা যখন ও ঘরে ছিলাম অন্য রিভলভারটা দেখতে পাইনি। কম্বলের তলায় ছিল—'

'কিন্তু আপনি কেন রিভলভারটা ওখানে ফেলে রাখলেন?'

'উপায় ছিল না যে। না হলে ওটা খুন সাব্যস্ত হত।'

গম্ভীরমুখে বলল মেসন, 'নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। ওটা খুনই। আর আপনি যে রিভলভারটা ওখানে ফেলে রাখলেন সেটা ডিকের।'

'ওটা ঠিক আছে। ডিক আর আমি মিলে ঠিক করেছি কি বলব। আমরা বলব হার্টলে রিভলভারটা ডিকের কাছ থেকে হপ্তাখানেক আগে ধার নিয়েছিল। তারপরে ডিক ওটা চোখেও দেখেনি।'

'কিন্তু রিভলভারে গুলি ছিল না, আত্মহত্যা হতে গেলে—'

'আমরা গুলি ভরে দিয়েছি।'

'ডিকের কাছ থেকে আমি যেগুলো নিয়েছিলাম—সেই খালি কার্ট্রিজ সুদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি জানেন যে পুলিস পরীক্ষা করে বলতে পারে কোন্ রিভলভার থেকে কোন্ বুলেট ছোঁড়া হয়েছে?'

'ও, পারে বুঝি?'

'তাছাড়া আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে ওরা আপনার, আমার এবং ডিকের ছাপ বার করে ফেলবে তা কি জানেন?'

'সর্বনাশ!'

'আপনি হয় অত্যধিক চালাক নয় অত্যন্ত বোকা—কোন্‌টা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'খুন জখমের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। একেবারে কিচ্ছু না।'

পেরি মেসন সোজা তাকিয়ে জিগেস করল, 'হার্টলে ব্যাসেট বেরিয়ে গেছে বলে আপনার ধারণা ছিল? না আপনি বরাবরই জানতেন ও ওখানে মরে পড়ে আছে?'

'আমি ভেবেছিলাম ও বেরিয়ে গেছে—দৌড়ে যেতে দেখলাম তখন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।'

'এই মেয়েটি আপনার পুত্রবধূ?'

'হ্যাঁ, ডিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আপনি কাউকে সেকথা বলবেন না।'

'কেন? বললে কি হয়েছে?'

'দয়া করে এসব কথা এখন জিগেস করবেন না। আমি পরে সব বলব।'

মেসনের মুখ গম্ভীর হল। 'আজ রাত্রে আপনাকে বহু প্রশ্ন করবে পুলিস। আপনি কি উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত?'

'জানি না—না, না, আমি উত্তর দিতে পারব না।'

'কেন পারবেন না?'

'কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না।'

'কখন বুঝতে পারবেন?'

'ডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার পর।'

মেসন ওঁর হাঁটু স্পর্শ করল।'

'আপনি কি ওঁকে খুন করেছেন?'

'না।'

'ডিক করেছে?'

'না।'

'তাহলে ডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার কি আছে?'

'কারণ আসল খুনীর পরিচয় ওরা পেয়ে যাবে—না, না এখন সেসব কথা আমি বলতে পারছি না—'

'একটা কথা। ভগবানের দোহাই সত্যি বলুন। আপনি কি ওঁকে খুন করেছেন?'

'না।'

'দরকার হলে প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে একটাই উপায় আছে। আপনি এখন পুলিসের কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। উল্টোপাল্টা কথা বলুন—এখন যা বলছেন পরক্ষণেই অন্যরকম বলুন। হাসুন, কাঁদুন, পাগলের মত করতে থাকুন। একবার বলুন মৃত্যু হবার ঘণ্টা খানেক আগে

আপনি ওঁকে দেখেছেন, তারপর বলুন গত একমাস যাবৎ আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়নি। কখনো বলুন অদৃশ্য সব কণ্ঠস্বর আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিল—বলেছিল আপনার স্বামীর মৃত্যু হবার সম্ভাবনা। এইরকম সব পাগলামি করুন। চেঁচিয়ে উঠুন হঠাৎ—বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ বুঝেছি। তবে একটু ঝুঁকিও থাকছে, নয় কি?'

'তা আছে। তবে পুলিসের কথার জবাব দিতে গিয়ে ওদের ফাঁদে পড়ার চেয়ে ভাল। তবে মনে রাখবেন, যদি আপনি সত্যিই নির্দোষ হন তবেই এটা করবেন। আপনার কাণ্ড-কারখানা দেখে ওরা আপনাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করবে। আপনি ঘুম ভাঙার পরেও ভান করবেন আপনার ঘোর কাটেনি, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়বেন। ইতিমধ্যে আমি একটা রাস্তা খুঁজে বার করছি—'

দরজা খুলে গেল। হত্যা-তদন্ত বিভাগের সার্জেন্ট হলকোম্ব মেসনকে ডাকলেন।

মেসন গদাই-লস্করি চালে ও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'এ বিষয় আপনি কতটা জানেন?' হলকোম্ব জানতে চাইল।

'খুব বেশি না।'

'সে তো আপনি সব সময়েই বলেন। খুব বেশি না বলতে এ ক্ষেত্রে কি বোঝাচ্ছে ঠিক করে বলবেন কি?'

'হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে আমার জরুরী কাজ ছিল। তাই এসেছিলাম।'

'কিরকম জরুরী কাজ?'

'ব্যাসেট ও তার এক আগেকার কর্মচারীর মধ্যে হিসেব সংক্রান্ত

একটা গোলমাল হয়েছিল—সেই নিয়ে।'

'আগেকার কর্মচারীটি কে?'

'আমার মক্কেল।'

'তার নাম কি?'

সে তো তার অনুমতি ছাড়া বলা যাবে না।'

'এখানে এসে আপনি কি করলেন?'

'দেখলাম খুব উত্তেজনা।'

'কি নিয়ে?'

'সেটা আমি জানি না। ওদের জিগেস করে দেখুন। হার্টলের সঙ্গে তার ছেলে ডিকের মনকষাকষি চলছিল। আর একটি কম বয়সী মেয়েকে দেখলাম আহত অবস্থায়।'

'কে তাকে আঘাত করেছিল?'

'কেউ একজন –তাই তো বল্‌ল মেয়েটি।'

'বাঃ বাঃ—কে সেই একজন?'

'ও জানে না।'

'তা কি করে হয়?'

'ও লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি।'

'মেয়েটা কোথায়?'

'আমি ওকে বিশ্রাম নিতে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।'

'আপনি কি করেছেন?'

মেসন খুব নির্বিকারভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'যেখানে গোলমাল নেই এমন জায়গায় পাঠিয়েছি।'

'আপনার সাহস তো খুব!'

'কেন?'

'আপনি জানেন এখানে একটা খুনের কেস রয়েছে।'

মেসন অত্যন্ত অবাক হয়ে বলে উঠল, 'সর্বনাশ। জানতাম না তো!'

'এখন জানলেন।'

'কেন, কে খুন হল?'

সার্জেণ্ট বিদ্রূপ করে হাসল।

'অনেক ঘাটের তো জল খেয়েছেন—মাথায় গজাল মেরে না ঢোকালে কি খুনকে খুন বলে বুঝতে পারেন না?'

মেসন বলল, 'হার্টলে আত্মহত্যা করেছে।'

'তাই নাকি? আপনি আমাকে খবরটা দিচ্ছেন মনে হচ্ছে?'

'কেন, ও কি আত্মহত্যা করেনি?'

'না করেনি।

'কিন্তু টাইপরাইটারে যে চিঠিটা আটকানো তাতে তো অন্য কথা আছে।'

'টাইপ করে চিঠি যে কেউ লিখে ওখানে গুঁজে দিতে পারে।'

'গুলির শব্দ কমাবার জন্য ও রিভলভার কম্বল আর লেপ দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল।'

'তার কারণ?' জিগেস করল হলকোম্ব।

'বাড়ির লোকদের কানে যাতে শব্দটা না যায়।'

'পাগল না কি। যে লোকটা আত্মহত্যা করছে সে জানে তার মৃতদেহ অন্যের চোখে পড়বেই। তার অত সাবধান হবার দরকার কি? যে খুন করে তাকেই ধরা না পড়ে পালাবার জন্য সব ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া কেউ কি আত্মহত্যা করার জন্য তিনটে রিভলভার ব্যবহার করে?'

'তিনটে ?'

'তিনটে। একটা মেঝেতে পড়ে ছিল, একটা ছিল কম্বলের তলায়, তৃতীয়টা ছিল হার্টলের বগলে, খাপের মধ্যে। সেটাতে হাত দেওয়া হয়নি। যদি আত্মহত্যা করার ইচ্ছে থাকত তাহলে তো হার্টলের নিজের রিভলভারই যথেষ্ট ছিল, অন্যের অস্ত্র ব্যবহার করার দরকার ছিল কি ?'

'কোন্ রিভলভারের গুলিতে ওর মৃত্যু হয় ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। আপনি নয়।'

মেসন কাঁধ নাচাল।

'যাকে মারা হয়েছিল সেই মেয়েটা কোথায় ?'

'চুপচাপ থাকার মত একটা জায়গায়।'

'কোন্ জায়গা ?'

'বলে দিলে জায়গাটা তো আর চুপচাপ থাকবে না।'

রাগে গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল সার্জেন্টের। সে বলল, 'শুনুন, এটা একটা খুনের মামলা। বুঝতে পেরেছেন কি ?'

'তা পেরেছি বৈকি।'

'মেয়েটাকে জিগেসপত্র করতে হবে। তাহলে খুনীর একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। আপনি যদি দয়া করে বলে দেন মেয়েটা কোথায়।'

'আমার অফিসে।'

'সেখানে পাঠাতে গেলেন কেন ?'

'ভাবলাম সামলে নিতে ওর একটু সময় লাগবে। অবশ্য তখন আমি জানতাম না যে ব্যাসেট খুন হয়েছে।'

হলকোম্ব জিগেস করল, 'আপনার সেই ভয়ানক চটপটে সেক্রেটারি কি অফিসেই আছেন ?'

'নিশ্চই। অফিসে কেউ না থাকলে ঐ মেয়েটি ঢুকল কি করে ?'

হলকোম্বের মুখ গম্ভীর হল। 'তার মানে পুলিস মেয়েটিকে কিছু জিগেস করার আগেই আপনি তার কাছ থেকে একটা জবানবন্দী লিখিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন।'

মেসন বলল, 'আপনারা যদি আগে ওর সন্ধান পেতেন তাহলে ওকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন যে কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে পর্যন্ত কেউ তার একটি কথাও জানতে পারত না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, এটা আত্মহত্যার ঘটনা মনে করেই আমি ওকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে পাঠিয়েছিলাম। খুনের মামলা শোনামাত্র আমি আপনাকে জায়গাটি কোথায় বলে দিয়েছি। একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।'

হলকোম্ব ওর লোকজনদের বলল, 'হেড কোয়ার্টারে ফোন কর। পেরী মেসনের অফিসে গিয়ে দরকার হলে দরজা ভেঙে মেয়েটিকে বার কর। সে আমাদের প্রধান সাক্ষী। ওদের বল মেসন মেয়েটির কাছ থেকে জবানবন্দী নিয়ে নিয়েছে। মেসনের সেক্রেটারিকে দশ মিনিট পর্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে।'

পেরী মেসন বলল, 'আপনাদের কি আর কোনো প্রশ্ন আছে ?'

হলকোম্ব জিগেস করল, 'আপনি এখানে কটার সময় আসেন ?'

'মাঝরাতের কিছু পরে। সম্ভবত বারোটা বেজে কুড়ি।'

'আপনি যখন এসে পৌছন তখন কি ব্যাসেট মারা গেছে ?'

'তাই মনে হয়। আমি সমস্তক্ষণ বাইরের অফিসে ছিলাম। ভিতর থেকে কোন শব্দ শুনিনি। মিসেস ব্যাসেট কি দরকারে মৃতদেহটি দেখতে পান।'

'পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন ?'

'পুলিস তখন প্রায় এসে পড়েছে। মিস ফেনউইককে আঘাত করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল।'

'মিস ফেনউইক কে ?'

'যে মহিলাটিকে আঘাত করা হয়।'

'তিনি কি আপনার মক্কেল ?'

'আপাততঃ নয়।'

'তাকে আপনি আগে দেখেছেন ?'

'না।'

'আপনি এদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করেছিলেন এটা কি করে সম্ভব ?'

'আমি এসেছিলাম ব্যাসেটের সঙ্গে দেখা করতে।'

'তাই যদি হবে তাহলে এদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করছিলেন কেন ?'

'দেখলাম ঐ মেয়েটিকে আঘাত করা নিয়ে সেখানে দারুণ উত্তেজনা চলছে। আমিই বললাম পুলিসে খবর দিতে।'

'আপনি এই দ্বিতীয়বার পুলিসের কথা উচ্চারণ করলেন। আপনি বললেন পুলিসে খবর দেওয়া হল।'

মেসন এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

'আমি এই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখতে চাই। পুলিসে

খবর দেওয়া হল একথা আপনি বলেছেন। কিন্তু কে পুলিসকে খবর দিল ?'

'আমি।'

'আপনি কি ওদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন ?'

'না। বলেছিলাম আমি ডিক্ ব্যাসেট।'

'একথা বললেন কেন ?'

'কারণ আমি চাইছিলাম পুলিস তাড়াতাড়ি আসুক। তখন ব্যাখ্যা দেবার সময় ছিল না।'

সার্জেণ্ট লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনারই জিত। এখন তাহলে আপনি যেতে পারেন। তবে আপনার অফিসে পৌঁছবার আগেই দেখবেন হেডকোয়ার্টার থেকে পুলিস ওখানে পৌঁছে গেছে।'

মেসন বলল, 'আমার কোন তাড়া নেই।'

'তা তাড়া কিছু আছে বৈকি। আপনি একজন ব্যস্ত লোক, মিস্টার মেসন। কাজের সূত্রে মিস্টার ব্যাসেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিঃ ব্যাসেট তো মারা গেছেন। সুতরাং এখানে আপনার আর কোন কাজ নেই। এখানে আপনার মক্কেলও কেউ নেই। মিঃ ব্যাসেট যে খুন হয়েছেন তাও আপনি জানতেন না। আপনি ভেবেছিলেন ওটা আত্মহত্যা। যে মেয়েটি আক্রান্ত হয় সেও এখানে নেই। সুতরাং আপনার এখানে অপেক্ষা করার আর তো কোন কারণ দেখছি না।'

মেসন বলল, 'অন্তত একটা ট্যাক্সি ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'সেকি! আপনার গাড়ি কি হল ?'

'ঐ মেয়েটি আমার গাড়ি নিয়ে গেছে।'

'তাহলে আপনি কি করে অফিস যাবেন ?'

'ট্যাক্সি নিয়ে।'

'সে কি ? আমাদের বিখ্যাত আইনজীবী ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ তো ভাল কথা নয়। তোমরা কেউ পুলিসের গাড়ি করে ওঁকে এখনি পৌঁছে দিয়ে এস। আর মিসেস ব্যাসেটকে এখানে নিয়ে এস। এ বিষয়ে উনি কি জানেন দেখা যাক্।'

মেসন অ্যাসট্রেতে ঘষে সিগারেটটা নেবাল। 'আপনি কাজে তেমন ভাল ফল দেখাতে না পারলে কি হবে, আপনার চাতুর্যের প্রশংসা না করে পারছি না।'

সার্জেণ্ট জুৎসই কিছু উত্তর দেবার আগেই মেসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৬

পেরি মেসন তার নিজস্ব অফিসের দরজা খুলে আলো জ্বালাল, তারপর ঢোকার ঘরটায় পৌঁছল। তার দরজায় লেখা

"পেরি মেসন

উকিল

প্রবেশ করুন"

ডেলা একটা ডেস্কের পিছনে বই নিয়ে বসে। মেসনকে দেখে সে হাসিমুখে তাকাল।

'আইনের বই পড়ছি।'

ডেলার ফার কোট গলা অবধি বোতাম আঁটা। নিচে মোজায় ঢাকা পা দেখা যাচ্ছে।

'পুলিস এসেছিল?'

'আসেনি! অনেক বোলচাল ঝাড়ল।'

'মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

ডেলা অবাক হয়ে বলল, 'আমি ভাবলাম আপনি ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়েছেন। সে তো এখানে আসেনি।'

'আসেনি?'

ডেলা মাথা নাড়ল।

'তাহলে তুমি পুলিসদের কি বললে?'

'ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল ওরা। আমিও তাই করলাম। আমি ভাবলাম পুলিস এখানে আসছে খবর পেয়ে আপনি মেয়েটাকে অন্য কোথাও পাচার করে দিয়েছেন। আমি ওদের বললাম আমি রাত্তিরবেলা এখানে আসি পড়াশুনা করতে, কারণ আপনি আমাদের ডিটেক্টিভ হবার ট্রেনিং দিচ্ছেন।'

'তুমি এখানে কখন পৌঁচেছ?'

'ফোন করার মিনিট দুই-এর মধ্যে ট্যাক্সি এসে গেল। আমি তাড়াতাড়ি চালাবার জন্য বখশিশও কবুল করলাম। চোখের পলক না ফেলতে পৌঁছে গেছি। আমি এসে আলো জ্বাললাম, দরজার তালা খুলে রাখলাম। দারোয়ানকে বলেছিলাম একটি মেয়ে এসে জিগেস করলে তাকে পৌঁছে দিতে।'

পেরি মেসন সব শুনে শিস দিয়ে উঠল।

'পল আপনাকে খুঁজছিল। দারোয়ানের কাছে ও শুনেছে যে আমি অফিসে আছি। তাই পল একটা প্যাকেট রেখে গেছে।

কার্ডবোর্ডের প্যাকেট, সুতো দিয়ে বাঁধা, জায়গায় জায়গায় গালা দিয়ে আঁটা।'

মেসন ছুরি দিয়ে সুতোটা কাটল। 'পুলিস অফিসারদের সঙ্গে কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'না, আমি ওদের সব ঘরগুলো দেখতে দিলাম। ওরা ভেবেছিল আমি মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি।

বাক্সটার ঢাকনা খুলে মেসন জিগেস করল, 'বোঝাতে বেগ পেতে হল?'

'একদম না। ওরা ভেবেছিল আপনি ইচ্ছে করে ওদের ভাঁওতা দিচ্ছেন। সুতরাং মেয়েটাকে না পেয়ে ওরা বলল এটাই ওরা আশা করেছিল।'

বাক্সের ঢাকনার নিচে তুলো দিয়ে চাপা ছটা কাঁচের চোখ, সবগুলোই লালচে। মেসন সেগুলো ডেস্কে সাজিয়ে রাখল।

'ক্রনল্ডের ঠিকানা আছে কি?'

'হ্যাঁ ফাইলে আছে।'

'ফোন নম্বর?'

'আছে মনে হয়। দেখছি।'

ডেলা কার্ড ইনডেক্সের ফাইল থেকে কার্ড বার করে বলল, 'এই যে।'

'ফোন করো।'

ডেলা একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। মেসন অধৈর্য হয়ে বলল, 'যতই বাজুক। ফোন করো ওকে।'

ডায়েল করে মিনিট-খানেক অপেক্ষা করল ডেলা। তারপর বলল, 'হ্যালো, মিঃ ক্রনল্ড কথা বলছেন?'

মেসনের দিকে তাকিয়ে ডেলা ইঙ্গিত করল যে ক্রুনস্ডকে পাওয়া গেছে।

'ওকে এখানে আসতে বলে দাও। না, থাক। আমিই বলছি।'

ফোনটা নিয়ে মেসন বলল, 'আমি পেরি মেসন বলছি। আপনি এখনি আমার অফিসে চলে আসুন।'

বিরক্তগলায় ক্রুনস্ড বলল, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার কি এমন দরকার থাকতে পারে—'

'আমার ক্ষমতার উপর আপনার ভরসা আছে বলেই আপনি আমাকে পনেরো শো ডলার ফি দিয়েছিলেন—বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। তখনো আপনি বিপদে পড়েননি। কিন্তু এখন পড়েছেন। আমার বুদ্ধিতে বলছে আপনার এখনি এখানে চলে আসা উচিত। আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করব। দাড়ি কামাবার জন্য সময় নষ্ট না করলে আপনার তার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত।'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই মেসন রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে দিল।

চিন্তিতচোখে তাকাল ডেলা। 'ও কি বিপদে পড়েছে?'

'তা পড়েছে বৈকি। হার্টলে ব্যাসেট আজ রাতে খুন হয়েছে। ওর মুঠোর মধ্যে এক কাঁচের লালচে চোখ পাওয়া গেছে।'

'ক্রুনস্ডের সঙ্গে কি ব্যাসেটের পরিচয় ছিল?'

'সেটাই তো বার করতে হবে।'

ডেলা আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু ও যে নির্দোষ তার তো প্রমাণ আছে। ও সকালবেলা বলতে এসেছিল নকল চোখ চুরি যাওয়ার কথা।'

ডেস্কে রাখা নকল চোখগুলোর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মেসন বলল,

'এটা একটা ভাববার কথা বটে। কিন্তু একটা জিনিস ভুলে যেও না। হ্যারি ম্যাকলেন ব্যাসেটের অফিসে কাজ করত। হ্যারির সঙ্গে ক্রনল্ডের আলাপ ছিল। কোথায় ওদের পরিচয় হল ম্যাকলেনরা কি এখানে নিজেরাই এসেছিল—না ক্রনল্ড ওদের আসতে বলে?'

'আমাদের মক্কেল কে?'

'ক্রনল্ড। তার পরে মিস ম্যাকলেন এবং খুব সম্ভব মিসেস ব্যাসেট।'

'খুনটা হল কি করে?'

'ওটাকে আত্মহত্যার চেহারা দেবার বৃথা চেষ্টা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে একটা রিভলভার ফেলে রেখে মিসেস ব্যাসেট ঝামেলা আরো বাড়িয়েছেন। গুলির শব্দ চেপে দেবার জন্য কম্বল ও লেপ ব্যবহার করা হয়েছিল। একটা রিভলভার ছিল কম্বলের তলায়। সেটা জানতেন না বলে মিসেস ব্যাসেট অন্য রিভলভারটা ফেলে রাখেন—যাতে ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়।'

'তারপরে?'

'উনি যা বলেছেন সেটা সত্যি হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে উনি জানতেন কম্বলের তলায় রাখা রিভলভারটা দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়নি—পুলিস বুলেট পরীক্ষা করে সেটা ধরে ফেলবে এটাও উনি বুঝেছিলেন।'

'দ্বিতীয় রিভলভারে ওঁর হাতের ছাপ রয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। আর আমারও।'

'সেকি! আপনার ছাপ কি করে এল?'

'রিভলভারটা আমি ওঁর ছেলে ডিক ব্যাসেটের কাছ থেকে কেড়ে নিই।'

'তারপর মিসেস ব্যাসেটকে দিয়ে দেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা আপনার ছাপ নেবার জন্য কৌশলও হতে পারে।'

'বড্ড মুশকিল।'

ঠোঁট দুটো গোল করে খানিকক্ষণ শিষ দেবার ভঙ্গী করল ডলা। তারপর বলল, 'আমাকে সবটা বলুন।'

'মাঝরাত্তিরে মিসেস ব্যাসেটের কাছ থেকে জরুরী ফোন পেলাম। ওঁর ছেলে ডিক নাকি মিঃ ব্যাসেটকে খুন করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। আমি দেরি করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উনি বললেন এখনি না এলেই নয়। অগত্যা গেলাম।

'গিয়ে দেখি ফেনউইক বলে মেয়েটা সোফায় শুয়ে—মনে হল অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডিক ব্যাসেটের কাছে একটা রিভলভার ছিল। আমি সেটা নিয়ে নিলাম। ওরা বলল মেয়েটি ডিকের স্ত্রী—ওদের বিয়ের কথা গোপন আছে। বছর পঞ্চাশের এক লালচুল মহিলা, সম্ভবত পরিচারিকা—অজ্ঞান মেয়েটির মাথায় ভিজে তোয়ালে দিচ্ছিল। আর ডিক লম্বা চওড়া কথা বলে চলেছে।

'আমি ভাবলাম মিসেস ব্যাসেট সম্ভবত ডিভোর্স চান। কোর্টে তাঁর স্বামী একটি মেয়েকে আঘাত করার অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু ডিটেকৃটিভদের জেরার সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। তাই আমি পুলিসকে খবর দিলাম।'

'তারপর মেয়েটার জ্ঞান হল। সে বলল, ব্যাসেট ওকে আক্রমণ করেনি—আক্রমণ করেছে মুখোস-পরা একজন—তার একটা চোখ নেই। মেয়েটা মুখোস ছিঁড়ে ফেলে, তাই লোকটার মুখ দেখা গিয়েছিল। একজন অপরিচিত লোক। লোকটা কিন্তু মেয়েটার

মুখ দেখতে পায়নি। মুখোসটা আর কিছুই না—একটা কার্বন পেপারে ছুটো ফুটো করা। টুপির কিনারা দিয়ে আঁটা ছিল। মুখোসের ছেড়া টুকরোগুলো ব্যাসেটের ভেতরের অফিসে পাওয়া যায়।

'মিসেস ব্যাসেট বলছেন, উনি একজন লোককে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে দেখেন। সে তাঁর স্বামীর গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যায়। সেই লোকটিকে উনি তখন ব্যাসেট মনে করেছিলেন।'

'কেনউইক এলে মেয়েটির কথা শোনার পর আমি অন্য ঘরে ঢুকি। গিয়ে দেখি হাটলে ব্যাসেট মরে পড়ে আছে। শুনলাম ব্যাসেটের অফিসের এক কেরানী, নাম কোলমার - সেও নাকি ঘটনাস্থলে ছিল। মিসেস ব্যাসেট তাকে একরকম ঘাড় ধরে বার করে দেন। লোকটা চটেছে ভেবে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম।'

'দেখা হল?'

'হাঁ।'

'চটেছিল?'

'খুব। আসলে ব্যাসেটের সঙ্গে ওর স্ত্রীর তেমন বনিবনা ছিল না। কোলমান ছিল ব্যাসেটের পক্ষে।'

'কিন্তু ওর ঘরে আমি এই কাগজটা পাই। আমি বার্থা ম্যাকলেনকে যে কাগজে আমার টেলিফোন নম্বর লিখে দিই, এটা সেই কাগজ।'

পকেট থেকে কাগজটা বার করে ডেস্কের উপর রাখল মেসন।

'কোলমার বলল এই কাগজটা নাকি ও মিসেস ব্যাসেটের ঘরের সামনের বারান্দায় কুড়িয়ে পেয়েছে।'

ডেলা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তার মানে হ্যারি ম্যাকলেন নিশ্চয়ই ওখানে গিয়েছিল।'

'হয় হ্যারি নয় বার্থা। ভুলে যেও না কাগজটা আমি বার্থাকে দিয়েছিলাম।' ও হয়ত ভাইকে দিয়েছিল, কিম্বা মিসেস ব্যাসেট কারো কাছ থেকে কাগজটা পান। কোলমার মিথ্যে কথা বলছে। প্রত্যেকে মিথ্যে কথা বলছে তাও অসম্ভব নয়।'

'কম্বল আর লেপের ব্যাপারটা কেমন যেন।'

'সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা সাজানো সাজানো ভাব আছে। ফেনউইক বলে মেয়েটাকে আমি প্রধান সাক্ষী ঠিক করলাম। পুলিস আগে ওর নাগাল পেলে কোথায় সরিয়ে ফেলবে সেই ভেবে ব্যবস্থা করলাম তুমি যাতে জবানবন্দীটা আগে নিয়ে নাও।'

'নকল চোরের কথা শুনে সন্দেহ হয় ক্রুকস্ও এর মধ্যে আছে।'

'মেয়েটা যদি সত্যি চোর থাকে তাহলে আছে। কিন্তু মেয়েটা যদি নির্দোষ হবে তাহলে সে পালাল কেন? পুলিসের বর্ণনার মধ্যেও সাজানো কিছু আছে।'

'কেন? খুনীর মুখোস পরে আসতে ক্ষতি কি?'

'মুখোস পরে কম্বল আর লেপের তলায় রিভলভার লুকিয়ে খুনীটা ঢুকল কি করে? তারপর ব্যাসেটের সামনে এসে লেপ- কম্বলের মধ্যে দিয়ে গুলি চালাল অথচ ব্যাসেট কোন বাধাই দিল না?'

'লোকটা হয়ত পা টিপে টিপে ঢুকেছিল।'

'সেক্ষেত্রে মুখোস পরার দরকার ছিল না। রিভলভারটা লেপ-কম্বলের তলায় ঢাকা ছিল। মৃতদেহের অবস্থান থেকে মনে হয় ব্যাসেট খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। খুনী ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি চালায়।'

ডেলা বলল, 'বাড়ির লোকের মধ্যে অনেকেই লেপ-কম্বল নিয়ে ওখানে ঢুকতে পারত—তাতে ব্যাসেটের সন্দেহ হত না।'

'এইবারে আসল পথে এসেছো। লোকগুলোর নাম বলে যাও একে একে।'

'প্রথম মিসেস ব্যাসেট।'

'ভাল কথা।'

'দ্বিতীয় ডিক ব্যাসেট।'

'বলে যাও।'

'যে মেয়েটা সোফায় শুয়ে ছিল।'

'আর কেউ?'

'আমি আর কারো কথা জানি না।'

'বাড়ির চাকর-বাকরেরা ছিল। যে পরিচারিকাটি কোচে শোয়া মেয়েটির কাছে ছিল তার হাতেও লেপ-কম্বল থাকতে কোনো বাধা ছিল না। তাকে দেখলেও ব্যাসেটের চেয়ার ছেড়ে ওঠার দরকার হত না, কারণ সে বাড়িরই একজন। কিন্তু যে লোকটা ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে তার মুখে ছিল মুখোশ। এই মুখোশের বিষয়টা ভেবে দেখার মতো। সম্ভবত ব্যাসেটের ডেস্ক থেকে কার্বন পেপার তুলে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে মুখোশটা বানানো হয়।'

'খুন করার পর?'

'ঠিক বলেছ। মুখোশের আইডিয়া তখনই লোকটার মাথায় আসে। লেপ-কম্বলের ব্যবহার কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত। মুখোশটা তাড়াহুড়ো করে বানানো।'

'খুনটা করার পর মুখোশ পরার উদ্দেশ্য কি?'

'পালানো। ব্যাসেটের অফিসে যে একজন লোক বসে আছে

তা ঐ মেয়েটা দেখতে পেয়েছিল, যদিও লোকটা পিছন ফিরে বসে ছিল। মেয়েটা রিসেপশন-রুমে অপেক্ষা করছিল।'

'তাহলে শুধু পালাবার সুবিধের জন্যে লোকটা মুখোশ পরে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে পালাল না কেন? তাহলে তো মুখোশের দরকার হত না। যদি মুখোশ সে নিজেই তৈরি করে থাকে তাহলে কানা চোখটার জন্যে কাগজে ফুটো করল কেন? একটা ফুটোই যথেষ্ট ছিল।'

'ব্যপারটা আমার বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশঃ।' ডেলা বলল। 'কিন্তু ব্যাসেট বাধা দেবার চেষ্টা করেনি বলছেন। এটা আপনার কি করে মনে হল?'

'যেভাবে মৃতদেহটা পড়ে ছিল। তাছাড়া ওর খাপে পোরা রিভলভারটা ও বার করার চেষ্টাও করেনি।'

'তাহলে ঘরে সবসুদ্ধ তিনটে রিভলভার হল।'

'হুঁ। তিনটে।'

'কোন্‌টা হত্যা করার জন্য ব্যবহার হয়েছে জানা যায়নি?'

'আমার ধারণা যেটাতে আমার আঙুলের ছাপ আছে সেটাই। আচ্ছা, পল ড্রেক গেছে কতক্ষণ হল?'

'আমি আফিসে আসার দশ মিনিট পরে। তার মানে মিনিট পনেরো আগে।'

'তাহলে এখন ওকে "রেড লায়নে" পাওয়া যাবে। খবরের কাগজের লোকজনদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছে। দেখো তো ফোনে পাও কি না।'

'গাড়িটা কি করবেন? চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট করবেন?'

'ও পাওয়া যাবে।'

কথা বলতে বলতেই ডেলা ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছে। একটু পরে গলায় মধু ঝরিয়ে বলল, 'পল ড্রেকের সঙ্গে তাঁর এক মক্কেল কথা বলতে চান। উনি কি ওখানে আছেন?'

এক মিনিট পরে ডেলা আবার বলল, 'হ্যালো পল, কর্তা কথা বলবেন। একটু ধর।'

মেসন বলল, 'পল, কাগজ পেন্সিল নাও। হার্টলে ব্যাসেট সম্পর্কে যা পার খবর নাও। লোকটা টাকা লগ্নীর কারবার করত—ব্যাসেট অটো লোন কোম্পানী। সম্ভবত চোরাই মালের কারবারও করত।

'লোকটা আজ রাতে আত্মহত্যা করেছে। টাইপরাইটারে চিঠি আটকানো আছে। খবরের কাগজের লোকেরা ফোটো তুলবে। আমি ছবিগুলো চাই। এছাড়া মিসেস ব্যাসেট ও তাঁর ছেলে সম্পর্কেও খোঁজখবর চাই। ছেলে ডিক ব্যাসেট কিন্তু ব্যাসেটের ছেলে নয়। ও নিজের বাবার নাম কেন ব্যবহার করে না, এটাও আমি জানতে চাই। আর একজন লোকের নাম লেখো—পিটার ক্রনল্ড, ৩৯০২ ওয়াশিংটন স্ট্রিট। তুমি যে নকল চোখগুলো রেখে গেছ, সেগুলো ওরই কাঁচের চোখের নকল। যত পারো লোক লাগাও, কিন্তু খবরগুলো আমার চাই—এখনি কাজে লেগে যাও।'

ফোনের মধ্যেই বোঝা গেল পল ড্রেকের হাসি পাচ্ছে। সে বলল, 'বেশ বললে যাহোক—আত্মহত্যা। আমি যতটুকু শুনেছি তাতেই মনে হচ্ছে এটা খুনের কেস।'

পেরিও হাসল, 'চুপ কর। তোমার বুদ্ধিটা অন্য কোনো দিকে খেলাও, যাতে কিছু টাকা আসে।'

ফোনটা রাখতে-না-রাখতেই ঘরে হন্তদন্ত হয়ে পিটার ক্রনল্ডের প্রবেশ। তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। তখনো হাঁপাচ্ছে সে।

'উহু রেকর্ড করেছি', বলতে বলতেই কাঁচের চোখগুলো দেখতে পেয়ে থেমে গেল ক্রনল্ড। 'এগুলো কি ?'

'ভাল করে দেখুন।'

ক্রনল্ড মনোযোগ সহকারে দেখে বলল, 'ভালই, বেশ ভাল।'

খুব সহজ গলায় মেসন জিগেস করল, 'আসলটা পাওয়া গেল ?'

ক্রনল্ড মাথা নাড়ল।

'ফেরত পেতে চান ওটা ?'

'হ্যাঁ, চাই বইকি।'

ডেলা কাঁচের চোখগুলো বাক্সে তুলে রেখে হাঁটুর ওপর একটা নোট-বই পেতে নোট নিতে শুরু করল।

মেসন বলল, 'আপনার চোখটা কি করে ফেরত পাবেন আমি বলে দিতে পারি।'

'কি করে ?'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে ৯৬৮২ ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রিটে হাটলে ব্যাসেটের বাড়ি চলে যান। ওখানে কিছু পুলিস রয়েছে দেখবেন। ওদের বলবেন আপনার কাঁচের চোখটা ওখানে আছে, আপনি ওটা সনাক্ত করতে চান। ওরা আপনাকে একটা ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে দেখবেন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ব্যাসেট পড়ে আছে। ডান হাত মুঠো করা। পুলিস মুঠো খুলে দেবে। আপনি দেখবেন আপনার সেই লালচে কাঁচের চোখ তার মধ্যে রয়েছে।'

ক্রনল্ড শিউরে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ডেস্ক থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। কিন্তু তার হাত কাঁপছিল।

'ওটা আমার চোখ কি করে জানলেন ?'

'সেই রকমই দেখতে।'

'আমি ঠিক এই ভয়টাই করেছিলাম। চোখটা কেউ চুরি করে সেই জায়গায় নকল রেখে গেছে। ঠিক জানতাম আসল চোখটা এই রকম কোন পরিস্থিতিতে উদয় হবে। কি ভয়ানক!'

'আপনি কি অবাক্ হচ্ছেন?'

'নিশ্চয়ই। দেখুন, আপনার কি ধারণা আমি ওখানে গিয়ে লোকটাকে খুন করে আমার কাঁচের চোখটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছি? ইচ্ছে করলেও সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওটা যে চুরি গিয়েছিল সেটা সকালবেলা আপনাকে বলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি হার্টলে ব্যাসেটকে চিনতেন?'

রুনল্ড একটু আমতা আমতা করে বলল, 'না চিনতাম না, মানে সামনা-সামনি দেখা হয়নি কখনো।'

'ওর স্ত্রীকে চেনেন?'

'আলাপ আছে—হ্যাঁ চিনি।'

'ছেলেটাকে?'

'ডিক্-কে?'

'হ্যাঁ। দেখেছি। মানে আলাপ হয়েছে।'

'ব্যাসেটের অফিসে কাজ করত হ্যারি ম্যাক্লেন, ওকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আলাপ হয়? ব্যাসেটের ওখানে?'

'হ্যাঁ। ও ব্যাসেটের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করত। একবার দেখা হয়েছিল।'

'ও কখনো আপনার সঙ্গে ব্যাসেটের পরিচয় করিয়ে দেয়নি?'

'না, মুখোমুখি দেখা হয়নি—চিনতাম অবশ্য।'

'তার মানে?'

ক্রুনল্ড একটু নড়াচড়া করে বসল, 'আপনি কি আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্য এই প্রশ্ন করছেন? সবটাই সাজানো নয় তো? ব্যাসেট মারা গেছে বলে আমাকে ঠকাচ্ছেন?'

'মোটেই না।'

'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। আমি ওর স্ত্রীকে ভালই চিনি—মানে কয়েকবার দেখা হয়েছে।'

'কতদিন চেনেন।'

'খুব বেশিদিন নয়।'

'বন্ধুত্ব—না তার বেশি কিছু?'

'না, না, শুধু বন্ধুত্বই।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে?'

'হপ্তা-দুই আগে।'

'মহিলা যদি মনে করেন আপনি ওঁকে ত্যাগ করছেন, তাহলে কি আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা খাড়া করতে পারেন?'

এত অবাক হল ক্রুনল্ড যে তার হাত থেকে সিগারেটটা প্রায় পড়ে যায় আর কি। 'সেকি। কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'যা বললাম। ধরুন মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যাসেট আত্মহত্যা করে বসল। মিসেস ব্যাসেটের ধারণা আপনি অন্য কোন মহিলার প্রেমে পড়ে ওঁকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই অবস্থায় উনি ওঁর স্বামীর আত্মহত্যাকে খুন বলে আপনাকে তার মধ্যে জড়াতে চাইতে পারেন—পারেন কি?'

'কেন চাইবেন?'

'আপনাকে ধরে রাখার জন্য।'

'কিন্তু এর মধ্যে অন্য কোন মহিলা তো নেই!'

'সেটা কি উনি জানেন?'

'হ্যাঁ, মানে না—উনি আসলে আমার তেমন কেউ না—আমাদের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক নেই।'

'বুঝলাম। প্রথম কবে আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়?'

'বছর-খানেক আগে।'

'শেষ দেখা হয় দু-হপ্তা আগে?'

'হ্যাঁ।'

'তার পরে আর দেখা হয়নি?'

'না।'

'আপনি প্রথম কখন বুঝতে পারলেন কাঁচের চোখটা চুরি গেছে?'

'কাল, বেশ রাতে।'

'কোথাও ফেলে আসেননি তো?'

'না, না। আসলটার জায়গায় একটা নকল রেখেছিল কেউ। তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওটা ইচ্ছাকৃত।'

'কি উদ্দেশ্য?'

'কি জানি!'

'আপনি কেন ভাবছেন ওটা চুরি?'

'তা আমি আপনাকে বলতে পারব না।'

'হ্যারি ম্যাক্লেনের সঙ্গে আপনার ব্যাসেটের বাড়ি আলাপ হয়?'

'ওখানে দেখা হয়।'

'হিসেব সংক্রান্ত কিছু গোলমাল করেছে ও—জানেন সেকথা ?'

একটু ইতস্ততঃ করে রুনল্ড বলল, 'হ্যাঁ শুনেছি।'

'ঠিক কত টাকার গোলমাল হয়েছে জানেন কি ?'

'প্রায় চার হাজার ডলারের মতো।'

'হেজেল ফেনউইক বলে একটি মেয়েকে চেনেন ?'

'ফেনউইক ?'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'আর্থার কোলমার নামের কাউকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গে কখনো কথা বলেছেন ?'

'না, তবে দেখেছি।'

'ব্যাসেটের ড্রাইভারকে চেনেন ?'

'চিনি বলা চলে। নাম ওভারটন। লম্বা, তামাটে রঙ, দেখে মনে হয় জীবনে কখনো হাসেনি। কেন, তার কথা কেন ?'

'আপনি ওকে চেনেন কিনা এটাই জ্ঞাতব্য ছিল।'

'হ্যাঁ চিনি।'

'বছর-পঞ্চাশের এক মোটাসোটা মহিলা, চুলগুলো লাল—'

'এডিথ ব্রাইটের কথা বলছেন ?'

'কি করে সে ?'

'বাড়ির দেখাশোনা করে। গায়ে ষাঁড়ের মতো জোর।'

'অথচ ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার কখনো দেখা হয়নি ?'

'কথা হয়নি কখনো।'

'অন্যেরা আপনাকে চেনে ?'

'কারা ?'

'এই যাদের কথা বললেন ?'

'না। তবে ড্রাইভারটা আমাকে দেখে থাকতে পারে।'

'আপনি এদের সবাইকে চেনেন অথচ এরা আপনাকে চেনে না, এটা কি করে সম্ভব ?'

'সিলভিয়া ওদের চিনিয়ে দিয়েছিল।'

মেসন হঠাৎ চেয়ারে পাক খেয়ে ক্রনল্ডের জামায় জ্বলন্ত সিগারেটের খোঁচা মেরে বলল, 'ডিক্ ব্যাসেট কাল আপনাকে দেখেছে।'

'কোথায় ?'

'ওদের বাড়িতে।'

'ভুল দেখেছে।'

'তাছাড়া কোলমারও দেখেছে।'

'ও কি করে দেখবে ?'

'কেন, না দেখার কি আছে ?'

'কারণ আমি বাড়ির অন্য দিকটায় ছিলাম।'

'তার মানে ?'

'বাড়ির গড়নটা পাশাপাশি দুটো বাড়ির মতো। ব্যাসেট এক-দিকে অফিস করেছিল—অন্য দিকে থাকত। যখন স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হতে থাকে তখন সে অফিসের অংশে উঠে যায়।'

'আপনি কাল তাহলে মিসেস ব্যাসেটের দিকটায় গিয়ে-ছিলেন ?'

'কাল নয়, পরশু।'

'আমি ভাবলাম দু-হপ্তা আপনার সঙ্গে মহিলার দেখা হয়নি।'

ক্রুনল্ড চুপ করে রইল।

'আজ রাত্রে আপনাকে নিয়ে ডিক ব্যাসেটের সঙ্গে তার বাবার কথা কাটাকাটি হয়।'

'আজ রাত্রে? কখন?'

'আপনি চলে যাবার পর।'

'হতেই পারে না। অসম্ভব।'

'কেন?'

'আমি চলে আসার আগেই—'

মেসন হাসল। ক্রুনল্ড চটেমটে বলে উঠল, 'কি করতে চাইছেন আপনি?'

'তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছি।'

'আপনি আমাকে সাধারণ ছিঁচকে অপরাধীর মতো ভয় দেখিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারেন না।'

'ভয় আমি আপনাকে দেখাচ্ছি না। আর ফাঁদে ফেলার কথা বলছেন, ফাঁদে আপনি পড়ে গেছেন। আপনি একটু আগে বলছিলেন আপনি চলে আসার আগেই ব্যাসেট মারা গিয়েছিল এই তো?'

'ও বাড়িতে আমি আজ গিয়েছিলাম একথা একবারও বলিনি।'

'না, তা বলেননি অবশ্য। তবে যা যা বলেছেন তার থেকে ওটা অনুমান করা শক্ত নয়।'

'আপনি আমার কথার ঠিক অর্থ করেননি।'

মেসন ডেলাকে জিগেস করল, 'ডেলা, তুমি প্রশ্ন, উত্তরগুলো সব লিখে নিয়েছ তো?'

'সেকি! আমি যা যা বলেছি সব লেখা হয়ে গেছে? এ আপনি

কিছুতেই করতে পারেন না। আমি···আমি—' ডেস্কার দিকে ছুটে গেল ক্রনল্ড। মেসন ওর কাঁধ চেপে ধরল, 'আপনি কি করবেন? ঐ মহিলার সঙ্গে কোনরকম অশালীন ব্যবহার করলে আপনাকে এখান থেকে এক ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব, বুঝেছেন? এবার ঠাণ্ডা হয়ে বসে সত্যি কথাগুলো বলুন দেখি।'

'কেন বলব আপনাকে?'

'কারণ আপনার সাহায্যের দরকার। এখন সুযোগ পেয়েছেন বলে ফেলুন। পরে হাজত-বাস হলে সুযোগ নাও হতে পারে।'

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?'

'আপনি ভাবছেন কিছু [illegible]'

'আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না যে আমি আজ রাতে ওখানে গিয়েছিলাম।'

'মিসেস বাসেট জানেন।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু উনি তো আর বোকা নন।'

'কোলম্যান কাউকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। ও চিনতে পেরেছিল, তবে আমাকে বলল না। আপনি ছিলেন?'

মুখ কালো হয়ে গেল ক্রনল্ডের। 'চিনতে পেরেছিল?'

'ও তাই বলছে।'

'কিন্তু ও তো অনেক দূরে ছিল। আমি—'

'তাহলে আপনাকেই দেখেছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও রাস্তার ওপারে ছিল। আমি ওকে আগে দেখতে পেয়ে মুখ সরিয়ে রাখি যাতে ও আমাকে চিনতে না পারে।'

'আপনি দৌড়াচ্ছিলেন কেন?'

'তাড়া ছিল।'

'কিসের তাড়া ?'

'সিলভিয়া আপনাকে ফোন করেছিল জানতাম। আমি আপনার সামনে আসতে চাইনি।'

'শুনুন, পুলিসের জেরার সামনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'আমার জেরার সামনে তো দাঁড়াতে পারলেন না।'

'পুলিস তো আর আমাকে জেরা করবে না।'

'একথা কেন ভাবছেন ?'

'ব্যাসেটের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে এটা তারা জানে না।'

ডেলা বলল, 'কেউ আসছে।'

দরজার ঘষা-কাঁচে ছায়া পড়ল। দরজা খুলে গেল, দেখা গেল সার্জেন্ট হলকোম্ব দুজন লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে। সার্জেন্ট এগিয়ে এলেন।

'আপনি পিটার ক্রনল্ড ?'

ক্রনল্ড রুখে উঠল, 'তাতে আপনার কি ?'

সার্জেন্ট কোট সরিয়ে নিজের ব্যাজটা দেখাল। প্রায় একই সঙ্গে ক্রনল্ডের কাঁধ পাকড়ে ঘোষণা করল, 'হার্টলে ব্যাসেটকে হত্যার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম। এখন আপনি যা বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে।'

মেসনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল সার্জেন্ট। 'আপনার আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দেবার জন্য দুঃখিত। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ? আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে লোকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম মিঃ ক্রনল্ডকে

আগেভাগেই ধরে ফেলি। নইলে উনিও কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চলে যাবেন।'

পেরি মেসন সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঠুকে নেভাল। 'না, না, তার জন্যে কি হয়েছে। আবার আসবেন।'

সার্জেণ্ট কড়া-গলায় বলল, 'ঐ সাক্ষীকে কি করা হয়েছে সে বিষয়ে আমার যা ধারণা তার সঙ্গে ডিস্‌ট্রিক্ট অ্যাটর্নী যদি একমত হন তাহলে আবার আসতেই হবে। এলে কিন্তু একা ফিরব না—এটা জেনে রাখবেন।'

পেরি মেসন খুব ভদ্রভাবে জবাব দিল, 'নিশ্চয় আসবেন। আপনি এলে খুব সুখী হব।'

ক্রনল্ড মেসনের দিকে ফিরে বলতে শুরু করল, 'দেখুন আপনি কিন্তু'—তাকে কথা শেষ করার সময় দিল না হলকোম্ব। পুলিসের লোক দুটি টানতে টানতে নিয়ে চলল। হলকোম্ব বলল, 'অনেক গালগপ্প হয়েছে। আর নয়।'

'উকিলের সঙ্গে আমি কথা বলবই। আপনারা বাধা দেন কি করে?' চেঁচাতে লাগল ক্রনল্ড।

'আপনি আগে গিয়ে হাজতে ঢুকুন তো। তারপর উকিলের সাহায্য নেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আপনাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। কিন্তু এখন থেকে সেই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে।'

টানাটানি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল ক্রনল্ড। পুলিস হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ওকে জোর করে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হলকোম্ব তখনো যায়নি। সে কটমট করে মেসনের দিকে

তাকাল। মেসন হাই তুলে মুখের সামনে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, ''মাপ করবেন সার্জেণ্ট, হাই উঠছে। বড় পরিশ্রম গেছে সারা দিন।'

হলকোম্ব এক হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে বলল, 'আপনি যেরকম ধুরন্ধর লোক, সে তুলনায় ফল পান কম।'

মেসন হাসি হাসি মুখে ডেলার দিকে তাকাল। 'বাড়ি যাবার আগে, একটা নাইট-ক্লাবে গেলে কেমন হয়?'

ডেলা একবার নিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই কোটটা খুলে ফেললে কিন্তু পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন। এই কোট দিয়ে তাই লজ্জা নিবারণ করছি।'

'তাহলে তোমার বাড়ি যাওয়াই ভাল। আমাদের মধ্যে অন্তত একজনের জেলের বাইরে থাকা দরকার।'

ডেলার মুখ গম্ভীর হল। 'পুলিস কি সত্যি আপনাকে গ্রেপ্তার করবে?'

'সার্জেণ্ট হলকোম্বের মনে কি আছে কে বলতে পারে। সর্বত্র ওর অবাধ গতি।'

৭

সকালবেলায় দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট পেরি মেসন ডেলার ডেস্কের কাছে থামল।

'কাল রাত্রে অত দেরি হবার পর এখন ঠিক আছো তো?'

'একদম ঠিক। কাগজে দেখছি হার্টলে ব্যাসেটের খুনের কথা খুব ফলাও করে ছেপেছে, তবে ক্রুনল্ডের কথা নেই।'

'খবরের কাগজের লোকেরা ক্রুনল্ডের কথা জানে না।'

'সেটা কি করে হয়?'

'হলকোম্ব ওকে থানায় না নিয়ে গিয়ে কোন অজানা জায়গায় নিয়ে গেছে। ধমক দিয়ে কথা বার করার জন্য।'

'আপনি সে বিষয়ে কিছু করতে পারেন না?'

'ক্রুনল্ডের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারতাম, তবে এখনো সব তথ্য তো জানি না। ক্রুনল্ডের পক্ষে বোধহয় বাইরে ছাড়া না থাকাই ভাল। তাছাড়া আমি দরখাস্ত করার আগেই ওরা যা কথা বার করার করে নিত।'

'মিসেস ব্যাসেটকে কিছু বলেছেন?'

'বাড়ি গিয়েই ওকে ফোন করেছিলাম।'

'কথা বললেন?'

'না। আমি চলে আসার পর থেকেই উনি হিস্টিরিয়ার অভিনয় শুরু করেছিলেন। হলকোম্ব কিছু সুবিধে করতে পারেনি। তারপর ওর ছেলে ডাক্তার ডাকে, মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু মিসেস ব্যাসেট কোনো হাসপাতালে হাজির হননি। উনি যে কোথায় সেকথা ছেলেটা আমাকেও বলল না। দরকার হলে ওঁকে নিয়ে আসা হবে এই কথা বলল।'

'হলকোম্ব এটা হতে দিল?'

'হলকোম্ব যখন ব্যাসেটকে পাকড়াবার জন্যে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে ডিক মিসেস ব্যাসেটকে সরিয়েছে। পুলিসরা হয়ত দেখে থাকতে পারে, কিন্তু ডিককে জানাচ্ছে না।'

'তাহলে ডিক ব্যাসেট ওর মাকে আপনার নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে, তবে পুলিসের নাগালের বাইরে নয়। এই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা ?'

'সেই রকমই।'

'মিসেস ব্যাসেট কি জানেন ক্রনন্ড গ্রেপ্তার হয়েছে ?'

'বোধহয় না।'

'কখন জানতে পারবেন ?'

'স্বাভাবিক হলেই। আমি ডিককে বলেছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর মা যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খুব জরুরী দরকার।'

'উনি এখনো ফোন করেননি ?'

'না।'

'আপনি কি চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারেন না ?'

'লাভ কি ? পুলিস যে ওকে চোখে চোখে রেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি জোর করে কিছু করতে গেলে আমার পক্ষে ভাল হবে না।'

'কেন ?'

'হত্যাকারীর রিভলভারে আমার আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।'

নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে নক্শা আঁকতে আঁকতে ডেলা বলল, 'এরকম খুনের মামলায় কিন্তু আপনি আগে কখনো জড়িয়ে পড়েননি। এতে আমাদের মক্কেল কেউ নেই শুধু ক্রনন্ড ছাড়া।'

'যদি কাল বার্থা ম্যাক্লেনকে ধরতে পারতাম। ও কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি, তাই না ?'

'না, শুধু ছেলেটার ফোন নম্বর আছে—তাও সেটা মনে হয় একটা ক্লাবের নম্বর।'

'সম্ভবত তাই। দেখো তো ওকে ফোনে পাও কিনা। ওরা যদি অন্য কোনো নম্বর দেয় সেখানে চেষ্টা করে দেখো ওকে পাওয়া যায় কিনা।'

ডেলা নোটবুকে লিখে নিয়ে বলল, 'আর কিছু আছে?'

'হ্যাঁ। ব্যাসেটদের বাড়ি ফোন করো। ডিক্ ব্যাসেটকে বলো আমি ওর মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। খুব জরুরী দরকার। আর ভাল কথা—'

ফোন বাজল। ডেলা ফোন তুলে বলল, 'কে কথা বলছেন?' খানিকক্ষণ শুনে মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে মেসনকে বলল, 'আপনার গাড়ি কোথায় পাওয়া গেছে জানেন?'

'কোথায়?'

'পুলিস-স্টেশনের সামনে। ফোন করছে ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট। তারা বলছে রাত দুটো থেকে গাড়িটা ওখানে পার্ক করা আছে। চুরি হয়েছে কিনা জানতে চাইছে ওরা।'

'ওদের বলো—না, চুরি যায়নি। আমি ভুল করে ওখানে গাড়িটা রেখে চলে এসেছি।'

ডেলা ফোনে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আর একবার মাউথপীসে হাত চাপা দিল।

'ওখানে কুড়ি মিনিটের বেশি গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। আজ সকালে নটা থেকে ওরা প্রত্যেক কুড়ি মিনিট অন্তর গাড়িটাকে ফাইন করে যাচ্ছে।'

'অফিস থেকে কাউকে পাঠাও। বোলো জরিমানা দিয়ে যেন

গাড়িটা নিয়ে আসে। কোনো কথাবার্তা যেন না বলে। মেয়েটার আস্পর্ধা দেখেছ? গাড়িটা সোজা থানার সামনে পার্ক করে চলে গেছে।'

'ও রেখে গেছে, না ওটা পুলিসের কর্ম?'

'কি জানি।'

'পুলিস করে থাকলে এটা একটা দারুণ রসিকতা বলতে হবে। ওরা জানে আপনি গাড়ি চুরির অভিযোগ করতে পারবেন না, কারণ মেয়েটাকে আপনিই গাড়ির চাবি দিয়েছিলেন।'

'হাস্থক। হাস্থক। শেষকালে যে হাসে তার হাসিই বেশিক্ষণ থাকে।...ঐ চোখগুলো কি তোমার কাছে আছে?'

'পল ড্রেক যে চোখগুলো দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

ডেলা ডেস্কের ড্রয়ার খুলে বাক্সটা বার করল। 'উহ্, দেখলেও গা কেমন করে।'

বাক্স থেকে দুটো কাঁচের চোখ বের করে ভেতরের জামার পকেটে পুরল মেসন। ডেলাকে বলল, 'অন্যগুলো একেবারে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দাও। কেউ যেন হাতে না পায়। তুমি আর আমি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ যেন কিচ্ছু না জানে।'

'ওগুলো নিয়ে কি হবে?'

'এখনো জানি না। ক্রুনল্ড কি করে তার উপর নির্ভর করবে।'

'ওর কি করা উচিত এখন?'

'আমাকে ফোন করে ওর মামলার ভার দেওয়া উচিত।'

ডেলা খুব চিন্তিত হল। 'আপনি এর মধ্যে বড্ড জড়িয়ে পড়ছেন। সার্জেণ্ট হলকোম্ব কি ওয়ারেণ্ট নিয়ে হাজির হবে নাকি?'

'রিভলভারে আমার আঙুলের ছাপ সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত নয়। তার আগে ওদের আমার আঙুলের ছাপ যোগাড় করতে হবে। থানায় ওদের রেকর্ডে আমার কোন ছাপ নেই। হেজেল ফেনউইক গা ঢাকা দেওয়াতে ওরা সন্দেহ করলেও ওর বিরুদ্ধে তো কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের নতুন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী খোলা মনের মানুষ। দোষীদের উনি অভিযুক্ত করেন, তাই বলে নির্দোষদের অভিযুক্ত করেন না।'

'ব্রুনল্ড কাল রাত্তিরে যা যা বলেছে, সেগুলো কি আমি লিখে ফেলব?'

পেরি মেসন ভেতরের অফিসে যেতে যেতে বলল, 'দরকার নেই। আমরা কার উকিল সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে।' চেয়ারে বসে পড়ে মেসন খবরের কাগজটা তুলে নিল। ব্যাসেটের হত্যা সংবাদে চোখ বোলাতে বোলাতেই টেলিফোন বাজল। ডেলা বলল, 'হ্যারি ম্যাকলেনকে পেয়েছি। কিছুতেই নম্বর দেবে না—বহু কষ্টে ওর দিদির নম্বর আদায় করে তার সঙ্গে কথা বললাম। ও বলছে. আপনাকে এখনি ওর ভয়ঙ্কর প্রয়োজন। যদি পারে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ও আপনার এখানে আসছে। দরকার হলে সারাদিন রিসেপশন-রুমে বসে থাকবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা ওকে করতেই হবে।'

'কেন, সেকথা বলল?'

'তা বলেনি।…আমি একজনকে আপনার গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি। আর পল ড্রেক বলছিল আপনার সময় হলে একটু কথা বলতে চায়।'

'পলকে আসতে বল। আর বার্থা ম্যাকলেন এসে পৌঁছলেই

যেন খবর পাই। হেজেল ফেনউইকও ফোন করবে, যদি না ইতিমধ্যে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে থাকে। হয়ত অন্য নামে ফোন করবে। কোন রহস্যময়ী রমণীর ফোন পেলেই সে কি বলতে চায়, কি বৃত্তান্ত, সব টুকে নিও।

'পলকে এখনি আমার প্রাইভেট অফিসে আসতে বল। ঘণ্টা বাজালে তুমি এসে নোট নিও।'

ফোনটা নামিয়ে কাগজের অর্ধেক কলম পড়া না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। মেসন উঠে গিয়ে খুলে দিল। পল ড্রেক ঢুকল, মুখে ঠাট্টার হাসি।

ভাল করে পলকে পর্যবেক্ষণ করে মেসন বলল, 'মনে হচ্ছে কাল রাত্রে বেশ ভাল ঘুম হয়েছে!'

'তা বলতে পারো। মিনিট কুড়ির মতো।'

'কোথায় ঘুমোলে?' মেসন ডেলাকে ডাকার জন্য বোতাম টিপল।

'সকাল-বেলা, সেলুনে। তোমার বুদ্ধিগুলো দিনের বেলা খেলে না কেন? যত তাড়াহুড়োর কাজ সব কি মাঝরাতে?'

'উপায় নেই। খুনী যদি দিনের বেলায় গ্রেপ্তার হতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে আমি আর কি করতে পারি? কিছু খবর পেলে?'

'প্রচুর। কুড়িজন লোককে একসঙ্গে কাজে নামিয়ে দিয়েছি। আশাকরি তোমার মক্কেলের অবস্থা ভাল। পয়সা-কড়ি দিতে পারবে।'

'আপাততঃ কেমন কোনো মক্কেল নেই, তবে যাতে হয় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খবরগুলো বলে ফেল।'

'লম্বা গল্প। দুঃখের কাহিনী।'

'ঐ চেয়ারে বসে সব বলে ফেল দেখি।'

লম্বা শরীরটি চেয়ারে স্থাপন করে আড় হয়ে ঘুরে বসল পল, একটা হাতলে পিঠ, অন্য হাতলে হাঁটু। ডেলা ঘরে ঢুকে পলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নিজের জায়গায় বসে পড়ল।

'ভিক্টোরীয় যুগের হৃদয় নিয়ে প্রতারণার ঘটনার মতো ব্যাপার এটা।'

'তার মানে?'

সিগারেট ধরিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত নাড়ল পল। 'মনে মনে কল্পনা কর এক সম্পন্ন গ্রাম, লোকেরা চাষ আবাদ নিয়ে সুখে বাস করে—তবে দৃষ্টিভঙ্গী বড় সঙ্কীর্ণ।'

'তাতে কি বোঝাচ্ছে?'

'মানে ওরা ঐরকমই ছিল আর কি। সবাই সবার হাঁড়ির খবর রাখে। একটি মেয়ে নতুন পোশাক পরে বেরোলেই জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়ে যেত—পোশাকটা ও পেল কোথা থেকে?'

'আর যদি কেউ ফার কোট পরত?' জিগেস করল মেসন।

'সর্বনাশ! তাহলে তো তার চরিত্র নিয়ে টানাটানি।'

হাসল মেসন, 'বেশ, বলে যাও।'

'সেই গ্রামে সিলভিয়া বার্কলে বলে একটি মেয়ে থাকত। দেখতে সুন্দর, স্বভাব অতি সরল, সহজেই লোককে বিশ্বাস করে।'

'তার সম্বন্ধে এত বিশদ বিবরণের কারণ কি?'

'কারণ মেয়েটিকে আমার বড্ড মনে ধরেছে। ওর বর্ণনা আছে আমার কাছে, এমন কি ফোটোও।'

পকেট হাতড়ে একটা খাম বার করল পল ড্রেক। তার থেকে একটা ফোটো বার করে মেসনের হাতে দিয়ে বলল, 'ভোর চারটের মধ্যে এইটি যোগাড় করতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।'

'কোথায় পেলে ?'

'স্থানীয় খবরের কাগজ থেকে।'

'কাগজে ছবি বেরিয়েছিল নাকি ?'

'হ্যাঁ, বাড়ি থেকে পালিয়েছিল মেয়েটি।'

'কেউ ফুসলে নিয়ে যায় ?'

'জানা যায়নি। হঠাৎ মেয়েটি নিখোঁজ হয়ে যায়।'

'নিখোঁজ হওয়ার পিছনের ঘটনাটা আশাকরি তুমি জেনেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'বল তাহলে।'

'বলতে বলতে যদি বেশি কাব্য করে ফেলি কিংবা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি তাহলে কিছু মনে কোরো না। কাল সারা-রাত ঘুমোইনি তো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'একজন ভ্রাম্যমান সেলস্‌ম্যান ছিল। তার নাম পিটার ক্রনল্ড।'

'তার এক চোখ নেই ?'

'তখন দুটো চোখই ছিল। চোখটা যায় পরে।'

'গল্পের শুরু কোথায় ?'

'সিলভিয়ার বাবা মা থেকে আরম্ভ করতে হয়। তারা খুব নীতিবাগীশ ছিল। শহুরে সেলস্‌ম্যান মানেই অসৎ চরিত্র লোক। পিটার ক্রনল্ডের সঙ্গে সিলভিয়ার আলাপ হওয়া নিয়ে তুমুল কাণ্ড হয়।

'ওখানে একটা সিনেমা হল ছিল। তখনকার দিনে রেডিও ছিল না। সিনেমাও সবে সাবালক হয়েছে। ওদের ওখানে খুব বেশি যে সিনেমা আসত তাও নয়—'

'ওসব বাদ দাও। ক্রনল্ড ওকে বিয়ে করল শেষ অবধি ?'

'বাদ দিলে চলবে না। না, বিয়ে ও করেনি। কিন্তু আমার মতো করে বলতে দাও। আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই ক্রনল্ডের ওপর দারুণ খাপ্পা। সিলভিয়া কিন্তু একনিষ্ঠ। জেদী হলে মেয়েরা কি করে জানোই তো। সম্ভবত মনের সঙ্গোপনে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের ইচ্ছেও ছিল। সেই যুগে মেয়েরা সবে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, গুরুজনদের বাঁধা বুলির বন্ধন কাটিয়ে তারা ডানা মেলতে শুরু করেছে—এটা তখনকার কথা।'

পেরি মেসন প্রকাণ্ড একটা হাই তুলল।

পল ড্রেক বলল, 'নাঃ তুমি আমার রোমান্টিক মুডটাই নষ্ট করে দিলে। সবে ভাবতে শুরু করেছিলাম যে আমার যৌবন এখনো ফুরিয়ে যায়নি।'

'যত বস্তাপচা সেন্টিমেণ্টাল জিনিস। পল, ভুলে যেও না আমার হাতে একটা খুনের মামলা ঝুলছে। আমার চাই তথ্য। সত্যি ঘটনা। ঘটনাগুলো আপাতত বলো, পরে আমি জুরিদের কাছে বলার সময় যত ইচ্ছে রঙ চড়াব।'

ডেলার দিকে ফিরে পল বলল, 'আসলে ইনি হচ্ছেন নারকোলের মতো—বাইরেটা শক্ত, ভেতরে নরম।'

'তারপর কি হল?' মেসন তাড়া দিল।

'একদিন ক্রনল্ড সিলভিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। সিলভিয়া লিখেছে এখন বিয়ে আর না করলেই নয়।'

মেসনের মুখের ভাব বদলে গেল। হাল্কা হাসি ঠাট্টার বদলে সেখানে ফুটে উঠল উদ্বেগ আর সহানুভূতি।

'বলো কি?'

'হ্যাঁ।'

'তখন ব্রুনল্ড কি করল ?'

'ব্রুনল্ড চিঠিটা পেল ঠিকই।'

'তারপর কি পালাল ?'

'না, না। টেলিগ্রাম পাঠাতে ও ভরসা করল না। ছোট জায়গা, অপারেটর সবই জেনে ফেলবে। ও সোজা ট্রেনে উঠে সিলভিয়ার কাছে চলল। তখনই ভাগ্যদেবী আড়ালে হাসলেন। তখন ট্রেন-লাইন কেমন ছিল জানোই তো। আমার মনে আছে একবার ঐ জাতীয় ছোট লাইনে কোথায় গিয়েছিলাম। ওহ্, ওপরের বার্থ থেকে কে যেন আমাকে খই-ভাজার মতো ছিটকে ছিটকে গরম কড়াইয়ে—'

বাধা দিয়ে মেসন বলল, 'ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হল ?'

'আহতদের মধ্যে একজন ছিল ব্রুনল্ড। মাথায় চোট খেয়ে স্মৃতি লোপ পেল—একটা চোখ ফুটো হয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ওকে। দেখাশোনার জন্য একটি নার্স দেওয়া হল। হাসপাতালে গিয়ে রেকর্ড দেখলাম, সৌভাগ্যক্রমে সেই নার্সটির সঙ্গেও দেখা হল। তার ব্রুনল্ডের কথা ভালই মনে আছে দেখলাম। কারণ স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবার পর ব্রুনল্ডের অতীত জীবন সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে কিছু আভাস পেয়েছিল।

'সোজা সিলভিয়াকে ফোন করল ব্রুনল্ড। শুনল তার ফোনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পাগলের মতো হয়ে গেল ও। আবার অসুখে পড়ল। প্রলাপ বকতে লাগল। নার্সটি সম্ভবত কিছু শুনে থাকবে, তবে আমাকে আর কিছু বলল না।'

উদ্বিগ্ন হয়ে মেসন জিগেস করল, 'আর সিলভিয়ার কি হল?'

'সিলভিয়া বেচারী তো শহুরে শয়তানদের কথা অনেক শুনেছে।

কি করে নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করে। তাদের কাছ থেকে কেবল টাকা আদায় করে কেটে পড়ে—এই সব নিয়ে কম গল্প তাকে শোনানো হয়নি। ক্রনল্ড যখন এল না তখন সিলভিয়া তার একটাই কারণ আছে ধরে নিল। সামান্য যা কিছু টাকাকড়ি ছিল তাই নিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালাল। কি করে ও গেল কেউ দেখেনি। মাইল-তিনেক দূরে একটা স্টেশন ছিল। সম্ভবতঃ খুব ভোরের ট্রেনে পালিয়েছিল সিলভিয়া। শহরে পৌঁছল তারপর।'

'তুমি এ খবর পেলে কি করে।'

'বলতে ইচ্ছে করছে একেই বলে গোয়েন্দাগিরি! কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্য। পরে যখন সিলভিয়া বিয়ে করে এবং ছেলেটির দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সে পূর্ব ইতিহাস কিছু জানায়। সেই সব কাগজপত্র থেকে আমার খোঁজ করতে সুবিধে হয়েছে।'

'ও ব্যাসেটকে বিয়ে করে?'

'ঠিক ধরেছ। শহরে এসে সিলভিয়া লোরিং নামে ও স্টেনোগ্রাফারের কাজ নেয়। যতদিন সম্ভব হয় কাজ করে। বাচ্চার জন্মের পর আবার ঐ অফিসেই ফিরে যায়। ওখানেই অনেক বছর কাজ করে। ইতিমধ্যে ছেলে বড় হয়েছে, তার খরচও বাড়ছে। লেখাপড়া শেখাতে হবে। এই সময় হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে সিলভিয়ার পরিচয় হয়। হার্টলে ওদের অফিসের আইন-দপ্তরে একজন খদ্দের ছিল। হার্টলের উদ্দেশ্য কিছু মন্দ ছিল না। তবে সিলভিয়া ওকে ভালবাসত বলে আমার মনে হয় না। ক্রনল্ড ছাড়া আর কাউকেই ও ভালবাসেনি। তাছাড়া ক্রনল্ড ওকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার ফলে সমস্ত পুরুষ জাতটার উপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল ও।'

'ব্যাসেটকে দিয়ে ও ছেলেটাকে দত্তক নেওয়ায় ?'

'হ্যাঁ। ব্যাসেট ওকে আইনতঃ দত্তক না নেওয়া পর্যন্ত সিলভিয়া বিয়েতে রাজী হয়নি। ছেলেটি ব্যাসেটের পদবী গ্রহণ করল, কিন্তু সৎ বাবাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। সম্ভবতঃ তার কারণ ব্যাসেটের তার মার প্রতি দুর্ব্যবহার।'

'কেন, কি করত ব্যাসেট ?'

'চাকর-বাকরদের মুখ থেকে পাওয়া খবর, তবে সেগুলো সাধারণতঃ সত্যি হয়েই থাকে। ব্যাসেট লোকটা বহুদিন অবিবাহিত ছিল। তার সঙ্গে কারো পক্ষেই মানিয়ে চলা শক্ত ছিল। তার মতে স্ত্রী হবে বাড়িতে বিনা-মাইনের ঝি আর লোকের সামনে গয়নার মতো।'

'দত্তক ছেলে হওয়ার জন্য ব্যাসেটের সম্পত্তিতে ডিকের অংশ আছে, তাই না ?' জিগেস করল মেসন।

'এডিথ ব্রাইট তো সেই কথাই বলল। এডিথ ওদের বাড়ির সব কাজকর্ম দেখাশোনা করে। ওদের মতে খুনটা টাকার জন্য হয়নি—মাকে বাঁচাবার জন্য।'

'তার মানে ও ভাবছে ডিকই ব্যাসেটকে খুন করেছে ?'

'হ্যাঁ। সহজে অবশ্য মুখ খোলেনি। যাই হোক ও বলল সিলভিয়া বেচারীর অশেষ দুর্দশা গেছে। ছেলে তা ভালই জানত। হার্টলে মোটেই সুবিধের লোক ছিল না। এডিথের ধারণা ডিকই ওকে সাবাড় করেছে।'

ডেলা বলে উঠল, 'কিন্তু পল তোমার গল্পটা তো শেষ হল না। ক্রনস্তের কি হল ? ও কি সিলভিয়াকে খুঁজে পেয়েছে ?'

'পেল শেষ অবধি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পর্যন্ত ওকে

খুঁজছে। সিলভিয়া এমনভাবে আত্মগোপন করে ছিল যে ওকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হয়নি।'

মেসন ওয়েস্টকোটের বগলের ফাঁদে আঙুল ঢুকিয়ে উত্তেজিত-ভাবে পায়চারী করতে লাগল।

'ডিক কি ক্রনল্ডের পরিচয় জানত?' জিগেস করল মেসন।

ড্রেক কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি একজন গোয়েন্দা মাত্র। মানুষের মনের কথা পড়া কি আমার কাজ? তুমি যা আন্দাজ করছ আমিও তাই আন্দাজ করছি। সিলভিয়া বোধহয় ভেবেছিল কপালে যা ছিল তাই হয়েছে, কিন্তু ক্রনল্ড ওকে চলে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। সিলভিয়া এতদিন ব্যাসেটকে ছেড়ে যে যায়নি সম্ভবত তার কোনকারণ আছে। ব্যাসেট যে ধরনের লোক, সে হয়ত হুমকি দিয়েছিল যে তাহলে ডিকের দত্তক নেওয়াটা বাতিল করে দেবে এবং ডিকের কোনো পিতৃপরিচয় থাকবে না। কিম্বা হয়ত ব্যাসেট ডিভোর্স করতে অস্বীকার করছিল। ডিভোর্স না হলে তো সিলভিয়া ক্রনল্ডকে বিয়ে করতে পারবে না।'

মেসন পায়চারি করতে করতেই জিগেস করল, 'মিসেস ব্যাসেট এখন কোথায়?'

'গা ঢাকা দিয়ে কোনো হোটেলে আছেন।'

'দেখো যদি খুঁজে পাও। তেমন অসুবিধে তো হওয়া উচিত নয়। উনি নিশ্চয় কোনো ভাল হোটেলেই গেছেন। কাল মাঝ রাত্রের পরে একজন মহিলা একা একটা হোটেলে গেছেন—এরকম মহিলার সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে না। তোমার কাছে তো ওর ফোটোও আছে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে খুঁজতে লেগে যাও।'

'গল্পটা কোনো কাজে লাগবে?'

'লাগবে বলেই আমার ধারণা।'

বাইরের অফিসে ঘণ্টা বাজল। ডেলা উঠে গেল।

পল জিগেস করল, 'চোখগুলো ঠিক ছিল?'

'হ্যাঁ, কাজে লাগবে, তবে একটু দেরি হয়ে গেছে।'

'হার্টলে ব্যাসেটের মুঠোর মধ্যে কাঁচের চোখ শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাহলে এখন সিলভিয়া ব্যাসেটকে খুঁজে বার করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই?'

উঠে পড়ল পল।

'আপাতত এতেই হবে। তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত খবর বার করেছ—বাহাদুরী আছে তোমার।'

'খুব একটা কঠিন কিছু ছিল না। খবরের কাগজের লোকেরা বাড়ির লোকজনদের জেরা করে করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ক্রনল্ডকে খুঁজে পেতেও অসুবিধে হয়নি। ছেলেকে দত্তক দেবার সময় সিলভিয়া ছেলের জন্মসময় আর জন্মস্থান গোপন করেনি। ও হয়ত ভেবেছিলে গোপন করে লাভ নেই। ডাক্তারকে পেলাম, নার্সকেও। নার্সের মনে ছিল সিলভিয়ার সুটকেসে রঙিন ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল, তাতে নাম ছিল সিলভিয়া বার্কলে। এই নামের একজন মেয়ের বাড়ি থেকে পালাবার কথা সে কাগজে পড়েছিল।'

'ও তবু চুপ করে ছিল?'

'নার্সরা এরকম বহু কেস দেখে। কুড়ি বছর আগে আরো বেশি ছিল, এখন ততটা নয়।'

'বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি সিলভিয়া?'

'জানি না। এখনো সে খবরটা যোগাড় করতে পারিনি।'

'বাড়ির কেউ বেঁচে আছে?'

'আজ দুপুরের মধ্যে সেটা জানতে পারব আশা করছি। একটু ঘুরপথে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে, কারণ আমি ভাবলাম তুমি হয়তো লোক জানাজানি হোক এটা চাও না।'

'ভাল করেছ, পল।'

বাইরের অফিসের দরজা খুলে ভেতরে এল ডেলা। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে ও এগিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ড্রেক বলল, 'ঠিক আছে পেরি। দুপুরের মধ্যেই খবরটা যোগাড় করছি। আর আমাদের মক্কেল কোন্ হোটেলে উঠেছে সেটা জানতে পারলেই তোমাকে ফোন করব।'

দরজা খুলে প্রথমে মাথাটা বার করে পল এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সুট করে বেরিয়ে গেল। ক্লিক্ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

মেসন ডেলাকে জিগেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'ওদের সাহায্য করতেই হবে।'

'কাদের? ক্রনল্ড আর মিসেস ব্যাসেটকে?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো সত্য ঘটনা কি তাই তো জানি না।'

'খুনের কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ'

'বেচারী কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি। সব সময়েই ভাগ্য প্রতিকূল। আপনি এখন ওকে একটা সুযোগ দেবেন না?'

'দিতে পারি, যদি ও আমাকে সাহায্য করতে দেয়।'

ডেলা বাইরের অফিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ম্যাকলেনরা এসেছে।'

'হ্যারি আর ওর দিদি ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে বল ওদের।'

৮

মেসন গুডমর্নিং বলার আগেই বার্থা কথা বলতে আরম্ভ করে দিল।

'কাগজে পড়লাম। তাতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে কিচ্ছু ?'

'শুধু এতটুকু হবে—সম্পত্তি এখন চলে যাবে কোনো অছি বা রিসিভারের হাতে। যদি সিলভিয়া ব্যাসেট এই ভার পায়, তাহলে সে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। তবে যদি অন্য কেউ হয় তাহলে তোমাদের কপালে দুঃখ আছে। এখন তো টাকাটা মিটিয়েও দেওয়া যাবে না। তবে যদি উইল নিয়ে কোন বিরোধ হয়—'

মেসনের কথা শুনে বার্থার চোখ ক্রমেই গোল হচ্ছিল। এখন সে বাধা দিয়ে বলল, 'সেকি ? আপনি জানেন না ?'

মেসন ওর দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগেস করল, 'কেন, কি হয়েছে ?'

'হ্যারি, ওঁকে বলে দাও

হ্যারি বলল, 'আমি সব টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছি।'

'কি করেছ ?'

'টাকা দিয়ে দিয়েছি।'

'কাকে দিয়েছ?'

'হার্টলে ব্যাসেটকে।'

'কত টাকা?'

'পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছি—পুরো তিন হাজার নশো বেয়াল্লিশ ডলার তেষট্টি সেণ্ট।'

'রসিদ নিয়েছিলে?'

'রসিদের দরকার ছিল না। আমি যে জাল হ্যাণ্ডনোটগুলো রেখেছিলাম সেগুলো ফেরৎ নিয়ে নিয়েছি।'

'কখন টাকা দিতে গিয়েছিলে?'

'কাল রাত্রে।'

'ঠিক কটার সময়?'

'বলতে পারব না। এগারোটা আন্দাজ, কিংবা আর একটু পরে।'

মেসন ছেলেটির চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল, সে কিন্তু চোখ সরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

'সব ঠিক হয়ে গেছে। ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে দিই। চলে এসো দিদি, এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'দাঁড়াও', মেসন বাধা দিল। 'সোজা আমার চোখের দিকে তাকাও।'

ম্যাকলেন মেসনের দিকে তাকাল।

'তাকিয়ে থাকো। চোখ সরিও না। এবারে উত্তর দাও। আজ সকালে কাগজ পড়েছ?'

'হ্যাঁ। তাই তো এখানে এসেছি। ব্যাপারটায় আমাদের সুবিধে অসুবিধে কি হবে তাই জিগেস করতে।'

'হার্টলে ব্যাসেট খুন হবার কতক্ষণ আগে তুমি ওকে টাকা দিতে গিয়েছিলে ?'

'কি করে বলব ? ও কখন খুন হয়েছে আমি কি জানি নাকি ?'

'ধরো যদি রাত বারোটায় ও খুন হয়ে থাকে ?'

'তাহলে তার একটু আগে আমি টাকাটা দিয়েছি।...হয়তো কেউ টাকাটা ওর কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে।'

'নগদ টাকায় দিয়েছ ?'

'হ্যাঁ, নগদ টাকা।'

'টাকাটা পেলে কোথা থেকে ?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'জুয়ায় জিতেছ ?'

'আপনার তাতে কি ? কোথা থেকে পেয়েছি তাতে কি আসে যায় ?'

'অনেক কিছু আসে যায়। তুমি কি বুঝতে পারছ—যাক্‌গে সেকথা। আপাতত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও। হার্টলে ব্যাসেট তোমাকে জাল হ্যাণ্ডনোটগুলো ফেরত দিয়ে দেয় ?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ জাল হ্যাণ্ডনোটগুলোই ছিল তোমার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ—তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো কোন্‌খান থেকে ও বার করল ? না, না অন্যদিকে তাকিও না। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বল, হার্টলে কাগজগুলো কোথাথেকে বার করল ?'

'ডেস্কের ওপর তালাবন্ধ একটা নোট ফাইল থেকে।'

'ফাইলের চাবিটা কোথায় ছিল ?'

'ওর চাবির গোছায়—আর কোথায় !'

'একটা জিনিস বুঝে দেখ। যখন ব্যাসেটের মৃতদেহ পাওয়া যায় তখন ওর পকেটে পঁচিশ ডলারের মতো ছিল। ঘরে কোথাও বেশি টাকা ছিল না—পুলিস ভাল করে খুঁজে দেখেছে।'

হ্যারি বলল, 'হয়ত খুনীর উদ্দেশ্যই ছিল ডাকাতি।'

মেসন টেবিলে ছোট্ট ছোট্ট ঘুঁষি মেরে একটা লম্বা উত্তর দিল, 'শোনো হে ছোকরা, তুমি ব্যাসেটের অফিসে কাজ করেছ কাজেই কোথায় কি থাকে সব তোমার জানা। তোমার পক্ষে ব্যাসেটের ঘরে ঢোকা অসম্ভব নয়—তুমি টাকা ফেরত দিতে এসেছ এই অজুহাতে ঘরে ঢুকে তোমার পক্ষে ওকে খুন করে ওর চাবির রিং থেকে চাবি নিয়ে নোট ফাইল খুলে জাল হ্যাণ্ডবিলগুলো বার করে নেওয়া এমন কি অসম্ভব ? টাইপরাইটারে একটা চিঠি টাইপ করে ঢুকিয়ে দিতেও কোন অসুবিধে নেই। না, না, বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না—অন্য দিকে চোখ সরিও না। একমাত্র বাঁচোয়া তুমি যদি পুলিসকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝাতে পারো টাকাটা তুমি কোথা থেকে যোগাড় করেছিলে এবং খুনের সময় তোমার গতিবিধি কি ছিল।'

মার্থা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, হ্যারি ব্যাসেটকে খুন করেছে ? হ্যারি কেন এমন কাজ—'

'চুপ করুন,' ওর দিকে না তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল মেসন। 'আগে হ্যারির কি বক্তব্য আছে শোনা যাক।'

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেসনের দিকে পিছন ফিরে বলল, 'পাগল আর কি! আপনি জানেন খুনী কে, আমাকে শুধু ফাঁসাবার তাল করছেন।'

'এখানে এসো,' ধমক দিয়ে উঠল মেসন।

'কক্ষনো যাব না,' ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল হ্যারি। 'চেয়ারে বসে বসে আপনার জেরা শুনতে আমার বয়ে গেছে। অন্য মক্কেলের জন্য আমাকে ফাঁসাবার তাল করছেন, তা কি আমি জানি না।'

মেসনের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'হার্টলে ব্যাসেটকে যে টাকা শোধ করলে তা তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?'

'বলতে পারতাম, কিন্তু বলব না।'

'বলতে হবে।'

'না, হবে না।'

'আমি যদি ঠিকমতো প্রমাণ না দিতে পারি তাহলে পুলিস তোমায় গ্রেপ্তার করবে।'

'করুক গ্রেপ্তার।'

'এর গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছো না। টাকাটা দিয়ে তুমি হ্যাণ্ডনোটগুলো ফেরত নিয়েছিলে তার কোনো প্রমাণ না দেখাতে পারলে পুলিস ভাববে তুমি হ্যাণ্ডনোটগুলো বেআইনীভাবে হস্তগত করেছ।'

'চুলোয় যাক পুলিস।'

'পুলিসের কথা নয়, কথা হচ্ছে জুরিরা কি ভাববে। তুমি যে জোচ্চুরি করেছ তার প্রমাণ আছে। অপর পক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে তুমিই ব্যাসেটকে খুন করেছ কারণ ব্যাসেট তোমায় জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল।'

হ্যারি আবার বলল, 'পাগল নাকি?' কিন্তু সে পিছন ফিরেই দাঁড়িয়ে রইল।

মেসন হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর বার্থার দিকে তাকাল।

'আমি তোমায় জানিয়ে রাখলাম, এই আর কি।'

'পুলিস কি জালিয়াতির কথা জানে?'

'না, তবে জেনে যাবে।'

হ্যারি এতক্ষণে ফিরে দাঁড়াল।

'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না দিদি। ব্যাসেটকে কে খুন করেছে ও জানে। না জানলে ও একটি আস্ত বোকা বলতে হয়। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে ও একটা মোটা ফি বাগাবার তালে আছে। এর সঙ্গে আমাদের আর কোন দরকার নেই। যত বেশি কথা বলবে ততই ও আমাদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে।'

মেসন আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যারি, এসব কথা তুমি অনেকবার বলেছ। এটা মিথ্যে সেকথা তুমি জানো। তোমার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে তাহলে পুলিস তোমার বিষয়ে খবর পাবার আগেই উত্তর-গুলো তৈরি রাখো।'

'পুলিসের বিষয় আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি দয়া করে নিজের চরকায় তেল দিন।'

'ব্যাসেটকে তুমি নগদ টাকা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'টাকাটা নিয়ে ও কি করল?'

'ওর কোটে সব সময় যে মানি ব্যাগটা থাকে তার মধ্যে রেখে দিল। ওর স্ত্রীকে জিগেস করে দেখুন। সেও বলবে ঐ ব্যাগটা সবসময় ব্যাসেটের পকেটে থাকত।'

'পুলিস কিন্তু ওর মৃতদেহের পকেটে ব্যাগটা পায়নি, হ্যারি।'

'আমি কি করব? আমি যখন ছিলাম তখন তো ব্যাগেই টাকা রাখল।'

'তুমি কোন রসিদ নাওনি?'

'না।'

'ঘরে আর কেউ ছিল না?'

'না।'

'টাকাটা তুমি পেলে কোথা থেকে তাও বলবে না?'

'পারি, কিন্তু বলব না।'

'টাকাটা যে তোমার কাছে ছিল সেটা আর কেউ জানে?'

'আপনার তাতে কি দরকার?'

ফোন বাজল। ডেলা জানাল পল ড্রেক ফোন করছে। খবর আছে।

মেসান জিগেস করল, 'কি পল, খবর কি?'

পলের গলা শোনা গেল, 'আমি নিচু গলায় কথা বলছি যাতে ঘরের আর কেউ শুনতে না পায়। শোনো, পুলিস বহু তথ্য যোগাড় করে ফেলেছে। তোমার ঐ ক্রনল্ড বলে লোকটি মুখ খুলেছে। ওরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে টাইপরাইটারের চিঠিটা পরীক্ষা করিয়েছে।

'তুমি তো জানো টাইপ থেকে প্রায় হাতের লেখার মতই মানুষ সনাক্ত করা চলে। পুলিসের অপরাধবিদ্‌রা বলছে চিঠিটা ঐ টাইপরাইটারে লেখা হয়নি। সারা বাড়ি খুঁজে সেই টাইপ-রাইটারটাও পাওয়া গেছে মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে। রেমিংটন পোর্টেবল—ওতে উনি নিজের চিঠিপত্র টাইপ করেন।

'অক্ষরগুলো দেখে ওরা বলছে এ কোনো পেশাদার টাইপিস্টের টাইপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই আমি বলেছিলাম মিসেস

ব্যাসেট অনেকদিন টাইপিস্টের কাজ করেছিলেন ?'

মেসন চিন্তিতভাবে ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহিলা কোথায় আছেন খোঁজ পেলে ?'

'এখনো পাই নি। এই খবরটা আমার অফিসের একজনের কাছ থেকে পেলাম। সে খবরের কাগজের কারো কাছে শুনেছে। ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে দিই।'

'ভাল করেছ। এখন তোমার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিসেস ব্যাসেটকে খুজে বার করা।'

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে মেসন এবার হ্যারি ম্যাকলেনকে নিয়ে পড়ল।

'হ্যারি, তুমি বলেছিলে ব্যাসেটের খুব ঘনিষ্ঠ একজনের সঙ্গে তোমার চেনা আছে। সে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।'

'যাকগে সে কথা।'

মেসন বার্থাকে বলল, 'আমি একটা কাগজে আমার বাড়ির টেলিফোন নম্বর লিখে আপনাকে দিয়েছিলাম—কোথায় সেটা ?'

হ্যারি একটু এগিয়ে এসে ওর বোনকে সাবধান করতে গেল—'বোল না।' কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্থা বলে ফেলেছে, 'ওটা তো আমি হ্যারিকে দিয়েছি।'

হ্যারি হতাশ ভাবে বলল, 'একথাটা ওঁকে জানাবার কোন দরকার ছিল না।'

মেসন হ্যারিকে জিগেস করল, 'তুমি ওটা কি করলে, হ্যারি ?'

'পকেটে রেখেছিলাম খানিকক্ষণ।'

'তারপর ?'

'কি জানি। অত সব ছোটখাট জিনিস কি মনে থাকে নাকি ?

ফেলে দিয়েছিলাম বোধহয়। ঐ বুড়ো শকুনটাকে টাকা শোধ করে দেবার পর আপনার ফোন নম্বরটা রাখার আর কোনো দরকার ছিল না। ওটা কি যত্ন করে তুলে রাখা উচিল ছিল আমার ?'

'ঐ কাগজটা মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।'

এত অবাক হয়ে গেল হ্যারি যে মুখের ভাব গোপন করার সময় পেল না। 'হতেই পারে না।' বলেই তার চোখে চতুর দৃষ্টি ফিরে এল। 'তাতে হয়েছে কি ?'

ওর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেসন বলল, 'আমি যখন ও বাড়ি গিয়েছিলাম, মিসেস ব্যাসেট তখন তোমার হয়ে ওকালতি করতে এসেছিলেন।'

'তাই নাকি ?' নিস্পৃহভাবে বলল হ্যারি।

'তুমি কি জানতে ?'

'মোটেই না। আমি কি করে কারো মনের কথা জানব ?'

'মিসেস ব্যাসেট তোমাকে পছন্দ করেন ?'

'কি করে বলব ?'

'কাল হার্টলের কাছে যাবার আগে তুমি কি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?'

একটু থতমত খেল হ্যারি। 'কেন ?'

'বলে ফেল। পুলিস তো সব খবরই পাবে। চাকর বাকরেরা আছে—'

'আমি আপনাকে মিসেস ব্যাসেট সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। ওঁকে এর মধ্যে জড়াবেন না।'

'তুমি কখনো ওঁর ঘরে গেছ ?'

'হ্যাঁ, কাজে।'

'ওঁর ঘরে একটা টাইপরাইটার আছে?'

'আছে বোধহয়।'

'সেটা কি রেমিংটন পোর্টেব্‌ল?'

'বোধহয়।'

'কখনো ওটা ব্যবহার করেছ?'

'অনেক সময় মিসেস ব্যাসেটের চিঠি লেখার থাকলে উনি আমাকে ডিক্‌টেট্‌ করেছেন।'

'সেটা কি হার্টলের কথা অনুযায়ী?'

'তা জানি না।'

'ওটা তো তোমার কাজের অঙ্গ ছিল না, তাহলে তুমি মিসেস ব্যাসেটের চিঠি টাইপ করতে কেন?'

'কারণ উনি লোক ভালো। আর হার্টলে ওঁকে বড় যন্ত্রণা দিত।'

'সুতরাং ওঁর প্রতি তোমার সহানুভূতি ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওঁর চিঠিপত্র টাইপ করতে?'

'মাঝে মাঝে। ওঁর ডান হাতে বাতের ব্যথা আছে।'

'ব্যাসেটের ঘরে তুমি যখন গেলে তখন সেখানে একটা পোর্টেবল টাইপরাইটার দেখেছিলে কি?'

"হ্যাঁ। ওর নিজের টাইপরাইটারে ও মাঝে মাঝে নোট নিত। কখনো ডিক্টেশন দিত, কখনো নিজে টাইপ করত।'

'ও কি দু-আঙুলে টাইপ করত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি ভালভাবে টাইপ জান।'

'নিশ্চয়ই।'

হ্যারির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেসন বলল, 'তুমি কি জানো যে হার্টলের চিঠিটা ওর টাইপরাইটারে লেখা হয়নি? ওটা মিসেস ব্যাসেটের টাইপরাইটারে টাইপ করা, করেছে একজন পেশাদার টাইপিস্ট।'

হ্যারি বলল, 'চলে এসো দিদি, এখান থেকে আমরা কেটে পড়ি।'

বার্থা কি করবে বুঝতে না পেরে একবার মেসনের দিকে আর একবার ওর ভাইয়ের দিকে তাকাতে লাগল।

'হ্যারি, মিঃ মেসন আমাদের সাহায্যে করতে চেষ্টা করছেন—'

'বোকামো কোরো না। তুমি জোর করলে বলেই আমি এসেছিলাম। ওর মতলব আমাকে ফাঁদে ফেলা। তা আমি জানি।'

বার্থা মেসনকে বলল, 'হ্যারির এই ধারণার জন্য আমি দুঃখিত। দয়া করে মাপ করবেন।'

'মাপ করবেন!' হ্যারি গর্জন করে উঠল। 'বোকামির একটা মাত্রা আছে।' মেসনের ডেস্কের কাছে এগিয়ে এল হ্যারি। 'এতক্ষণ আমাকে অনেক জেরা করেছেন। এবারে আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কি ব্রুনল্ডের উকিল?'

'হ্যাঁ। তা বলা যায়।'

'মিসেস ব্যাসেটও কি আপনার মক্কেল?'

'উনি আমার মতামত নিয়েছেন।'

'আর ডিক ব্যাসেট?'

'ঠিক সরাসরি মক্কেল নয়।'

'মায়ের সূত্রে?'

'তা বোধহয়', তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেসন হ্যারির দিকে চেয়ে রইল।

বিজয়গর্বে বোনের দিকে ফিরল হ্যারি। 'দেখলে তো? তখনই বলেছিলাম। এখানে আসাই বোকামি হয়েছে।'

বার্থা বলল, 'মিঃ মেসন, আপনি কি—'

হ্যারি বোনের হাত চেপে ধরে বলল, 'তোমার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে তাহলে আমার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝোলাবার জন্য এখানে অপেক্ষা কোরো না।'

বার্থার মুখ দেখে মনে হল সে দোটানায় পড়েছে।

মেসন আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যারি, তুমি কিন্তু এখনো বলোনি টাকাটা কোথা থেকে পেলে। তোমার কাছে ঐ টাকাটা যে আছে সে কথা আর কেউ জানত কিনা, তাও তুমি বলোনি। ব্যাসেট যখন খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে সে কথাও চেপে যাচ্ছ। ওকে খুন করে হ্যাণ্ডনোটগুলো বার করে নিতে তোমার বাধা কি ছিল তাও কিন্তু তুমি বলছ না।'

দরজার কাছ থেকে হ্যারি বলল, 'আপনাদের আইনের নীতিগত দিকটা কিছু আমার জানা আছে। আপনার কাছে যা স্বীকার করেছি আপনি তা আর কাউকে বলতে পারেন না। আপনি যদি পুলিসকে বলেন আমি ব্যাসেটের বাড়ি গিয়েছিলাম তাহলে আপনার উকিলগিরি বন্ধ করিয়ে দেব। আর যদি মুখ বন্ধ করে থাকেন তাহলে পুলিস কোনোদিন জানতেও পারবে না।'

বার্থা বলল, 'কিন্তু মিসেস ব্যাসেট তো জানেন যে তুমি—'

বোনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হ্যারি।

মেসন বলল, 'টাকা জালিয়াতির ব্যাপারটা মিসেস ব্যাসেট জানেন, কোলমারও জানে। ভুলে যেও না যে পুলিস—'

'জাহান্নামে যাক—' হ্যারি বেরিয়ে গেল।

মেসন অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল, ডেস্কের ওপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে বাজাতে চিন্তা করতে লাগল। টেলিফোন তিনবার বাজার পর ও নড়েচড়ে বসল। ফোনে পেল ড্রেকের গলা। 'আমার লোকেরা মহিলাকে খুঁজে পেয়েছে পেরি। অ্যামব্যাসেডর হোটেলে সিলভিয়া নর্টন নাম নিয়ে উনি উঠেছেন। তিনজন পুলিস ডিটেকটিভ ওঁকে নজরে নজরে রেখেছে। কাল রাত্রেই ওরা ওঁকে অনুসরণ করে হোটেলে পৌঁছেছে। ওদের একজন লোক ফোনের সুইচবোর্ডেও আছে, যাতে ফোন শুনতে পায়।'

পেরি বলল, 'আমি যদি এখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে পুলিস তৎক্ষণাৎ ওঁকে গ্রেপ্তার করবে বলে মনে হয়।'

শুনে পলের খুব ফূর্তি হল। সে বলল, 'সে আর বলতে! পুলিসরা এখন কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে—খেলিয়ে তুলবে বলে। মহিলা যদি চুপচাপ বসে থাকেন তাহলে ওরা এমন একটা কিছু করবে যাতে উনি আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ওর ছেলে যে রেটে ফোন করে চলেছে, তাতে আজ রাত্রের মধ্যেই পুলিস ওকে ধরে ফেলবে মনে হয়।'

মেসন বলল, 'পুলিসের অজান্তে ওঁর সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে।'

'কোনো আশা নেই। পুলিসের পাহারা কি তুমিও জানো, আমিও জানি।'

'আগুন লাগলে পালাবার রাস্তাগুলো কোথায় লক্ষ্য করেছ?'

'আমি নিজে ওখানে যাইনি। অন্য লোক আছে। সে খবর পাঠাচ্ছে। তাকে খবর নিতে বলব ?'

'না। টুপিটা পরে নাও। লিফটের কাছে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমরা দুজনেই যাচ্ছি।'

আর্তনাদ করে উঠল পল। 'জানতাম তুমি আমাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছ।'

'জেলে যদি তোমাকে পুরি তাহলে বার করার ব্যবস্থাও আমিই করব। নাও, চটপট টুপিটা পরে নাও।'

জানলা পরিষ্কার করে যে সব ঝাড়ুদারেরা, তাদের সাদা ইউনিফর্ম পরে হাতে গোটাকতক কাঁচ সাফ করার রবারের প্যাড নিয়ে চলেছে পেরি মেসন। পিছন পিছন পল ড্রেক। তারও পরিধানে ঝাড়ুদারের সাদা পোশাক, দু হাতে দুটো বালতি।

'ছদ্মবেশগুলো ঠিক করার সময়ই তুমি নিশ্চয়ই সব ভেবে নিয়েছিলে ?' জিগেস করল পল।

'কি ভেবে নিয়েছিলাম ?'

'যে আমি তোমার সহকারী হব, বালতি বইবার জন্যে ?'

মেসন হাসল, কোন উত্তর দিল না। মালের লিফটে করে ওরা অ্যামব্যাসেডার হোটেলের ছ'তলায় উঠল। করিডরে চওড়া কাঁধ, চ্যাপটা জুতো, উদ্ধত চোয়াল একটা লোক ওদের খুব অপ্রসন্নভাবে নিরীক্ষণ করল।

মেসন আর পল তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল। বারান্দার শেষে আগুন লাগলে পালাবার জানলা। একটা পা গলিয়ে দিয়ে মেসন জিগেস করল, 'লোকটা দেখছে নাকি?'

পল ড্রেক বলল, 'তাকিয়ে আছে, তবে উদ্দেশ্যহীনভাবে। তুমি চটপট করো।'

'সে কথা আর বলতে হবে না—' জবাব দিল পেরি মেসন।

জানলার ওপরের কাঁচটা পরিষ্কার করল মেসন তারপর বলল, 'এইবার আসল কাজ।'

'ঘরটা খালি আছে?' জিগেস করল পল।

'সে বিষয়ে খুব নিশ্চিত নই। ঝুঁকি নিতেই হবে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিচের কাঁচে টোকা দিয়ে দেখো তো। ঐ লোকটা যেন দেখতে না পায় তুমি টোকা দিচ্ছ।'

শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে জানলার কাঁচটা পালিশ করল মেসন। ড্রেক বলল, 'দুবার টোকা দিলাম। কোনো উত্তর নেই।'

'বেশি না হাতড়ে ওটা খুলতে পারবে?'

'মনে হয় পারব। তালাটা দেখে নিই। ঠিক আছে, চলো এবার।'

ড্রেক পকেট থেকে এক গোছা চাবি বার করে তার থেকে একটা বেছে নিল। ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই ক্লিক করে শব্দ হল। দুজনে ঘরে ঢুকল।

'ডান দিকে এর পরেরটা তো?' জিগেস করল মেসন।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক জানো ঐ ঘরেই মহিলা আছেন?'

'একদম ঠিক।'

'না হলে আমরা ঝামেলায় পড়ব।'

'ধরা পড়লে ঝামেলা তো হবেই। আমাদের এখানে এইভাবে আসা কি করে ব্যাখ্যা করব?'

'যেতে দাও। বেল্টটা কোথায়?'

পল ড্রেক সেফটি বেল্টটা বার করে দিল। মেসন জানলার বাইরের দেওয়ালের হুকে বেল্টের একটা দিক আটকাল। ড্রেকের হাত ধরে জানলার কার্নিশে উঠল মেসন তারপর পাশের জানলাটার দিকে এগোল। তার পায়ের তলায় ছ'তলা সমান ফাঁকা জায়গা।

ড্রেক সাবধান করে বলল, 'সামলে।'

জানলার ওদিকের হুকে বেল্টের অন্য দিকটা গলিয়ে দিল মেসন।'

'এবার জলটা দাও।'

ড্রেক জলের বালতি এগিয়ে দিল। মেসন জানলা ধুতে আরম্ভ করল। একটু পরেই জানলায় টোকা দিল মেসন। ভেতরের জামা পরা এক মহিলা গায়ে কিমোনো চাপিয়ে মহা চটেমটে জানলার কাছে এলেন।

মেসন হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল জানলার কাঁচটা তুলতে।

সিলভিয়া ব্যাসেট জানলাটা খুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এর মানে কি? আমি যখন কাপড় ছাড়ছি তখনই তোমাদের জানলা পরিষ্কার করার দরকার পড়ল? আমি ম্যানেজারের কাছে নালিশ করব—'

'গলা নামান—'পেরি বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

গলা শুনে ভদ্রমহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আপনি!'

বালতিটা কার্নিশে রেখে পেরি বলল, 'শুনুন, সময় বড় কম। আমি কতকগুলো কথা জানতে চাই। আপনি কি জানতেন ব্রুনল্ড গ্রেপ্তার হয়েছে?'

'ক্রনল্ড?' ভুরু কোঁচকাল সিলভিয়া।

'হ্যাঁ, ক্রনল্ড।'

'সে আবার কে?'

'আপনি জানেন না সে কে?'

'না।'

'এখানে নাম ভাঁড়িয়ে এসেছেন কেন?'

'বিশ্রাম নিতে।'

বিছানার পাশে রাখা ব্যাগগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে মেশন বলল, 'ওগুলো আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'এগুলো কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে এনেছেন?'

'না।'

'তাহলে এল কি করে?'

'ডিক সকালে পৌঁছে দিয়েছে।'

'কি আছে ওতে?'

'জিনিসপত্র।'

'আপনি পালাচ্ছেন?'

'আমার স্নায়ু অত্যন্ত উত্তেজিত। কয়েকদিন বিশ্রাম চাই। এই সমস্ত ব্যাপারটা চুকে যাক।'

'কি বোকা আপনি! পালাবার ফন্দি এঁটেছিলেন?'

'কি ক্ষতি হবে পালালে?'

'ওরা তো তাই চাইছে। পলায়ন হল এক ধরনের স্বীকারোক্তি। আপনি যে অপরাধী তার প্রমাণ।'

'ওরা আমাকে ধরতে পারবে না।

'আপনি যাবার আগেই ধরে ফেলবে—টিকিট সমেত।'

'অত বোকা আমি নই। তাছাড়া আমি তো পালাচ্ছি না। আমি শুধু—'

'শুনুন, পুলিসের ডিটেকটিভরা চারদিক থেকে আপনার ওপর নজর রেখেছে। একজন আপনার ঘরের দরজা লক্ষ্য করছে, একজন আছে লবিতে, আর একজন লিফ্‌টগুলোর দিকে নজর রাখছে। ফোনের সুইচবোর্ডেও ওদের লোক আছে। আপনাকে এবং আপনার ছেলেকে অনুসরণ করা হচ্ছে—আপনার সমস্ত ফোন ওরা আড়ি পেতে শুনেছে।'

মিসেস ব্যাসেট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সেকি?'

'দয়া করে সব ঘটনাগুলো বলুন। আমি চলে আসার পর কি হল?'

'তেমন কিছু না। ওরা কিছু জিগেস করল - আমি পাগলামির ভান করলাম।'

'আপনি ওদের কি বললেন?'

'প্রথমে সত্যি কথাই বললাম। বললাম একটা কাজের কথা বলতে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাইরের অফিসে দেখি হেজেল ফেনউইক পড়ে আছে। তখন তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর হেজেল আমাকে বলল ভিতরের অফিস থেকে একজন লোককে সে ছুটে বেরোতে দেখেছে—তার একটা চোখ নেই।'

'আপনি মিঃ ব্যাসেটকে ডাকলেন না কেন, এ প্রশ্ন ওরা করেনি?'

'করেছিল। আমি বললাম, হেজেলের জ্ঞান ফেরাতে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে স্বামীর কথা মনে ছিল না।'

শুনে মেসন বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করল।

'কেন, ভুল বলেছি?'

'বলেছেন। যাকগে, তারপরে কি হল?'

'ওরা তারপর আজে বাজে প্রশ্ন শুরু করল। তখন আমি উল্টো-পাল্টা জবাব দিতে লাগলাম। মিথ্যে কথা বললাম।'

'কি মিথ্যে বললেন?'

'সব। প্রথমে বললাম আমার স্বামী তখন বাড়ি ছিলেন না। তারপর বললাম ছিলেন। ওরা জিগেস করল আমি নকল চোখ-ওয়ালা কাউকে চিনি কিনা, আমি বললাম আমার স্বামীর একটা চোখ কাঁচের। তারপর আমি পাগলের মত হাসতে আর চ্যাঁচাতে শুরু করলাম। ওরা ডাক্তার ডাকল। তাকে আমি কাছেই আসতে দিলাম না। ডিক তখন আমার নিজের ডাক্তারকে খবর দিল। তিনি আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।'

'তারপর?'

'ডিক পিছনের দিক দিয়ে আমাকে লুকিয়ে বার করে আনল। তখনও আমার ঘুমের ঘোর কাটেনি, কোনমতে ডিকের কাঁধে ভর দিয়ে এখানে পৌঁছলাম। সকালে ঘুম ভাঙতেই ডিককে ফোন করলাম। অন্য নামে। কিন্তু আপনি বলছেন পুলিস ফোন আড়ি পেতে শুনেছে—তবে তো সর্বনাশ।'

'ফোনে কিছু স্বীকার করে ফেলেননি তো?'

'স্বীকার করার তো কিছু ছিল না, শুধু পাগলামি বাদে।'

'পাগলামি সম্পর্কে ফোনে কিছু বলেছিলেন?'

'ডিক জিগেস করল আমি পুলিসকে কিছু বলেছি কিনা। আমি বললাম: না, পাগলের ভান করে খুব ঠকিয়েছি ওদের।'

'আর কিছু ?'

'আজ সারাদিনে ওর সঙ্গে দু-তিনবার কথা বলেছি।'

'আর কিছু বলেছেন ?'

'অনেক কথাই বলেছি, তবে স্বীকারোক্তির মতো কিছু নয়।'

'ডিক সেরকম কিছু বলেছে ?'

'ও বলল আমার স্বামী মারা গেছেন বলে ও খুশি হয়েছে। ডিক ওঁকে একেবারে দেখতে পারত না।'

'শুনুন, পরের বার পুলিস যখন আপনাকে জেরা শুরু করবে তখন ওদের আটকাতে পারবেন না। সুতরাং উত্তরগুলো ঠিক করে রাখুন। রিভলভারটার ব্যাপারে কি বলবেন ?'

'সত্যি কথাই বলব। বলব আমিই ওটা ডিককে দিই, আমাকে বাঁচাবার জন্য।'

'ঐ রিভলভারটা দিয়েই কি হত্যা সংঘটিত হয় ?'

'জানি না।'

'ক্রনল্ডের সম্পর্কে কি মনে হয় ?'

'ক্রনল্ড বলে কাউকে আমি চিনি না।'

'চেনা তো উচিত। সে আপনার ছেলের বাবা।'

টেবিলের কোণা ধরে নিজেকে সামলালেন মিসেস ব্যাসেট। 'কি বললেন ?'

মেসন বলল, 'আমার নিজস্ব ডিটেকটিভরা খবরগুলো যোগাড় করেছে। পুলিসের পক্ষেও এখবর জানা অসম্ভব নয়—যদি না ক্রনল্ড ইতিমধ্যেই ওদের বলে দিয়ে থাকে। ক্রনল্ড এখন পুলিসের হেফাজতে।'

'ডিকও জানে না।'

'সন্দেহ করে?'

'মনে হয় না।'

'ব্রুনল্ড কাল রাত্রে আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল?'

'না।'

'সত্যি কথা বলুন।'

'হ্যাঁ।'

'কখন গেল?'

'পুলিসকে কি সেকথা বলতে হবে?'

'সেকথা এখন বলা যাচ্ছে না।'

'হেজেলকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পাবার একটু আগেই তো ও চলে গিয়েছিল।'

'আপনি ঐ বাইরের অফিসে কি করছিলেন?'

'হেজেলের সঙ্গে হার্টলের কি কথা হল জানতে গিয়েছিলাম। হেজেল যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল। তাই ভাবছিলাম কি হল।'

'তখন ব্রুনল্ড আপনার কাছে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ও কি সমস্তক্ষণই আপনার সঙ্গে ছিল?'

'না, সমস্তক্ষণ নয়। আমি একবার শোবার ঘরে যাই, তখন ও বসার ঘরে ছিল। কোনো কারণে ও বোধহয় বারান্দায় বেরিয়েছিল, কারণ ফিরে এসে আমি ওকে দেখতে পেলাম না। একটু পরেই ও এল।'

'হেজেল ফেনউইক যে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তা আপনি জানতেন?'

'হ্যাঁ, আমিই ওকে যেতে বলি।'

'আপনার স্বামীর মুঠোর মধ্যে যে চোখটা ছিল সেটা কি ক্রুনস্তের?'

'মনে হয়।'

'হেজেল ফেনউইককে আপনি কতদিন চেনেন?'

'বেশি দিন নয়।'

'মেয়েটি খুব সুবিধের নয়—তাই না?'

'তা বলতে পারব না।'

'অর্থাৎ আপনি বলবেন না। ডিকের সঙ্গে ওর বিয়েটার মধ্যে কোনো কারচুপি আছে?'

'জানি না। সেদিনই এ বাড়িতে ওর প্রথম আসা। হার্টলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ডিক। সেজন্য হার্টলে ওকে নিজের ইচ্ছে-মতো বিয়ে দিতে চেয়েছিল। জানতাম এই বিয়ে নিয়ে খুব ঝামেলা হবে। তাই হেজেলকে বলেছিলাম হার্টলের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলতে।'

'ডিকের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা বাড়ির আর কে জানত?'

'কেউ না। ড্রাইভার ওভারটন ওকে স্টেশন থেকে বাড়ি এনেছিল। ও জানত হেজেল আমার বন্ধু। এডিথ ব্রাইট হয়ত সন্দেহ করে থাকতে পারে। এই কজনই ওকে দেখেছিল।'

'কাল রাত্রে হ্যারি ম্যাকলেনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'আপনাকে নিয়ে মুশকিল কি জানেন? মাঝে মাঝেই আপনি মিথ্যে কথা বলেন। উকিলের কাছে কখনো মিথ্যে বলা উচিত না।

পরে মুশকিল হতে পারে। কাল রাত্রে হ্যারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা বলুন?'

'না।' উদ্ধতভাবে জবাব হল।

'ও বাড়িতে এসেছিল সে খবর রাখেন?'

'হার্টলের সঙ্গে দেখা করতে পারে।'

'হেজেল ফেনউইক যখন যায় তখন হার্টলের অফিসে আর একজন ছিল। কে সে?'

'এটাই আমি বুঝতে পারছি না। হেজেল দেখা করতে যাবে বলে আমি দরজার দিকে নজর রেখেছিলাম। শেষ মক্কেল চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপর হেজেলকে বললাম রাস্তা খালি, এবার চলে যাও। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে ঢোকার দরজা অবধি গেলাম। অফিসে কেউ থাকলে সম্ভবত পিছনের দরজা দিয়ে এসেছে।'

'হ্যারি কি পিছনের দরজার কথা জানত?'

'হ্যাঁ।'

'পিটার ক্রনল্ড জানত?'

একটু ইতস্তত করে মিসেস ব্যাসেট বললেন, 'হ্যাঁ ও জানত। অনেক সময় ও আমার কাছে আসার জন্য ঐ দরজাটা ব্যবহার করত। দুটো পিছনের দরজা পাশাপাশি। এখন আপনি বলতে পারবেন না যে আমি মিথ্যে কথা বলছি।'

মেসন গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বলল, 'আমি কিছুই বলছি না। আমি শুধু ভাবছি। খুনের দিন রাত্রে যতক্ষণ ক্রনল্ড ও বাড়িতে ছিল সমস্তক্ষণই কি আপনার সঙ্গে ছিল?'

'সব সময় না।'

'কোথায় ছিল ?'

'ওর ধারণা হয়েছিল ওভারটন আমাদের দিকে গোপনে নজর রাখছে। তাই ও দেখতে গিয়েছিল।'

'ওভারটনকে পেয়েছিল ?'

'না। ও বলল, সারা বাড়ি ঘুরে দেখেছে।'

'এটা কখন হয় ?'

'হেজেলকে নিয়ে আমি হার্টলের অফিসে যাবার ঠিক আগে।'

মেসন বলল, 'দেখুন, আপনি নিজেকে বাঁচাতে চান, না ক্রুনল্ডকে ?'

'আমি নিজের জীবন দিয়েও পিটকে বাঁচাতে চাই।'

'তবে মনে রাখবেন এই ঘটনার সঙ্গে আপনিও জড়িত। যতক্ষণ না আপনার অবস্থা নিরাপদ হচ্ছে ততক্ষণ আপনি অন্য কাউকে বাঁচাতে পারবেন না। সেইজন্য ঠিক কি ঘটেছিল সেটা আপনার এবং আমার দুজনেরই জানা দরকার। যদি ক্রুনল্ড দোষী হয় তাহলে আমি তার পক্ষ নিয়ে লড়ব না, আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা। খুন যখন হয় সেই সময় ক্রুনল্ড বাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আপনি বলছেন ও ওভারটনকে খুঁজছিল। সেই সময় আপনার স্বামীর সঙ্গে ওর দেখা হয়েও থাকতে পারে—'

পল ড্রেক বলে উঠল, 'পেরি, সাবধান। নিচের দিকে তাকাও।'

মেসন আবার জানলার কাঁচ পরিষ্কার করতে শুরু করল। ঐ অবস্থায় ডান বগলের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল নিচের তলার জানলায় সার্জেণ্ট হলকোম্বের মুখ।

মেসন বলল, 'পুলিসকে বলবেন আপনি এখানে এসেছিলেন

বিশ্রাম নিতে—এখন আপনি ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। যদি আপনি স্বামীকে খুন না করে থাকেন এবং ক্রনল্ডকে বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। যদি আপনি যথেষ্ট কারণ ছাড়াই খুন করে থাকেন, তাহলে অন্য উকিলের শরণাপন্ন হোন। যদি খুন করে থাকেন এবং আমার কাছে মিথ্যে বলে থাকেন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আর তা যদি না হয় তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আছি, পৃথিবী রসাতলে গেলেও।'

'আমি নির্দোষ—আমার কোন দোষ নেই—'

নিচের তলা থেকে সার্জেণ্ট হেঁকে উঠল, 'এই যে! ওখানে তোমাকে জানলা সাফ করতে কে হুকুম দিল?'

মেসন মিনমিন করে কি বলল, শোনা গেল না।

হলকোম্ব চেঁচিয়ে বলল, 'ঘুরে তাকাও দেখি, তোমার মুখটা দেখতে চাই।'

মেসন ইচ্ছে করেই ফিরতে গিয়ে বালতিতে এক লাথি মারল। সার্জেণ্ট মাথাটা ঢোকাবার আগেই জল ওর চোখে মুখে ছিটকে পড়ল। তৎক্ষণে মেসন ড্রেকের হাত ধরে পাশের কার্নিশ হয়ে একেবারে ঘরে মধ্যে।

পল বলল, 'এবারে আমরা ফায়ার এসকেপের পথে দোতলায় চলে যেতে পারি।'

'যদি না ওরা দোতলায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।'

ওরা বারান্দায় বেরিয়ে এল, বাঁ দিকে বেঁকে ফায়ার এসকেপের জানলার দিকে চলল। বারান্দায় সেই চওড়া কাঁধ ডিটেকটিভ তখনো মিসেস ব্যাসেটের দরজার দিকে লক্ষ্য করছে। ওদের

দুজনকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল সে। তারপর কি ভেবে থমকে গেল।

মেসন বেশ চেঁচিয়ে বলল, 'পল, বালতির জল ফেলে দাও। নিচের তলার কল থেকে আবার ভরে নিলেই হবে। এই ফায়ার এসকেপের রেলিংগুলো এবার মুছতে হবে।'

দুজনে মিলে ফায়ার এসকেপ দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল। দোতলায় পৌঁছতেই একটা চিৎকার কানে এল। সার্জেণ্ট হলকোম্ব প্রাণপণে হাত নাড়ছে ফায়ার এসকেপের মুখে।

মেসন বলল, 'অন্য পথে চলো।'

ওরা জানলা দিয়ে দোতলার বারান্দায় পড়েই ছুটতে শুরু করল। সিঁড়ির মুখে এসে মেসন ঝাড়ুদারের সাদা ইউনিফর্ম খুলে ফেলল। স্যুটের ওপরই ঐ পোশাকটা পরা ছিল। পল ড্রেকের একটা বোতাম আটকে গিয়ে জামা খুলতে দেরি হচ্ছিল। মেসন এক হ্যাঁচকায় বোতাম ছিঁড়ে ফেলে দিল।

মেসন বলল, 'এখন আমাদের একমাত্র উপায় ওপরে উঠে যাওয়া।'

সাদা পোশাকের বাণ্ডিল বগলদাবা করে ওরা সোজা গিয়ে লিফ্‌টের বোতাম টিপল।

ওরা লিফ্‌টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের লিফ্‌ট ছ'তলা থেকে এসে থামল। তার থেকে বেরিয়ে এল সার্জেণ্ট হলকোম্ব। নেমেই দোতলার বারান্দা দিয়ে ছুটতে লাগল।

'কোন্ তলা?' লিফটের চালক জিগেস করল।

'সবচেয়ে ওপরের তলা। ছাদে বাগান আছে না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বাঃ, আমরা ওখানে গিয়ে খানিকক্ষণ বসব।'

ছাদে গিয়ে মেসন কাপড়ের বাণ্ডিলটা একটা গাছের পিছনে রেখে জিগেস করল, 'তোমার কাছে চাবিটা আছে তো, পল?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে তৈরি থাকো।' এই বলে মেসন ঘরের দিকে এগোল। একটা মাঝখানের ঘর বেছে দরজায় টোকা দিল, কেউ কোনো উত্তর দিল না। পলের দিকে ইশারা করতেই পল চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল। দরজা খুলে গেল। মেসন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল একটা। তারপর হাসিমুখে পলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাক, এখনো আমরা জেলের বাইরেই আছি।'

ড্রেক বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখান থেকে বেরোব কি করে?'

মেসন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ। তৃপ্তির হাসিতে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত।

'ওরা ভাবছে আমরা বারান্দায়। আধ ঘণ্টা খানেক খোঁজাখুঁজির পর ওরা ধরে নেবে আমরা মালের লিফ্‌টে করে নেমে গেছি। ইতিমধ্যে—'

'ইতিমধ্যে কি?' জিগেস করল ড্রেক।

'কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি', সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভাল মেসন। 'আমাকে সকাল ছটায় ডেকে দিও।' বলে চোখ বুজল।

হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পল। তারপর সোফায় লম্বা হয়ে বলল, 'আমাকে একটা বালিস দাও তো! কাল রাত্তিরে আমার একেবারেই ঘুম হয়নি।'

১০

ডেলা যে সব কাগজগুলো সামনে ধরেছিল সবগুলোতে সই করা শেষ করে বোতাম টিপল মেসন। একজন সহকারী ঢুকতে তার হাতে কাগজগুলো দিয়ে মেসন বলল, 'এই হচ্ছে পিটার ক্রুনল্ডের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের দরখাস্ত। চটপট কর।'

সহকারীটি জিগেস করল, 'আপনি কি ক্রুনল্ডকে ছাড়াতে চান?'

'ওরা ছাড়বে না। কিন্তু আমি চাই ওরা ক্রুনল্ডের বিরুদ্ধে কোন একটা অভিযোগ আনুক। সম্ভবত ওরা এখনি ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনতে চায় না। কিন্তু এটা ছাড়া আর কোনো অভিযোগ হতে পারে না। আমি চাইছি ওদের দিয়ে যা করার তাড়াতাড়ি করাতে।'

সহকারীটি কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেসন ডেলাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পল ড্রেককে এখানে আসতে বলেছ?'

'হ্যাঁ সোজা আপনার নিজস্ব অফিসে চলে আসতে বলেছি। এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল। ঐ যে এসে গেছে।'

দরজার ঘষা-কাঁচে ছায়া পড়ল, ডেলা দ্রুতপায়ে এগিয়ে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে হাসল পল ড্রেক।

মস্ত চামড়ার চেয়ারটাতে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে জিগেস করল পল, 'এবারে কি?'

'হেজেল ফেনউইক।'

'তার বিষয়ে কি চাই?'

'মেয়েটির কি হল সে বিষয়ে আমার তিনটে ধারণা আছে। এক—হত্যাকারী তাকে গুম করেছে; দুই—তার কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে; তিন—সে পালিয়েছে।

'খুনী ওকে চেনে না, মানে ভাল করে দেখতেও পায়নি। দুর্ঘটনা হলে পুলিসের কাছে খবর পৌঁছে যেত। সেইজন্য আমার তৃতীয় অনুমানই ঠিক মনে হয়—অর্থাৎ ও পালিয়েছে।'

পল চিন্তিতভাবে বলল, 'যদি খুনের রাত্রে ও যা দেখেছে বলছে তা সত্যি হয়, তাহলেই তোমার অনুমান ঠিক হতে পারে। কিম্বা ও এমন কিছু জানে যেটা ডিকের পক্ষে বিপদ্‌জনক—তার জন্যেও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে।'

মেসন বলল, 'ব্যাসেটের অফিস ঘরের দরজায় একটা বরফি আকারের কাঁচ আছে। হেজেল সোফা থেকে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে দরজাটার কাঁচে হাত রেখে নিজেকে সামলে নেয়। সুতরাং ঐ কাঁচে ওর দশ আঙুলের ছাপ বেশ ভালভাবেই পাওয়া যাবে।

'মেয়েটা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে। ও পালাল কেন? নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণ আছে। হয় ও কাউকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে, নয়তো খুনের রাত্রে নিজে এমন কোনো ব্যাপারে জড়িত ছিল যা ও প্রকাশ করতে চায় না। কিম্বা এমনও হতে পারে যে মেয়েটির অতীত রহস্যাবৃত। সেটা পুলিসের কাছে জানাতে ও নারাজ। এমনও তো হতে পারে যে ও ব্যাসেটের ঘরে ঢুকে দেখেছে ও মৃত। তখন মৃতদেহের পকেট থেকে টাকার তাড়া সরিয়ে নিজেই নিজের মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান হবার ভান করে পড়ে ছিল।

'ডিক ব্যাসেটকে ও খুন করতে দেখেছে এমনও হতে পারে, সাক্ষী দেবার ভয়ে পালিয়েছে। ওর নিজের হয়ত পূর্ব অপরাধের ইতিহাস আছে। যাইহোক, আমি সবদিকে খোঁজ নিয়ে দেখতে চাই। চট করে ব্যাসেটের বাড়ি চলে যাও, আঙুলের ছাপের ছবি নাও, দেখো যদি সনাক্ত করা সম্ভব হয়।'

পল জিগেস করল, 'তাছাড়া আর কিছু করতে হবে?'

'এখনি নয়। আপাতত হেজেল ফেনউইক সম্পর্কে খোঁজখবর নাও।'

দরজার হাতল ঘোরাতে গিয়ে ড্রেক থামল, 'আচ্ছা পেরি, এমনও তো হতে পারে যে পুলিসের অনুমানই ঠিক; মানে তুমি ঐ মেয়েটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ!'

মেসন মুচকি হেসে বলল, 'আমার টেবিলের তলাটা খুঁজে দেখতে পার।'

পল ড্রেক একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'তুমি যদি আমাকে অনর্থক হয়রানি করাও তাহলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি।'

পল চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে ড্রেক ডেলার দিকে ফিরল। 'কি করে নকল চোখ বসাতে আর খুলতে হয় এ বিষয়ে খোঁজ নাও।'

ডেলা শর্টহ্যাণ্ডে নির্দেশটা টুকে নিয়ে বলল, 'আর রিভলভারে যে আপনার আঙুলের ছাপ ছিল—তার কি হবে?'

মেসন হাসল, 'পুলিসরা ওটা ধরতেই পারেনি। বাড়িসুদ্ধ অন্য সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছে—আমার ছাড়া।'

'আচ্ছা ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি হ্যামিলটন বার্গার কি খুব ধুরন্ধর লোক?'

'এখনো জানি না। উনি এই অফিসে আসার পর এই প্রথম খুনের মামলা হচ্ছে।'

'আপনি কি ওঁকে চেনেন?'

'আলাপ হয়েছে মাত্র।'

'উনি যদি মনে করেন হেজেল ফেনউইককে কোর্টের আওতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আপনি দায়ী তাহলে কি উনি আপনার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন?'

'হয়তো পারেন।'

'তাহলে আপনি কি করবেন?'

'সত্যি কথা বলব, আর কি। তাতে অবশ্য বেশি কিছু হবে না।'

'তার মানে?'

'আমি যদি কোন জুরিকে বলি যে খুনের প্রধান সাক্ষীকে আমি পুলিসের কাছ থেকে সরিয়ে আমার অফিসে নিয়ে গেছি তার কাছ থেকে বিবৃতি নেব বলে এবং তার ঠিক পরেই যদি বলি সাক্ষী বেপাত্তা, সে কোথায় গেছে আমি জানি না, তাহলে ব্যাপারটা কেমন শোনায়? যারা খবরের কাগজে এটা পড়বে তারা ভাববে আমি মিথ্যে কথা বলছি এবং আমার মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য আমি সাক্ষীকে গায়েব করে দিয়েছি।'

বাইরের দরজায় সাঙ্কেতিক-ঘন্টি পড়ল। তার মানে জরুরী টেলিফোন আছে—ডেলাকে ধরতে হবে। পেরি ইঙ্গিত করতেই ডেলা রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো।' উত্তর শুনেই তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে এল। ফোনে হাত চেপে ও জানাল, 'হ্যামিল্টন বার্গার, ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি, অফিসে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'একা আছে নাকি ?' জিগেস করল মেসন।

ডেলা ফোনে জিগেস করে উত্তরে জানাল যে উনি একাই আছেন।

'নিয়ে এসো। তুমি এখানে থেকো। ওর প্রত্যেকটি কথা নোট করে নেবে। ও হয়ত ইচ্ছে করে আমার কথার ভুল উদ্ধৃতি দেবে না, তবু সাবধানের মার নেই।'

একটু পরে ডেলা হ্যামিল্টন বার্গারকে নিয়ে ঢুকল। চওড়া কাঁধ, ঘাড়ে গর্দানে চেহারা, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ—বার্গার ঘরে ঢুকে হাসিখুশি গলায় বললেন, 'গুডমর্নিং মেসন।'

মেসন চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল। তারপর বলল, 'দেখা করতে আসাটা কি সামাজিকতা না কাজের সুবাদে ?'

'সামাজিকতার খাতিরে,' বললেন বার্গার।

মেসনের এগিয়ে ধরা সিগারেট কেস থেকে একটা তুলে নিলেন বার্গার, তারপর ডেলার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ডেলা ততক্ষণে ডেস্কের অন্যদিকে বসে নোট নেবার জন্য তৈরি।

বার্গার বললেন, 'আমার কথাগুলো লিখে নেবার দরকার নেই।'

মেসন বলল, 'আমি কি কি বলিনি তার একটা লিখিত রেকর্ড দরকার। তার জন্যে সবচেয়ে ভাল উপায় হল আমি কি বলেছি সেটা লিখে রাখো।'

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি ভাল করে মেসনের দিকে তাকালেন। 'দেখুন মেসন, আমি আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।'

'শুনে আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না।'

'আমি শুনলাম নানারকম ফন্দি-ফিকির করার অভ্যেস আছে আপনার।'

মেসন চটে উঠে বলল, 'আপনি কি আমার সুনাম-দুর্নাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখানে এসেছেন?'

'তা একরকম বলতে পারেন।'

'বেশ তাহলে আলোচনা করুন, কিন্তু একটু সাবধানে।'

'শুনেছি আপনি মহা ধূর্ত। আমি দেখছিও তাই, তবে আপনার ফন্দি-ফিকিরগুলো অন্যায় বলা যাচ্ছে না।'

'শুনে সুখী হলাম। আপনার আগে যিনি এই পদে ছিলেন, তিনি কিন্তু সেরকম মনে করতেন না।'

'আমি মনে করি আসল ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্য একজন অ্যাটর্নি যে-কোন ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করতে পারে। আপনার কর্মপদ্ধতি দেখে আমার মনে হয়েছে সাক্ষীদের মাথা গুলিয়ে দেবার চেয়ে আপনি চান তাদের মাথা থেকে কতকগুলো ছেঁদো ধারণা দূর করে দিতে—যাতে সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসে।'

মেসন ওকে সেলাম করে বলল, 'আপনাকে এখনি ধন্যবাদ দেব না, কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যেটা প্রশংসা দিয়ে শুরু সেটা অনেক সময় চাঁটিতে গিয়ে শেষ হয়।'

'আমি চাঁটি মারতে আসিনি। আমি কেবল আমার দৃষ্টিভঙ্গীটা বোঝাতে চাই।'

'তা যদি হয় তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী আমি ভালোই বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে আমার বক্তব্যের প্রতি আপনার সমর্থন থাকবে আশা করি।'

'আগে আপনার বক্তব্যটা শুনি।'

'দেখুন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিদের বদ অভ্যেস, অপরাধীকে অভিযুক্ত

করা। পুলিসের কাজ একটা মামলা তৈরি করে সেটা ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির হাতে তুলে দেওয়া। তারপর তিনি অভিযোগ আনবেন কিনা সেটা তাঁর উপর নির্ভর করে। মামলাগুলো থেকে কত অংশ অভিযুক্ত হল তার ওপর ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির সুনাম নির্ভর করে।'

'বলে যান। আমি শুনছি।'

'আমি একজন বিবেকবান লোক। নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার কোন বাসনা আমার নেই। আপনার কাজ দেখে আমি চমৎকৃত। তবে এই সম্পর্কে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার সঙ্গে আপনি হয়ত একমত নাও হতে পারেন।'

'সিদ্ধান্তটা কি ?' জিগেস করল মেসন।

'আপনি যত না ভালো উকিল তার চেয়ে ভাল গোয়েন্দা। এতে করে আপনার আইন জ্ঞানের ওপর কটাক্ষ করছি ভাববেন না। আপনার আদালতের কায়দাগুলিও দক্ষ, সাধারণতঃ আপনি আগে মামলাটার সমাধানে পৌঁছে গিয়ে তারপর তাকে সাজান। আপনি চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে উল্টোপাল্টা কৌশল করলে আমি সেটা সমর্থন করি না, তবে যদি সেই কৌশলে রহস্যের সমাধান হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। তবে আমার তো হাত-পা বাঁধা। আপনার মতো উদ্ভট কায়দা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হলে ভাল হত; বিশেষ করে যখন দেখি সাক্ষী মিথ্যে কথা বলছে।'

মেসন বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বললেন। আগেকার কোন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি সেটা করেননি। কাজেই আমিও আপনার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলব। সেটা আমি সচরাচর বলি না। আমার মক্কেলকে আমি কখনোই জিগেস করি না সে

দোষী কি নির্দোষ। তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি মামলা করি। দোষী নির্দোষ যাই হোক, আদালতে নিজের কথা শোনাবার অধিকার তার আছে। তবে যদি দেখি সে সত্যি খুনী এবং তার আইনগত বা নীতিগত কোন সমর্থন নেই, তাহলে আমি তাকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করি।'

বার্গার সায় দিয়ে বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'তবে একটা কথা। আমি যদি দেখি খুন করাটা আইনগত বা নীতিগত কারণে সমর্থনযোগ্য তাহলে আমি তাকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করব।'

বার্গার বলল, 'আমি অবশ্য এতে একমত নই। কারণ আইনই সবার ওপরে। যাই হোক, আপনার প্রতি আমার কোন বিরাগ নেই, বরং বন্ধুভাব আছে। সেইজন্যই অনুরোধ করছি আপনি, হেজেল ফেনউইককে বার করে দিন।'

'ও কোথায় আমি জানি না।'

'হতে পারে। তবু আপনি ওকে বার করে দিতে পারেন।'

'আমি বলছি ও কোথায় আমি জানি না।'

'আপনি ওকে কোথায় পাঠালেন?'

'আমার অফিসে।'

'কাজটা কিন্তু সন্দেহজনক।'

'আপনি যদি ঘটনাস্থলে থাকতেন তাহলে আপনিও ওকে নিজের অফিসে চালান করে দিতেন। যাতে ওর বিবৃতিটা আগে নিতে পারেন।'

'আমি জনসাধারণের কাজ করার জন্য নিযুক্ত অফিসার। আমার কর্ত্তব্য খুনের অনুসন্ধান।'

'তার মানে তো এই নয় যে আমি আমার মক্কেলের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করতে পারব না।'

'কেমন ভাবে করছেন তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'এক্ষেত্রে সেটা কিভাবে করা হয়েছে তা তো গোপন নেই। আমি সাক্ষী রেখেই কাজ করেছি।'

'তার পরে কি হল?'

'হেজেল ফেনউইক আমার গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হল।'

'আমার বিশ্বাস মেয়েটির জীবন বিপন্ন।'

'কি কারণে?'

'একমাত্র ও-ই খুনীকে সনাক্ত করতে পারে।'

'খুনী বলছেন কেন! যে লোকটি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।'

'একই লোক।'

'আপনি তাই মনে করেন?'

'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তাই হয়।'

'প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত নয়।'

'তাহলে বলা যাক এটা ধারণার ব্যাপার। আপনার নিজস্ব ধারণা থাকতে পারে, আমারও তাই। ঐ লোকটা খুনী হতেও পারে। লোকটা মরীয়া হয়ে উঠেছে। হেজেল ফেনউইককে বিপদে ফেলা হয়েছে, কিম্বা হবে।'

'তাহলে কি করতে হবে?'

'ওকে আমি নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই।'

'আপনি ভাবছেন ও কোথায় আছে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব?'

'নিশ্চয়ই দেবেন।'

'বলতে পারব না।'

'পারবেন না, না বলবেন না?'

'পারব না।'

বার্গার উঠে দাঁড়াল। 'আমার মনের ভাবটা আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম। আপনার মক্কেলরা নির্দোষ কিনা সেটা আমার জানা দরকার। কিন্তু খুনের মামলার প্রধান সাক্ষীকে লোপাট করে আপনি যদি ভাবেন পার পেয়ে যাবেন, তাহলে খুব ভুল করছেন।'

'আমি বলছি মেয়েটা কোথায় আমি জানি না।'

একটানে দরজা খুলে সেখান থেকে চলে গেল বার্গার, 'আপনাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। তার বেশি নয়।'

ডেলা ভয়ে ভয়ে পেরি মেসনের দিকে তাকাল।

'আপনার কিছু করা উচিত এখন।'

মেসন হাসল। 'আটচল্লিশ ঘণ্টায় আমি অনেক কিছু করে ফেলতে পারি ডেলা।

১১

পল ড্রেকের চোখ দেখে মনে হল রাত্রে ঘুম হয়নি।

'গোয়েন্দার মুশকিল কি জান? যেখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করবে সেখান থেকেই লুকোনো কঙ্কাল বেরিয়ে পড়বে?'

'এবারে কি বেরোল?' জিগেস করল পেরি মেসন।

'হেজেল ফেনউইক সম্পর্কে অনেক কিছু।'

মেসন ডেলাকে নোট নিতে ইশারা করল।

'আঙুলের ছাপ থেকে কিছু উদ্ধার হল?'

'তা পেলাম বৈকি। দশ আঙুলের ছাপ ভালোই পেলাম। তারপর এদিক ওদিক থেকে সব খবরই সংগ্রহ হল।'

'ওর আঙুলের ছাপ পুলিসের খাতায় আছে?'

'আছে বলে আছে! বেশ দাগী মহিলা তোমার হেজেল ফেনউইক।'

'কিরকম?'

'ওর বিরুদ্ধে পুলিসের স্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু এই মেয়েটি যাকেই বিয়ে করে সে পটল তোলে। তারপর মেয়েটি তার সব সম্পত্তি পেয়ে যায়।'

'কতজনকে বিয়ে করেছে ও?'

'সেটা বার করা গেল না। পুলিসের ওর ওপর সন্দেহ আছে, তবে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। ওর এক পূর্বতন স্বামীর পেটে আর্সেনিক পাওয়া যায়। তখন অনুসন্ধান শুরু হয়। অন্য এক স্বামীর মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বার করে তার পেটেও আর্সেনিক পাওয়া যায়। হেজেল গ্রেপ্তার হয়, পুলিস ওর আঙুলের ছাপ নেয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারে না। এই অবসরে মেয়েটির কোনো শুভার্থী তাকে গোপনে একটি করাত পাচার করে—তাই দিয়ে জেলখানার গরাদ কেটে পালায় ও।'

সব শুনে মেসন আশ্চর্য হয়ে শিষ দিল। তারপর জিগেস করল, 'কোনো স্বামী বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। তার নাম স্টিফেন চামার্স। বিয়ের দুদিন পরেই চামার্স ওকে ছেড়ে চলে যায়—হেজেল আর্সেনিক খাওয়াবার সময় পায়নি।'

'এই স্বামী কি ওর আগের ইতিহাস জানত ?'

'না। তবে বিয়ের আগে চামার্স ওকে নিজের টাকাপয়সা সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেছিল। হেজেল আসল অবস্থা জানতে পারার পর দারুণ চ্যাঁচামেচি হয়। চামার্স ওকে টাকার লোভে বিয়ে করা নিয়ে যা-তা বলে সেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আর কোনোদিন ও মুখো হয়নি।'

'এ মেয়ে ঠিক সেই মেয়েই তো ?'

'কোনো ভুল নেই। ডিকের রিস্টওয়াচের ডালায় এর ফোটো ছিল।'

'ফোটোর কথা জানতাম না তো ?'

'পুলিসও জানে না। ঐ একটাই ফটো ছিল। ডিক সেকথা একদম চেপে গেছে।'

'তুমি পেলে কি করে ?'

'আমি ভাবলাম ওর কাছে একটা ফোটো নিশ্চয়ই থাকবে। তাই ওর পকেট মেরে রিস্টওয়াচের পিছনে ছবিটা পেয়ে ওটার ফোটো তুলে নিলাম। তারপর পুলিসের ফাইলের সঙ্গে ফোটোটা মিলিয়ে নিলাম।'

'চামার্স ফোটো দেখে চিনতে পারলে ?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে ডিকের কাছ থেকে নেওয়া ফোটোটা দেখিয়েছিলাম, পুলিস ফাইলেরটা নয়। কারণ ওর যে আগের ইতিহাস আছে সেটা আমি চামার্সকে জানাতে চাইনি।'

'ছাখো পল, তুমি কি ওকে বলবে বিনা খরচায় ডিভোর্সের ব্যবস্থা হলে ও রাজি আছে কিনা ?'

'তা রাজি হবে। তবে সন্দেহ করতে পারে। অবশ্য বিয়ে ও এখনি করতে চায়। কিন্তু ডিভোর্স দিয়ে লাভ কি ?'

'একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই।'

'কি পরিস্থিতি ?'

'ছাখো একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, কোনো মেয়ের বর্ণনা দেওয়া খুব কঠিন। খবরের কাগজে হেজেল ফেনউইকের কি বর্ণনা ছাপা হয়েছে ? পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি উচ্চতা, ওজন একশো তেরো পাউণ্ড, বয়স সাতাশ, চোখ কালো, রঙ তামাটে, বাদামী পোশাক, বাদামী জুতো-মোজা-পরা অবস্থায় শেষ দেখা গেছে।'

'তাতে কি ?' জিগেস করল পল।

'মেয়েটাকে চাক্ষুষ দেখেছে খুব কম লোকেই। অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে এর প্রবেশ। ডিক সম্ভবত গোপনে এর সঙ্গে মেলামেশা করত। এই বর্ণনার সঙ্গে মিল তো বহু মেয়েরই থাকতে পারে।'

ড্রেক বললো, 'তাতে কি ?'

মেসন ডেলার হাত ধরে তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'কোনো এমপ্লয়মেণ্ট এজেন্সীতে চলে যাও। বছর ছাব্বিশ সাতাশের একটি মেয়ে খুঁজে বার কর যার উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই, ওজন প্রায় একশো তেরো, চোখ কালো, রঙ বাদামী এবং যে মেয়েটি বেশ অনাহারে আছে। তার যদি বাদামী রঙের পোশাক থাকে তো ভালো না হলে কিনে দিও। তবে সবচেয়ে বড় কথা মেয়েটি যেন অনাহারে থাকে।'

'কতটা অনাহারে ?

'যাতে টাকা নিয়ে দরাদরি না করে সেইরকম আর কি।'

'ও কি জেলে যেতে পারে ?'

'বলা কি যায় ? তবে গেলেও বেশিদিন থাকবে না, আর তার

জন্যে বাড়তি টাকা দেওয়া হবে। যাবার আগে একটু অপেক্ষা কোরো, আরো কিছু বলার আছে।'

পল ড্রেকের কাছে গিয়ে মেসন জিগেস করল, 'পল, তোমার সঙ্গে খবরের কাগজের লোকেদের তো বেশ ভাবসাব আছে।'

'তা আছে। কেন?'

'কাগজের এক বন্ধুকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বল ব্যাসেটের বাড়ির সকলের ছবি তুলে আনতে। কেউ জিগেস করলে যেন বলে কাগজের জন্য চাই। কি, পারবে?'

'অতি সহজে।'

'এবারে আসল কথাটা শোনো: ছবিগুলো ওদের একটা বিশেষ জায়গায় বসিয়ে তোলা হবে।'

'কোন্ জায়গা?'

'ব্যাসেট খুন হবার সময় যে চেয়ারে বসেছিল সেইখানে বসিয়ে তোলাবে। ক্লোজ-আপ চাই, যাতে মুখের ভাব দেখা যায়।'

'ঐখানে বসিয়ে কেন?'

'সেটা এখন বলা হবে না।'

'ওখানটা বেশ অন্ধকার।'

'সকালে নয়। নটা থেকে দশটার মধ্যে ছবিগুলো তোলাবে। ওরা যদি পূবদিকে মুখ করে বসে তাহলে জানলা থেকেই যথেষ্ট আলো পাবে।'

নোটবই বার করে নাম লিখে নিতে লাগল ড্রেক। 'ওভারটন, কোলমার, ব্রাইট বলে হাউস-কিপার, ডিক ব্যাসেট। আর কে?'

'খুনের রাত্রে আর যদি কেউ ওখানে এসে থাকে।'

'ডেস্কের পিছনে বসিয়ে?'

'হ্যাঁ। জানলার দিকে মুখ করে।'

'ক্লোজ-আপ চাই?'

'হ্যাঁ।'

'শুনতে কেমন যেন লাগছে। তবে হয়ে যাবে।'

টেলিফোন বাজল। ডেলা ফোনটা তুলে বলল, 'হ্যালো।' তারপর মেসনের হাতে দিয়ে নিচু গলায় জানিয়ে দিল, 'হ্যারি ম্যাকলেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

মেসন ড্রেককে হাত নেড়ে বসতে বলল। ফোনে বলল, 'হ্যাঁ, আমি মেসন বলছি।'

ফোনের অন্য প্রান্তে উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল হ্যারি। 'শুনুন, কি বোকামিই না করেছি। আমাকে যে চালানো হচ্ছে সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। এখন আপনাকে সব কথা জানিয়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তুত।'

'খুব ভাল। চলে এসো তাহলে। আমি অপেক্ষা করছি।'

'না আমি যেতে পারছি না। ভরসা পাচ্ছি না।'

'কেন?'

'আমাকে নজরে নজরে রাখা হয়েছে?'

'কে নজরে নজরে রেখেছে?'

'সেটাও দেখা হলে সামনাসামনি বলব।'

'তাহলে তোমার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে?'

'আপনাকেই এখানে আসতে হবে। আমি বেরোতে ভয় পাচ্ছি। হয়ত প্রাণে মারা যাব। শুনুন, আমি আছি মেরিল্যাণ্ড হোটেলে, জর্জ পারডি নামে। ঘরের নম্বর ৯০৪। কিন্তু ডেস্কে আমার নাম করবেন না। সোজা লিফটে করে উঠে আসুন।

বারান্দায় কেউ থাকলে গ্রাহ্য করবেন না, ঘরে ঢুকে পড়ুন। টোকা দেবেন না। আমি দরজা খুলেই রাখব।'

'একটা কথা, তোমার সাকরেদটি কে ছিল?'

'ফোনে আমি একটা কথাও বলব না। আর নয়। আসতে ইচ্ছে হয় আসুন, নইলে জাহান্নামে যান।'

ওদিকে ফোন কেটে গেল। মেসন পল আর ডেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু বেরোতে হবে।'

'ইতিমধ্যে জরুরী কিছু ঘটলে আপনাকে কোথায় জানাব?' ডেলা জিগেস করল।

মেসন একটু ইতস্তত করে একটা কাগজে লিখল—'মেরিল্যাণ্ড হোটেল, রুম ৯০৪, জর্জ পারডি'। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে খাম সেঁটে ডেলার হাতে দিল।

'পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি ফোন না করি তাহলে এটা খুলে ফেলো। পল, তুমি এই ঠিকানায় চলে আসবে—সঙ্গে যেন অস্ত্র থাকে।'

হ্যাটটা তুলে দরজার দিকে এগোল মেসন।

১২

মেরিল্যাণ্ড হোটেল থেকে একটু দূরে গাড়ি থামাল মেসন। নামবার আগে পনেরো কুড়ি সেকেণ্ড সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিল।

সোজা হোটেলে না ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল মেসন।

ডেস্কের ক্লার্ক-কে অগ্রাহ্য করে প্রথমে গেল সিগারেট কাউন্টারের দিকে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে কিছু ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে এক ফাঁকে লিফটে উঠে পড়ল। ঠিক তখনি লিফটের দরজাটা বন্ধ হচ্ছিল।

লিফ্ট-বয়কে মেসন জানাল সে এগারো তলায় নামবে। এগারো তলায় নেমে সে সিঁড়ি দিয়ে দু'তলা নেমে ন'তলায় চলে এল। বারান্দা খালি আছে দেখে ও সোজা গটমট করে ৯০৪ নম্বরে চলে এল। টোকা না দিয়ে হাতল ঢুকিয়ে সোজা ঢুকে এল ভেতরে।

জানলার পর্দা টানা। আলমারি হাঁ করে খোলা, দেরাজগুলো খোলা, সুটকেশ খোলা, জিনিসপত্র মাটিতে ছড়ানো। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি লোক, তার বাঁ-হাত খাট থেকে ঝুলছে, মাথাটা কাত হয়ে আছে, ডান-হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা।

কোন জিনিসে হাত না দিয়ে পা টিপে টিপে মৃতদেহের কাছে গেল মেসন। হাঁটু গেড়ে দেখল, লোকটার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে একটা ছোরার বাঁট—ছোরাটা বুকে বিঁধে আছে। বিকৃত মুখ দেখেও চিনতে অসুবিধে হল না যে লোকটি হ্যারি ম্যাকলেন।

মেসন যা করছিল খুবই সন্তর্পণে। কয়েক পা পিছিয়ে ও কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করল। তারপর ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে দু আঙুল দিয়ে বার করল একটা কাঁচের চোখ—ড্রেকের দেওয়া চোখগুলোর মধ্যে একটা। রুমাল দিয়ে ভালো করে কাঁচটা মুছে ম্যাকলেনের বাঁ-হাতের মুঠোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ওটা। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে হাতলটা মুছে ফেলল, তারপর

বাইরে বেরিয়ে বাইরের হাতলটা থেকেও আঙুলের দাগ তুলে ফেলল।

তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এগারো তলায় চলে গেল মেসন। লিফটের জন্য বোতাম টিপল। নিচে নেমে প্রথমেই ফোনের বুথে ঢুকে ডেলাকে ফোন করল। 'ঠিক আছে ডেলা, খামটা পুড়িয়ে ফেল।'

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা গলি দিয়ে বড় রাস্তায় এল, যেখানে ওর গাড়ি রাখা ছিল। গলিতে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ও রাস্তা লক্ষ্য করতে লাগল।

ওর গাড়ির প্রায় পঞ্চাশ ফুট পিছনে একটা পুলিসের গাড়ি। গাড়িতে নিচু হয়ে বসে ছুজন পুলিস, মেসনের গাড়িকে লক্ষ্য করছে।

মেসন আরো একটু পিছিয়ে এল। ইতিমধ্যে শাঁ করে আর একটা পুলিসের গাড়ি এসে ঐখানেই থামল। সার্জেন্ট হলকোম্ব গাড়ি থেকে অন্য ছুটি লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কি সব কথাবার্তা

মেসন গলি দিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিল। তারপর পাশের রাস্তা দিয়ে হোটেলে ঢুকল। রিসেপশন-ডেস্কে এসে ক্লার্ককে বলল, 'শুনুন, কথাটা গোপনীয়। আমি হ্যারি ম্যাকলেন বলে একজনকে খুঁজছি। খবর পেয়েছি সে এই হোটেলেই আছে। ম্যাকলেন নামে কেউ এখানে ঘর নিয়েছে কি?'

রেজিস্টারের পাতা উলটে ক্লার্কটি মাথা নাড়ল।

মেসন প্রায় নিজের মনেই বলল, 'এতো ভারি অদ্ভুত। আমাকে খবর দেওয়া হল সে এখানে। আমার নাম পেরি মেসন। আমি

ডাইনিংরুমে যাচ্ছি, খেতে। লোকটি যদি ইতিমধ্যে আসে আমি যেন জানতে পারি। তবে ওকে বলবেন না।'

ডাইনিংরুমে গিয়ে মেসন একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক বোতল বীয়ার চাইল। বিল আনতে, মেসন ওয়েট্রেসকে দাম চুকিয়ে পঞ্চাশ সেণ্ট বখশিশ দিল। তারপর ধীরেসুস্থে খাবার খেয়ে ডাইনিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

লবিতে একটা গাছের টবের পিছনে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্ট হলকোম্ব।

মেসন এই দেখেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল ডাইনিংরুমে। ক্যাশিয়ারের ডেস্কের কাছে টেলিফোন। মেসন পাঁচ সেণ্ট ফেলে বলল, 'পুলিস হেডকোয়ার্টার-এর লাইন দেবেন।'

'আমি সার্জেণ্ট হলকোম্বের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'উনি এখানে নেই।'

'তাহলে আর কাউকে দিন।'

'কি বিষয়ে কথা বলবেন?'

'একটা মামলা।'

'কে কথা বলছেন?'

'আমি পেরি মেসন।'

'কি বলতে চান?'

'ওঁকে বলবেন যত শীঘ্র সম্ভব যেন মেরিল্যাণ্ড হোটেলে চলে আসেন। এখানে আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ফোন রেখে মেসন আর একটা পাঁচ সেণ্ট ফেলে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে ফোন করল।

'আমি পেরি মেসন বলছি। হ্যামিলটন বার্গারের সঙ্গে কথা বলতে চাই—খুব জরুরী বিষয়। না, অন্য কারো সঙ্গে কথা বলব

না।   মিঃ বার্গারকে বলুন মেসন লাইনে আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে হ্যামিলটন বার্গারের সাবধানী গলা ভেসে এল।

'কি ব্যাপার, মেসন ?'

'আমি মেরিল্যাণ্ড হোটেল থেকে বলছি। আমাকে একজন ফোন করে খবর দেয় হ্যারি ম্যাকলেন এখানে আছে। লোকটা নিজের নাম বলেনি। বলল, ম্যাকলেন কিছু স্বীকারোক্তি করতে চায়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি ম্যাকলেন এখানে আসেনি। হয়তো যেকোন মুহূর্তে এসে পড়বে। আপনি হয়ত জানেন না যে ম্যাকলেন অন্য একটা ব্যাপারে আমার মক্কেল। ও ব্যাসেটের কাছে কাজ করত।'

'হ্যাঁ, সে ব্যাপারটা আমার জানা আছে। বেশি বলার দরকার নেই।'

'তা হলে তো ভালোই হল। সুতরাং ম্যাকলেন যদি ইচ্ছে করে তাহলে অনেক দরকারি খবর দিতে পারে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ, যদি ইচ্ছে করে। তা, আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?'

মেসন বলল, 'দেখুন আমি বড় বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েছি। আমি যেহেতু ম্যাকলেনের উকিল, সেজন্য ও স্বীকারোক্তি দেবার সময় আপনার অফিসের কেউ থাকলে ভালো হয়। সার্জেন্ট হলকোম্বকে ফোন করলাম, কিন্তু উনি হেডকোয়ার্টারে নেই।'

একটু চুপ করে থেকে বার্গার বলল, 'আপনি এখন মেরিল্যাণ্ড হোটেল থেকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ আছেন ওখানে?'

'বেশ খানিকক্ষণ। ম্যাকলেনের জন্য বসে আছি। এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে ডাইনিংরুমে গিয়ে কিছু খেয়ে এলাম। হলকোম্বকে ফোন করলাম।'

'আমি একজন লোক পাঠাচ্ছি ওখানে—আপনি বলছেন যখন। তবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন—আমার লোক পৌঁছনো মাত্র পুরো দায়িত্ব তার।'

'ভালো কথা।'

বার্গার ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

মেসন একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে লবিতে বেরিয়ে এল। যে দিকে হলকোম্ব আছে সে দিকে তাকাল না। হলকোম্ব টবের ধারে পা তুলে দিয়ে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হাতে সিগারেট, কনুইটা হাঁটুর ওপর রাখা।

রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে মেসন জিগেস করল ম্যাকলেন এসেছে কিনা। আসেনি শুনে একটা চেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট টানতে লাগল। সিগারেটটা তিন-চতুর্থাংশ শেষ হবার পর আবার উঠে এল মেসন।

'আপনাকে বার বার বিরক্ত করছি। আমার মনে হচ্ছে ম্যাকলেন হয়ত অন্য নামে রেজিস্টার করে থাকতে পারে। ওর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, মুখে একটু আধটু ব্রণ, লালচে চুল, জামাকাপড় ভালোই পরে, হাতের চেটোর উল্টো দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি লাল দাগ।'

ক্লার্ক বলল 'দাঁড়ান, আমি বরং হোটেলের ডিটেকটিভকে ডাকি।'

ও বোতাম টিপল। একটু পরে একটা মোটা গোছের লোক এসে সন্দিগ্ধচোখে মেসনের দিকে তাকাল।

'ইনি মিঃ মালডুন—আমাদের হাউস অফিসার', আলাপ করিয়ে দিল ক্লার্ক।

মেসন বলল, 'আমি একজনকে খুঁজছি। তার আসল নাম হ্যারি ম্যাকলেন। হয়ত অন্য নামে ঘর নিয়ে থাকতে পারে। বছর পঁচিশেক বয়স, রোগা, লালচে চুল, জামা কাপড় ভালোই পরে। শেষ যখন দেখি গাঢ় নীল সুট পরে ছিল—তাতে সাদা স্ট্রাইপ। হালকা গ্রে হ্যাট। এরকম কাউকে আপনার মনে পড়ছে?'

'তার সঙ্গে আপনার কি দরকার?

'কথা আছে।'

'কিন্তু সে কি নামে এখানে আছে আপনি জানেন না?'

'না।'

'কি করে জানলেন সে এখানে?'

'আমাকে বলা হয়েছে।'

'কে বলেছে?'

'তাতে আপনার কি দরকার?'

'আপনার সাহস তো কম নয়—আমাদের একজন গেস্ট সম্পর্কে খারাপ ইঙ্গিত করছেন।'

'আমি তেমন কোনো ইঙ্গিত করিনি।'

'আপনি বলেছেন সে অন্য নামে এখানে আছে।'

'বহু কারণে লোকে সেটা করতে পারে।'

'স্পষ্ট কথাটা বলে ফেলুন তো? কে আপনি? কি চান?'

পিছনে পায়ের শব্দ হতেই মালডুন চমকে ফিরে তাকাল, তারপর আনন্দে দাঁত বেরিয়ে গেল তার।

'সার্জেণ্ট হলকোম্ব। এক মাস হয়ে গেল আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

পেরি মেসন দারুণ অবাক হবার ভান করল।

'আরে, আপনাকেই তো ফোন করছিলাম।'

'কোথা থেকে?'

'এখান থেকে।'

'কেন, আমার সঙ্গে কি?'

'যে খবরটা পেলাম সেটা আপনাকে জানাতে চাইছিলাম।'

'কি খবর?'

'হ্যারি ম্যাকলেন এই হোটেলে আছে—আর স্বীকারোক্তি দিতে প্রস্তুত।'

'ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'ওরা বলছে ঐ নামে কেউ নেই।'

'ডিটেকটিভের সঙ্গে কি ব্যাপার?'

মালডুন বলল, 'ইনি বলছেন একজন এখানে অন্য নামে আছে। লোকটার বর্ণনা দিলেন উনি।'

'আছে নাকি সেরকম কেউ?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়।'

'কি নাম?'

'জর্জ পারডি। রুম ৯০৪। ঘণ্টা দেড়েক আগে এসেছে। চেহারাটা কেমন সন্দেহজনক।'

সার্জেণ্ট এবার মেসনকে নিয়ে পড়ল।

'আপনি এখানে কতক্ষণ ?'

'তা অনেকক্ষণ।'

'কি করছিলেন ?'

'ম্যাকলেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমাকে বলা হল ও এখানে আসছে। স্বীকারোক্তি করবে এমন কথা ও বলছে।'

'আপনি বললেন আমাকে ফোন করছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি চাইছিলাম কোনো পুলিস-অফিসারের সামনে ও যা বলার বলুক।'

'কি বিষয়ে কথা বলতে চায় ও ?'

'ব্যাসেট মামলার বিষয়ে। ঠিক জানি না।'

'আপনি আমাকে এত সহজে বোকা বানাতে পারবেন না। আমাকে কখনই ফোন করেননি আপনি। এখানে এতক্ষণ ধরে কি করছিলেন ?'

'ডাইনিং রুমে ছিলাম।'

'খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তাই না ?'

পেরি মেসন কাতরচোখে রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্কটির দিকে তাকাল।

ক্লার্ক বলল, 'হ্যাঁ সার, উনি বললেন ডাইনিংরুমে যাচ্ছি কিছু খেয়ে আসতে।'

সার্জেণ্ট বলল, 'এই ভদ্রলোক যা বলেন আর যা করেন তার মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য থাকে না।' মেসনের হাত ধরে হিড় হিড় করে ডাইনিংরুমের দিকে চলল হলকোম্ব।

'চলুন দাদা। যে ওয়েট্রেসটি আপনাকে খাবার সার্ভ করেছিল তাকে যদি দেখাতে পারেন, তাহলে আমি লিখিতভাবে ক্ষমা চাইব।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক দেখতে লাগল মেসন।

'সার্জেন্ট, এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওয়েট্রেসদের দিকে আমি খুব লক্ষ্য করে দেখি না। একটি কম বয়সী মেয়ে ছিল, নীল ইউনিফর্ম-পরা।'

সার্জেন্ট হাসল। 'নীল ইউনিফর্ম ওরা সবাই পরে। যা বলেছিলাম। কত আর বোকা বানাবেন মেসন।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' মেসন বলে উঠল—'ঐ মেয়েটিকে যেন মনে হচ্ছে চেনাচেনা।'

সার্জেন্ট মেয়েটিকে ডাকল।

'খানিকক্ষণ আগে তুমি এই ভদ্রলোককে খাবার সার্ভ করেছিলে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

এমন সময় যে মেয়েটি মেসনকে খাবার দিয়েছিল সে এগিয়ে এল।

'আমি ওঁকে খাবার দিয়েছিলুম।'

মেসন বলে উঠল, 'ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তোমার মুখটা আমার মনেই পড়ছিল না। আসলে বড্ড অন্যমনস্ক ছিলাম কিনা।'

'আমার কিন্তু আপনাকে ভালোই মনে আছে। স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ারের সঙ্গে আপনি আধ ডলার টিপস দিয়েছিলেন। যারা স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ারের সঙ্গে আধ ডলার দেয় তাদের আমার মনে থাকে।'

সার্জেন্ট হলকোম্বের মুখটা দেখবার মতো হল।

ক্যাশিয়ার এতক্ষণে এদের কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার বলল,

'এই ভদ্রলোক টাকা চুকিয়ে দুটো ফোন করলেন—আমার ভালো করেই মনে আছে।'

'কাকে ফোন করলেন?' জিগেস করল হলকোম্ব।

'পুলিসের কে এক সার্জেণ্ট হলকোম্বকে তারপর ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসকে। আমার মনে হয়েছিল লোকটি ডিটেকটিভ, তাই কান খাড়া করে ছিলাম।'

'ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস?' ভয়ানক অবাক হল হলকোম্ব।

'হ্যাঁ।' ক্যাশিয়ারটি বলল। 'ও ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে বলল যে সার্জেণ্ট হলকোম্বকে পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যাটর্নি কি ওর অফিস থেকে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন? ম্যাকলেন বলে একজন লোক কি যেন স্বীকারোক্তি করবে সেইটা শোনবার জন্যে।'

সার্জেণ্ট বলল, 'কি আশ্চর্য।'

মেসন জিগেস করল, 'এখন তাহলে আমরা কি করছি? হ্যারি ম্যাকলেনের সঙ্গে কথা বলব না?'

'আমি কথা বলব। আপনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

হলকোম্ব মেসনকে লিফটের দিকে নিয়ে চলল। ন'তলা।

ওরা ন'তলায় পৌছতেই মেসন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। তারপর ঘরের নম্বরগুলোর দিকে চোখ পড়াতে ৯০৪ নম্বরের দিকে ফিরল। সার্জেণ্ট মেসনের হাত ধরে টেনে তাকে ঠিক দিকে নিয়ে চললেন।

'ওর সঙ্গে কথা বলব আমি। আপনি পিছনে পিছনে থাকুন।'

৯০৪ নম্বরের দরজায় টোকা মারল সার্জেণ্ট। কোনো উত্তর হল না। আবার টোকা দিয়ে হাতল ঘোরাল সার্জেণ্ট। ঘরে ঢুকবার আগে মেসনকে বলে গেল, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেসন। হঠাৎ দরজা খুলে বিবর্ণমুখে বেরিয়ে এল সার্জেণ্ট হলকোম্ব।

মেসন জিগেস করল, 'কি বলছে ও?'

গম্ভীরমুখে উত্তর হল, 'কিছুই বলছে না। শুনুন মিঃ মেসন, আপনি ব্যস্ত লোক। এখন আপনার অফিসে ফিরে যান। আমি এখানে যা করার করছি।'

মেসন বলল, 'কিন্তু আমি যে ম্যাকলেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

অধৈর্য হয়ে উঠল সার্জেণ্ট। 'আপনি ভালোয় ভালোয় যাবেন কিনা বলুন? অন্তত এই মামলায় আমি আপনাকে প্রমাণ সরাবার কিম্বা সাক্ষী ভাগাবার সুযোগ দিচ্ছি না।'

'কিছু হয়েছে নাকি?'

'হবে, যদি আপনি অবিলম্বে কেটে না পড়েন।'

অত্যন্ত অপমানিত ভাব দেখিয়ে মেসন বলল, 'এর পরে আমি কোনো জরুরী খবর পেলে আপনাকে আর জানাচ্ছি না।'

কোনো কথা না বলে সার্জেণ্ট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মেসন তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে ছুটল। অফিসে পৌঁছে ডেলার-ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি কথা শুরু করেই থেমে গেল। পিছনের চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল পিটার ক্রনল্ড।

'অভিনন্দন জানাই,' বলল ক্রনল্ড।

মেসন এত আশ্চর্য হল যে প্রথমে কিছুই বলতে পারল না। তারপর বলল, 'একি! আপনি জেলের বাইরে কি করছেন?'

'ওরা আমাকে ছেড়ে দিল।'

'কারা?'

'পুলিস—সার্জেন্ট হলকোম্ব।'

'কখন ছাড়ল?'

'এই ঘণ্টা-দেড়েক আগে। আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন বুঝি। আপনি তো আমার সাংবিধানিক অধিকার দাবী করে আবেদন করেছিলেন। ওরা এখনি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে চাইছে না, তাই ছেড়ে দিল।'

'সিলভিয়া ব্যাসেট কোথায়?'

'জানি না। খুব সম্ভব ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে। ওরা জেরা করছে।'

মেসন খুব ধীর-গলায় বলল, 'ওরা যে আপনার কি সর্বনাশ করেছে তা আপনি জানেন না। এখনি যান কোনো হোটেলে নাম রেজিস্টার করুন, তারপর ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে খবর দিন আপনি ওখানে আছেন বলে।'

ব্রুনল্ড আপত্তি জানিয়ে বলল, 'কিন্তু ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে কেন?'

রেগে উঠল মেসন। 'আমি বলছি বলে। যা বলছি শুনুন। প্রতিটি মুহূর্ত এখন দামী—কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাণ নিয়ে টানা-টানি হতে পারে। এখনি যান, এখনি যান। ভেবেছিলাম জেলে আছেন, নিরাপদে আছেন।'

এক ধাক্কায় দরজা খুলে দুজন লোক ঢুকে পড়ল। ব্রুনল্ডের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'চলো হে দাদা।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জিগেস করল ব্রুনল্ড?

'আমরা ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে আসছি। কর্তা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। এবারে আর সংবিধানের ভবি

ভুলছে না। তোমার বন্ধু মিসেস ব্যাসেট অনেক কিছু বলে দিয়েছেন। ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—তোমার জন্য ওয়ারেন্ট আছে।'

'অভিযোগটা কি?' জানতে চাইল মেসন।

'খুন।'

মেসন বলল, 'ক্রনল্ড, কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন না—কোনো কথা বলবেন না ওদের।'

লোক ছুটো ক্রনল্ডের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'ইল্লি নাকি? এই দেড় ঘণ্টা কোথায় ছিল, সে কথা না জানালে ওর ঘাড়ে একটার বদলে ছুটো খুনের চার্জ চাপবে, বুঝেছেন?'

'ছুটো?' অবাক হল ক্রনল্ড।

'আজ্ঞে হাঁ। তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলেই খুনের হিড়িক পড়ে যায়। তাদের সব মুঠোর মধ্যে থাকে কাঁচের চোখ। চলো হে, আর দেরি নয়।'

ছুম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ডেলা মেসনের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাল। মেসন উঠে গিয়ে সিন্দুক খুলল, তার থেকে একটা কাগজের বাক্স বার করল—যার মধ্যে কাঁচের চোখগুলো ছিলো। আলমারি থেকে হামানদিস্তা বার করে কাঁচের চোখগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করতে লাগল। ডেলাকে বলল, 'ডেলা, দেখো যেন আমাকে কেউ বিরক্ত না করে।'

১৩

মেসনের অফিসে ময়লা রং কালো চুল যে মেয়েটি বসে ছিল, তার ধরনধারণ কিছুটা উদ্ধত। মেয়েটিকে ভালো করে দেখছিল পেরি। মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে ডেলা উদ্বিগ্নভাবে পেরিকে নিরীক্ষণ করছিল। দুটি মেয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা মিল।

'হবে?' জিগেস করল ডেলা।

মেসনের চোখ দেখে মনে হল ডেলার পছন্দ তার মনঃপুত হয়েছে।

'তোমার নাম কি?' অবশেষে জিগেস করল মেসন।

'থেলমা বেভিনস।'

'বয়স?'

'সাতাশ।'

'কোন ট্রেনিং আছে?'

'সেক্রেটারি হবার।'

'অনেক দিন চাকরি নেই?'

'হুঁ।'

'যা বলা হবে তাই করবে?'

'সেটা নির্ভর করবে কাজের ওপর।'

মেসন চুপ করে রইল। মেয়েটি চিবুক উঁচু করে বলল, 'ঠিক আছে, যা কাজ হয় করব।'

'এই তো ভালো মেয়ের মত কথা।'

'কাজটা কি আমি পাব ?'

'যদি কথামতো চল তাহলে পাবে। নির্দেশ মেনে চলতে পারবে ?'

'নির্দেশ শুনলে বলতে পারব, তবে চেষ্টা করব।'

'চুপ করে থাকতে পারবে ?'

'মানে মুখ বন্ধ করে থাকতে বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তা পারব।'

'তুমি এখান থেকে প্লেনে করে যাবে রেনো। সেখানে, থেলমা বেভিনস নামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে।'

'মানে, নিজের নামে ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কি করতে হবে ?'

'সেখানে একজন লোক আসবে তোমাকে সমন জারি করতে।'

'কিসের সমন ?'

'একটা ডিভোর্স মামলার।'

'তারপর কি হবে ?'

'লোকটা জিগেস করবে তোমার নাম হেজেল ব্যাসেট ওরফে হেজেল ফেনউইক ওরফে হেজেল চামার্স কিনা।'

'তখন আমি কি করব ?'

'তুমি বলবে তোমার নাম থেলমা বেভিনস। তবে তুমি সমন পাবে জানতে। এবং কাগজপত্র নিয়ে নেবে।'

'এটা বেআইনী কোনো কাজ নয় তো ?'

'একেবারেই না। কাগজগুলো আমিই তৈরি করে দেব। সমন পাবার কথা তুমি জান, কারণ আমিই তোমায় সেকথা জানালাম।'

'আর কিছু করতে হবে ?'

'না। তবে এটাই শুরু।'

'ও। আর শেষ কি ?'

'তোমাকে পুলিস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'তার মানে গ্রেপ্তার করা হবে ?'

'ঠিক তা নয়, তবে তোমাকে পুলিস হেফাজতে রেখে প্রশ্ন করা হবে।'

'আমি তখন কি করব ?'

'এইবারেই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তোমাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।'

'কিচ্ছু বলব না ?'

'একটি কথাও না।'

'আমি কিছু চাইতে পারি ?'

'না, একদম মুখ খুলবে না। তোমাকে প্রচুর জেরা করা হবে। খবরের কাগজের লোকেরা ছবি তুলবে। ভয় দেখাবে, খোসামোদ করবে। তুমি কিন্তু মুখটি খুলবে না। শুধু একটি কথা বলবে।'

'কি কথা ?'

'তুমি বলবে কোর্টের হুকুম ছাড়া তুমি নেভাদা রাজ্য ছেড়ে কোথাও যাবে না। বুঝেছ ?'

'আমি নেভাদাতেই থাকব—এই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'থাকার জন্য কি করতে হবে ?'

'কিচ্ছু না। শুধু যেতে অস্বীকার করবে।'

'ওরা যদি জোর করে নিয়ে যায় ?'

'তা পারবে বলে মনে হয় না। এটা নিয়ে পাবলিসিটি প্রচুর হবে। কাগজের রিপোর্টাররাও হাজির হয়ে যাবে। তুমি যদি কোর্টের অর্ডার ছাড়া নেভাদা ছেড়ে নড়ব না বলে গোঁ ধরে থাক তাহলে ওদের কোর্টের অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।'

'আর কিছু নয়?'

'না।'

'আমি এর বদলে কি পাব?'

'পাঁচশো ডলার।'

'কখন পাব?'

'এখন দুশো—কাজ শেষ করলে তিনশো।'

'খরচখরচা কোথা থেকে?'

'প্লেনের টিকিট আমি করে দিচ্ছি। তুমি ঘর ভাড়া তোমার টাকা থেকে দেবে।'

'কখন যেতে হবে?'

'এখনি।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না, এখনি নয়। দুশো ডলার হাতে পেলে আমি প্রথমে কিছু খাব। তারপর যাব।'

মেসন বলল, 'ডেলা, ওকে দুশো ডলার দাও। আর ওকে দিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে নাও যে আমার নির্দেশ অনুযায়ী ও রেনো যাবে, সেখানে গিয়ে ঘর ভাড়া করবে, সমন জারি হলে সেগুলো নেবে, তবে বলবে ওর নাম হেজেল ফেনউইক, হেজেল চামার্স বা হেজেল ব্যাসেট নয়।'

'তার অর্থ কি?' জিগেস করল থেলমা।

'এতে তুমি আমি দুজনেই চুক্তিবদ্ধ হলাম। এতে কি নির্দেশ

তোমাকে পালন করতে বলা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট হল। তাছাড়া তোমাকে মিথ্যে কথাও বলতে বলা হচ্ছে না। তুমি বলবে তুমি থেলমা বেভিনস ছাড়া আর কেউ নও। বলবে ঐ সমন আসবে তুমি জানতে। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, পেরেছি। সব হয়ে গেলে বাকি তিনশো ডলার পাব তো?'

'নিশ্চয়।'

হাত বাড়াল মেয়েটি। 'ধন্যবাদ। দেখবেন, কাজটা আমি ভালোই করব।'

টেলিফোন বাজল। ফোন তুলে ডেলা বলল, 'পল ড্রেক।'

মেসন বলল, 'ডেলা, মিস বেভিনসকে তুমি পাশের দরজা দিয়ে বার কর। পল যেন ওকে দেখতে না পায়। অন্য দরজা দিয়ে বাইরের অফিসে নিয়ে যাও। যতক্ষণ তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে আমি পলকে এখানে আটকে রাখব। মিস বেভিনসকে একেবারে প্লেনে তুলে দিয়ে আসবে। মিস বেভিনস, তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই একটা টেলিগ্রাম করে আমায় ঠিকানাটা জানাবে। তলায় নাম সই কোরো না। বুঝতে পেরেছ?'

পাশের দরজা দিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেল ডেলা। একটু পরে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকল পল।

'কাজকর্ম ঠিক চলছে কিনা দেখতে এলাম।'

'চলে যাচ্ছে, এই আর কি।'

'স্টিফেন চামার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ। আজকেই ওর ডিভোর্স ফাইল করছি।'

'ফটোগুলো হয়ে গেছে। কাল প্রিন্টগুলো পেয়ে যাব।'

'কোন ঝামেলা হয়েছিল?'

'না, না। সবার ছবি তোলা হয়েছে শুধু একজন ছাড়া।'

'কে এই একজন?'

'কোলমার। ওর নাম ছিল লিস্টে সবার শেষে। ওর কেমন সন্দেহ হয়। আমি ভাবলাম তোমার পঞ্চাশ ডলার মিছিমিছি খরচ করাই কেন। তাই খবরের কাগজের কাউকে না বলে আমারই একটি লোককে ফোটোগ্রাফার সাজিয়ে পাঠালাম। কোলমার এই মামলায় সাক্ষী হবে। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কোলমার ওদের ফোন করে জানতে চাইল ওরা ফোটোগ্রাফার পাঠিয়েছে কিনা।'

'ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস কি বলল?'

'সম্ভবত ওরা সন্দেহ করে। কারণ তার ঠিক পরেই কোলমার জার্নালের অফিসে ফোন করে সিটি এডিটরের সঙ্গে কথা বলে। আর কি—আমার লোকটি তখন পালাতে পথ পায় না। কোলমারের ছবি না হলে কি চলবে?'

'তা চালিয়ে নিতে হবে। তুমি ঠিক জান যে ও সাক্ষী হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ও কিসব খবর দিয়েছে শুনলাম।'

'অন্য ফোটোগুলোর কথা বল। ওদের মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ পাচ্ছে?'

'আমি তো তেমন কিছু দেখলাম না। দেখো যদি তুমি কিছু পাও। ওভারটন ইচ্ছে করে মুখটা কাঠের মতো করে রেখেছিল। এডিথ ব্রাইট ঠোঁট চেপে বসেছিল। ডিক ব্যাসেটের ভাবটা এমন ছিল যেন ফোটো তোলাতে বসেছে, তবে ওর চোখটা বার বার মেঝের এক জায়গায় গিয়ে পড়ছিল। তার কোনো মানে আছে নাকি?'

'হতে পারে। ছবিটা না দেখলে বুঝতে পারব না। ব্রাইট বলে মহিলাটি—।'

ড্রেক বাধা দিয়ে বলল, 'পেরি তুমি ম্যাকলেনের ব্যাপারটা শুনেছ?'

'গুজব শুনেছি। পুলিস কি বলছে? আত্মহত্যা, না খুন?'

'জানি না। ওরা খুব চুপচাপ আছে। কিন্তু আমি ওর হাতের মুঠোয় ধরা কাঁচের চোখটার কথা ভাবছিলাম। আমি তোমাকে গোটা ছয় নকল চোখ এনে দিয়েছিলাম—ওগুলো আর একবার দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

'কিসের জন্মে?'

'মানে ওগুলো সব আছে কিনা দেখতাম।'

মেসন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'পল, চোখগুলো নেই।'

'কোথায় গেল?'

'তা নিয়ে ভেবো না।'

'কিন্তু ওরা যদি পাইকারী বিক্রেতাটার কাছ থেকে আমার খবর পায়?'

'আমি তোমায় বলেছিলাম কোন চিহ্ন না রাখতে।'

'তা সত্ত্বেও কিছু-না-কিছু চিহ্ন থেকেই যায়।'

'তাহলে আর কি করা যাবে।'

'পেরি, জেলে যাব না তো?'

'এখনো তো যাওনি।'

'মনে হচ্ছে যেতে হবে এবার।'

মেসন বলল, 'পল, এই মামলার শুনানীর আর দেরি করলে চলবে না। পরশুদিন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি প্রাথমিক বিচার শুরু করাতে চায়। আমি রাজি হয়ে যাব।'

ড্রেক ভুরু কুঁচকে বলল, 'পেরি, যা করবার আমরা দুজন কিন্তু একসঙ্গেই করেছি।'

পেরি বাধা দিয়ে বলল, 'চটপট স্যুটকেস গুছিয়ে নাও। পরের প্লেনে রেনো যেতে হবে।'

'এই নকল চোখের ব্যাপারটা থেকে পালাবার জন্যে?'

'না, হেজেল ফেনউইক ওরফে হেজেল ব্যাসেট ওরফে হেজেল চামার্সকে সমন জারি করতে।'

শিস দিয়ে উঠল পল। 'তার মানে তুমি জানতে ও কোথায় ছিল?'

মেসন একটা সিগারেট ধরাল। 'তুমি বড় বেশি প্রশ্ন কর।'

'আমি স্যুটকেস গোছাতে বললাম। তবে মনে রেখো জেলে যাতে না যেতে হয় সে ব্যবস্থা তোমার।'

মেসন হাত নাড়ল। তারপর ডেলাকে ডাকল। পল ততক্ষণে চলে গেছে। মেসন ডেলাকে বলল, 'একটা ডিভোর্সের অভিযোগ লেখো। ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ডিভোর্স চাওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদীর নাম হেজেল চামার্স ওরফে হেজেল ফেনউইক ওরফে মিসেস রিচার্ড ব্যাসেট।'

ডেলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বলল, 'এইভাবে যদি কেসটা ফাইল করেন তাহলে তো সব খবরের কাগজের লোকগুলো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ডিভোর্স-কেস সম্পর্কে ওদের আগ্রহ খুব।'

'পলকে আমি বিকেলের প্লেনে রেনো পাঠাচ্ছি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি পাঠাও। ও ঠিকানাটা টেলিগ্রাম করে জানালে আমরা পল-কে সেটা জানাব। ও সমন জারী করবে।'

ডেলা বলল, 'কাগজের লোকেরা কিন্তু জানে পল ড্রেক আমাদের সমন নিয়ে যায়।'

মেসন বলল, 'যেমন ভাবে চাইছি ঠিক সেই ভাবে যদি কেসটা দাঁড় করাতে পারি, তাহলে জিতে যাব। কিন্তু সাজানোর ওপর নির্ভর করছে। তুমি যাও, চটপট ডিভোর্সের আবেদনটা লিখে ফেলে আদালতে দাখিল করার ব্যবস্থা করো।'

১৪

নিচের কোর্টের বিচারক কেনেথ ডি উইনটার্স ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করছিলেন। এই মামলায় যে পরিমাণ প্রচার হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন।

তিনি বললেন, 'পিটার ব্রুনল্ড ও সিলভিয়া ব্যাসেট হার্টলে ব্যাসেটের খুনের দায়ে অভিযুক্ত। সেই মামলার প্রাথমিক শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য হয়েছে। উভয় পক্ষের উকিল কি প্রস্তুত?'

মেসন জানাল, 'আমি প্রস্তুত।'

বার্গার বলল, সে-ও প্রস্তুত।

কাগজের রিপোর্টাররা কাগজ পেন্সিল নিয়ে নড়েচড়ে বসল। মামলাটা বেশ নতুন রকম। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি নিজেই প্রাথমিক শুনানি চালাচ্ছেন। সুতরাং চমকদার ঘটনা যে ঘটবেই সে বিষয়ে কাগজের লোকেরা নিশ্চিত।

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি বার্গার বলল, 'জেমস ওভারটন, এগিয়ে এসে শপথ নিন।'

জেমস ওভারটন ডান হাত তুলল। তার চেহারায় এমন একটা মার্জিত অথচ বিদ্রূপ-মেশা ভাব, যে, তাকে অন্য সকলের থেকে বেশ বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছিল।

শপথ নিয়ে ওভারটন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। বার্গার জিগেস করল, 'তোমার নাম ওভারটন, তুমি হার্টলে ব্যাসেটের ড্রাইভার ছিলে?'

'হ্যাঁ সার।'

'কতদিন মিঃ ব্যাসেটের কাছে চাকরি করছ?'

'আঠারো মাস।'

'এই সময়ের সবটাই তুমি ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেছ?'

'হ্যাঁ সার।'

'এর আগে তুমি কি করতে?'

পেরি মেসন এগিয়ে এল। 'আমি জানি প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের শুরুতেই আইনগত বিষয়ে আপত্তি তোলা ঠিক নয়। তার থেকে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে কথা বলতে দিয়ে তার হাতের তুরুপের তাসগুলো দেখে নেওয়া বুদ্ধির কাজ। আমি এও জানি ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি এমন-কিছু প্রশ্ন করেন না যাতে অপর পক্ষ তাঁর কৌশল আগে থেকে আঁচ করতে পারে। তবে আজকের মামলার প্রকৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। সেইজন্য আমি কোর্ট ও উকিল বন্ধুকে জিগেস করতে চাই এই লোকটির পূর্ব ইতিহাস জানতে চেয়ে কোনো লাভ আছে কিনা।'

বার্গার উত্তর দিলে, 'আছে।'

মেসন হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

জজ বললেন, 'উত্তর দাও।'

'আমি ডিটেকটিভ ছিলাম।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' জিগেস করল বার্গার।

'না। সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ করতাম। তারপর সেই কাজ ছেড়ে মিউনিসিপ্যাল পুলিস বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ নিই। সেখানে অল্পদিন কাজ করার পরই মিঃ ব্যাসেট আমাকে ড্রাইভারের চাকরি দেন।'

পেরি মেসন ব্রুনল্ড আর সিলভিয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করল। ব্রুনল্ডের মুখ ভাবলেশহীন, সিলভিয়ার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

বার্গার জিগেস করল, 'যে সময় তুমি ব্যাসেটের কাছে কাজ করছিলে, তখন গাড়ি চালানো ছাড়া তোমার অন্য কোনো কাজ ছিল?'

মেসন ঠাট্টার সুরে বলে উঠল, 'আমরা ধরে নিতে পারি যে এই লোকটি তার মনিবের হয়ে মিসেস ব্যাসেটের উপর নজর রাখত এবং মনিবকে এমন সব ঘটনা রিপোর্ট করত যাতে উনি মনে করতেন গোয়েন্দাগিরি করাটা দরকারী।'

বার্গার লাফিয়ে উঠল। 'ধর্মাবতার আমি এই সব কৌশলে আপত্তি জানাচ্ছি। উনি এমন জিনিস অনুমান করছেন, যাতে এই সাক্ষীর বক্তব্যের মূল্য কমে যায়।'

'কেন, অনুমান করতে বাধা কি।' জিগেস করল মেসন।

'কারণ এটা অনুমান মাত্র, সত্যি ঘটনা নয়। এই লোকটি একজন নামকরা ডিটেকটিভ—'

মেসন বলল, 'ওরা সব সমান।'

জজ তাঁর হাতুড়ি ঠুকলেন। বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এইরকম আলোচনা যেন আর না করা হয়। মিঃ মেসন, আপনি বাড়তি

কোনো মন্তব্য করবেন না। আপত্তি করার থাকলে তা উপযুক্ত জায়গায় এবং যথোচিত মর্যাদা সহকারে করবেন এবং তা যেন কেবলমাত্র সাক্ষীকে জেরার প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

পেরি মেসন মুচকি হেসে বলল, 'ধর্মাবতার, আমি মার্জনা চাইছি।'

জজ বললেন, 'মিঃ বার্গার আপনি প্রশ্ন করুন।'

লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে, চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করল বার্গার, 'আর একটাই প্রশ্ন ওভারটন। তোমার আর কি কি কাজ ছিল?'

'মিঃ ব্যাসেটের বাড়িতে যা ঘটছে তার কিছু কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত রাখা।'

'কি ব্যাপার সম্বন্ধে?'

'ওর হয়ে কথাবার্তা শুনতে।'

'আচ্ছা এবার গোড়ার কথায় আসি। তুমি শেষ কখন হার্টলে ব্যাসেটকে দেখ?'

'চোদ্দ তারিখ।'

'তখন উনি বেঁচে?'

'ঐ দিন প্রথম বার যখন দেখি তখন বেঁচে ছিলেন।'

'শেষ বার?'

'মারা গিয়েছিলেন।'

'তিনি কোথায় ছিলেন তখন?'

'ভেতরের অফিসে, মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বাঁ-হাতের কাছে '৩৮ কোল্ট পুলিস পজিটিভ রিভলভার পড়ে ছিল, ডান-হাতের কাছে ছিল '৩৮ ক্যালিবার স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন

রিভলভার। এই শেষেরটা লেপ আর কম্বলের তলায় চাপা ছিল।'

'মিঃ ব্যাসেট তখন মৃত?'

'হ্যাঁ সার।'

'তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ সার।

'যখন তুমি মিঃ ব্যাসেটের মৃতদেহ দেখতে পাও তখন ঘরে আর কে কে ছিল?'

'পুলিসের হত্যা-তদন্ত বিভাগের সার্জেণ্ট হলকোম্ব, দুজন ডিটেকটিভ—তাদের নাম জানি না। এছাড়া ঐ বিভাগেরই একজন অপরাধবিদ্—তার নাম যতদূর জানি শিয়ারার।'

'মৃতদেহের বাঁ-হাতে কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'হ্যাঁ সার।'

'কি?'

'একটা কাঁচের চোখ।'

'কাঁচের চোখটি পরে যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য কি কেউ চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কে দাগ দিয়েছিল?'

'মিঃ শিয়ারার।'

'কি ভাবে দাগ দেওয়া হয়?'

'কালো মতো একটা জিনিস দিয়ে উনি চোখের ভেতরের দিকে দাগ দেন—সেটা কালি না নাইট্রেট অফ সিলভার কম্পাউণ্ড তা আমি বলতে পারব না।'

'আর একবার দেখলে ওটা চিনতে পারবে ?'

'হ্যাঁ, সার।'

বার্গার একটা সিল-করা খাম বার করে, খুব সমারোহ করে সেটা খুলল। তার থেকে একটা কাঁচের চোখ ঝেড়ে বার করল।

'এটা কি সেই চোখ ?'

'হ্যাঁ, এটাই সেটা।'

'এটা তুমি আগে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি।'

'কোথায় ?'

'মিঃ ব্যাসেটের হাতে।'

এই শুনে মেসন এগিয়ে বসল। তার চোখ সরু, মুখে চিন্তার ছাপ।

বার্গার সেদিকে গর্বভরে তাকিয়ে বলে চলল, 'তার মানে এই চোখটা তুমি মিঃ ব্যাসেট খুন হবার আগে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ সার।'

'কতক্ষণ আগে ?'

'চব্বিশ ঘণ্টা।'

বেশ মেপে মেপে প্রশ্ন করল বার্গার। 'সেই কি প্রথম তুমি এই লালচে কাঁচের চোখটি দেখ ?'

'না সার।'

বিচারক কানের পিছনে হাত দিয়ে ঝুঁকে বসলেন, যাতে সাক্ষীর প্রত্যেকটি কথা শুনতে পান।

বার্গার জিগেস করল, 'কবে তুমি প্রথম এই কাঁচের চোখটি দেখো ?'

'মিঃ ব্যাসেটের হাতে দেখার এক দিন আগে।'

'চোখটা তখন কোথায় ছিল?'

'এক মিনিট'—পেরি মেসন উঠে দাঁড়াল। 'আমি আপত্তি করছি। এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, নিরর্থক এবং অনুমানভিত্তিক।'

'আপত্তির কারণটা কি আর একটু বিশদ করে বলবেন?' বিচারক জিগেস করলেন।

'আমার আপত্তির কারণ সাক্ষীর সিদ্ধান্তে। যে চোখটি সে মৃত ব্যক্তির হাতে দেখেছিল সেটাই যে সে চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেখেছিল এই সিদ্ধান্তে আমার আপত্তি। ধর্মাবতার, আশা করি আপনার মনে আছে মৃত ব্যক্তির হাত থেকে নেবার পর চোখটিকে সনাক্ত করার জন্য দাগ দেওয়া হয়। সেই দাগ দেখে সাক্ষী বলতে পারছে এটি সেই চোখ কিনা।

'কিন্তু সেই দাগ দেবার আগে বড় জোর সাক্ষী বলতে পারে ঐরকম একটি চোখ সে দেখেছিল কিন্তু নিশ্চিতভাবে কি করে বলবে যে এটিই সেই চোখ?'

বার্গার হাসল। 'বেশ, আপত্তি মেনে নেওয়া হল। আদালতের অনুমতি নিয়ে আমি শেষ প্রশ্নটি প্রত্যাহার করে সেটি অন্যভাবে উপস্থিত করছি।

'মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোয় যেরকম কাঁচের চোখ ছিল, অনুরূপ একটি চোখ কি তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ সার।'

'কখন?'

'খুনের প্রায় পঁচিশ ঘণ্টা আগে। আমি সেটি মিঃ ব্যাসেটকে দিয়ে দিই। ওঁর মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমি ওটি ওঁর হাতে দেখি।'

'আপনার হাতে এখন যে চোখটি আছে এইটাই সেই চোখ কিনা বুঝতে পারার কোনো উপায় আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কি উপায় ?'

'চোখটি যখন পাই তখন আমার আঙুলে হীরের আংটি ছিল। গোয়েন্দাগিরিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি—'

'পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অনুমানের কথা বাদ দাও। শুধু বল তুমি তখন কি করলে।'

'হীরের আংটি দিয়ে চোখটার ভেতর দিকে কাটকুট চিহ্ন দিলাম।'

'কাটকুট দাগটা এমনিতে দেখা যায় ?'

'না। তবে ঠিক ভাবে আলোর সামনে রাখলে দেখা যায়। আমি খুব চেপে দাগ দিইনি।

'তোমার হাতে এখন যে চোখটা আছে তাতে কি ঐ দাগ আছে ?'

'হ্যাঁ সার, আছে।'

বার্গার বলল, 'এই জিনিসটি তাহলে এক নম্বর প্রামানিক বস্তু হিসেবে আদালতে পেশ করা হোক।'

মেসন বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

জজ বললেন, 'তবে তাই করা হোক।'

বার্গার আগের কথার জের টেনে বলল, 'তাহলে এই চোখটাই তুমি খুনের পঁচিশ ঘণ্টা আগে দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কোথায় দেখেছিলে ?'

ওভারটন লম্বা নিঃশ্বাস নিল, তারপর আদালত ঘরে শিহরণ তুলে উত্তর দিল, 'মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে।'

'তুমি সেখানে এটা কি করে পেলে? কি পরিস্থিতিতে।'

'আমি মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে শব্দ শুনলাম।'

'কিরকম শব্দ?'

কথাবার্তা বলার।'

'গলার আওয়াজ শুনলে?'

'হ্যাঁ। আর চলাফেরার শব্দ।'

'তখন তুমি কি করলে?'

'আমি দরজায় টোকা দিলাম।'

'তখন কি হল?'

'ভেতরে দ্রুত হাঁটাচলার শব্দ হল।'

'তুমি যে কথাবার্তার কথা বলছ তা কি স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল?'

'মানে কথা বোঝা গিয়েছিল কিনা?'

'হ্যাঁ?'

'না স্যার। তবে একটি পুরুষের গলা ও একটি মহিলার গলা পাচ্ছিলাম। কথা বোঝা যায়নি।'

'দরজায় টোকা মারার পর কি হল?'

'খানিকক্ষণ চলাফেরার শব্দ। তারপর একটা জানলা খুলে আবার বন্ধ হল। তারপর মিসেস ব্যাসেট জিগেস করলেন—'কে ওখানে?'

'তুমি কি বললে?'

'আমি বললাম, দরজাটা খুলুন। আমি ড্রাইভার জেমস।'

'তখন কি হল?'

'খানিকক্ষণ পরে উনি বললেন,—"অপেক্ষা কর, আমি পোশাক পরছি"।'

'তারপর?'

'আমি মিনিট খানেক অপেক্ষা করলাম।'

'তারপর?'

'তারপর উনি দরজা খুললেন।'

'তুমি তখন কি করলে?'

'আমি বললাম,—"মাফ করবেন ম্যাডাম, মিঃ ব্যাসেট বললেন বাড়িতে চোর ঢুকেছে। বললেন, সব জানলাগুলো বন্ধ আছে কিনা দেখে আসতে"।'

'তখন উনি কি বললেন?'

'কিছুই বললেন না।'

'তুমি আর কিছু বললে?'

'হ্যাঁ। আমি বললাম—"বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। জানতাম আপনি এখনো শুয়ে পড়েননি"।'

'উনি তখন কি বললেন?'

'উনি বললেন,—"না ঘুমোইনি, স্নান করছিলাম"।'

'তখন তুমি কি করলে?'

'জানলাটার কাছে গেলাম।'

'জানলা খোলা ছিল, না বন্ধ?'

'খোলা ছিল।'

'দোতলার জানলা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু জানলার ছ ফুট নিচেই ছাদ আছে।'

'জানলার ধারে কোনো সন্দেহজনক চিহ্ন পেলে?'

'এই কাঁচের চোখটা পেলাম।'

'কোথায় ছিল ওটা?'

'মেঝেতে।'

'মিসেস ব্যাসেট ওটা দেখেছিলেন?'

মেসন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে। এটা সাক্ষীর সিদ্ধান্তের কথা।' কিন্তু বিচারককে ইতস্ততঃ করতে দেখে মেসন বলল, 'ঠিক আছে, আপত্তি প্রত্যাহার করে নিলাম।'

ওভারটন বলল, 'না, সার। উনি ওটা দেখেননি।'

'তুমি কি করলে?'

'ওটা কুড়িয়ে নিলাম।'

'তুমি কি তুললে উনি দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না সার। উনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'তখন তুমি কি করলে?'

'চোখটা পকেটে পুরলাম।'

'তারপর?'

'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। হীরের আংটি দিয়ে চোখটার পিছনে কাটকুট এঁকে ওটা মিঃ ব্যাসেটের কাছে নিয়ে এলাম।'

'তখন কি হল?'

'চোখটা সনাক্ত করার জন্য মিঃ ব্যাসেট আমাকে কোনো কাঁচের চোখ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।'

'তুমি কি তা করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

বার্গার বলল, 'চোখ সনাক্ত করার জন্য আমরা এই সাক্ষীকে অনুরোধ করব না। আমরা একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হব।'

বার্গার মেসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি জেরা করতে পারেন।'

মেসন বলল, 'তুমি যখন মিসেস ব্যাসেটের দরজার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিলে, তখন একটি পুরুষ গলা শোনো—এ বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত?'

'দরজার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিলাম বলিনি'—সাক্ষী চটে উঠল।

মধুর হাস্য করল মেসন। 'বলোনি, কিন্তু উঁকি মারছিলে। তাই না, গুপ্তচর-মশাই?'

আদালতে হালকা হাসির ঢেউ উঠল। জজ হাতুড়ি পিটলেন।

'বলো, উত্তর দাও। দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিলে?'

'হ্যাঁ, সেখান থেকেই গলার আওয়াজ পাই।'

'ঠিক ঠিক। ফুটো দিয়ে কি দেখলে?'

'কিছু দেখতে পাইনি। মানে তেমন কিছু নয়।'

'মিসেস ব্যাসেটকে ঘরে ঘোরাঘুরি করতে দেখনি?'

'কেউ একজন ছিল।'

'তিনি কি মিসেস ব্যাসেট?'

'খুব নিশ্চিত নই।'

'তবে কোনো পুরুষ ছিল না।'

'না।'

মেসন অভিযোগ করার ভঙ্গীতে তর্জনী তুলে বলল, 'মিঃ ব্যাসেটকে হত্যার পর খুনী তাঁরই গাড়ি করে পালায়, তাই না?'

'না, সার।'

'ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছো?'

'কারণ খুনটা ধরা পড়ার একটু পরেই শুনলাম কেউ বলছে "খুনী মিঃ ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।" আমি গ্যারেজে গিয়ে দেখলাম গাড়িটা আছে কিনা।'

'গাড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'রেডিয়েটরে হাত দিয়ে দেখেছিলে গরম আছে কিনা?'

'না, তা করিনি। তবে গাড়ি আমি যেমনভাবে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবেই ছিল।'

মেসন বলল, 'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

'এক মিনিট।' বার্গার বলে উঠল।

'তুমি বলেছ ঘরে যে লোকটি ছিল তাকে তুমি দেখতে পাওনি।'

'ঠিক।'

'তার গলা শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ'

'ঘরে রেডিও বাজছিল না?'

'না।'

'রিচার্ড ব্যাসেটের গলা শোনোনি?'

'না, না।'

'কি করে জানলে?'

'আমি ওর গলা চিনি। যদিও কথা স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি, তবু স্বরটা বোঝা যাচ্ছিল।'

'কথার স্বরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

'খুব উত্তেজিতভাবে দ্রুত কথা বলছিল লোকটি। এত তাড়াতাড়ি কথা বলছিল যে কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।'

'এতেই হবে।' বার্গার বসে পড়ল।

'আর একটা প্রশ্ন।' মেসন জিগেস করল। 'তুমি কথাগুলো বুঝতে পারছিলে না?'

'না।'

'তাহলে কি করে বলছ কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল?'

'কথা বলার ধরনে তাই মনে হচ্ছিল।'

'কিন্তু কখন একটা কথা শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হচ্ছে সেটা তুমি বুঝতে পারছিলে না। কথাগুলো আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না।'

'চিনতে পারছিলাম মনে হয়।'

'মনে হয়?'

'মানে আমি খুব নিশ্চিত নই।'

'এতেই হবে।' মেসন মুচকি হেসে বসে পড়ল।

বার্গার বলল, 'ডালটন সি. বেট্‌স্‌কে ডাকা হোক।'

লম্বা মতো একটি লোক নার্ভাসভাবে দ্রুত পদক্ষেপে কাঠগড়ায় উঠে এল। তারপর হাত তুলে শপথ নিল।

'আপনার নাম ?' জিগেস করল বার্গার।

'ডালটন সি. বেট্স্।'

'পেশা ?'

'আমি কাঁচের চোখ তৈরি করি।'

'কতদিন এই কাজ করছেন ?'

'পনেরো বছর বয়স থেকে। ঐ বয়সে জার্মানীতে অ্যাপ্রেন্টিস্ ছিলাম।'

'জার্মানীতে শিক্ষানবিশী করার বিশেষ কোনো সুবিধা আছে ?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'কি ?'

'জার্মানীতে দু জায়গায় নকল চোখের কাঁচ তৈরি হয়। যে ফরমুলায় এই কাঁচ তৈরি হয় সেটা গোপন। এদেশে ওটা কেউ করতে পারেনি। তার জন্য একটা বিশেষ ধরনের কাঁচ চাই।'

'জার্মানীতে কোথায় কাজ শেখেন ?'

'উইসবাডেনে।'

'কতদিন ?'

'পাঁচ বছর।'

'তারপর কি করলেন ?'

'তারপর দশ বছর জার্মানীর সবচেয়ে নামকরা নকল চোখ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে কাজ করি। তারপর সানফ্রানসিস্কোতে ফিরে এসে সিডনী নোল্সের কাছে কিছুদিন পড়াশোনা করি। তারপর নিজের ব্যবসা ধরি। তখন থেকেই আমি কাঁচের চোখ তৈরি করছি।'

পেরি মেসন এগিয়ে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সাক্ষীকে দেখছিল।

'এই লোকটিকে আপনি বিশেষজ্ঞ বলছেন?' মেসন জিগেস করল বার্গারকে।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, চালিয়ে যান।'

'নকল চোখ তৈরি করতে বিশেষ জ্ঞান দরকার—ঠিক কিনা?'

বেট্‌স্‌ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে এই চোখ তৈরি হয় মোটামুটিভাবে বলতে পারবেন?'

'বলছি। প্রথমে কাঁচটা ফুলিয়ে গোল করা হয়। কাঁচ আসে টিউবের আকারে। সেটা আগুনে গরম করে বলের আকারে কেটে নেওয়া হয়। চোখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কাঁচের রং বেছে নেওয়া হয়।

'তারপর গোল কাঁচটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার মধ্যে টুকরো রঙিন কাঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের চোখ লক্ষ্য করলে দেখবেন তার মধ্যে নানান ধরনের রঙ থাকে। একটা রঙই প্রধান—তবে চোখের মণিতে বিভিন্ন রঙের আভাস থাকে। রঙগুলো এমনভাবে মেলাতে হয় যাতে ঠিক সত্যিকার চোখের রঙের মতো দেখতে হয়। কালো কাঁচ দিয়ে চোখের মণিটা তৈরি করা হয়, তার মধ্যে বেগুনী রঙও দেওয়া হয়। চোখের তারার আকৃতি ও মাপ খুব ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর এটা করা হয়।

'চোখের রক্ত চলাচল পদ্ধতিটাও এখানে লক্ষ্য করা দরকার। চোখের শিরার রঙ কিন্তু মানুষ ভেদে একএক রকম। —কারো শিরাগুলি বেশি স্পষ্ট, কারো লালচে, কারো হলদেটে।

'সব হয়ে যাবার পর পরিষ্কার স্ফটিক দিয়ে কাঁচটা ঢাকা হয়।

তারপর ঠিক আকারে কেটে নেওয়া হয় চোখটা। এইভাবে কাঁচের চোখ তৈরি করা হয়।'

বার্গার মাথা নেড়ে বলল, 'তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা বিশেষজ্ঞ ছাড়া করা সম্ভব নয়।'

'ঠিকই বলছেন।'

'পেশা হিসেবে এটা কিভাবে বর্ণনা করবেন?'

'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শ্রেণীর চোখ প্রস্তুতকারক আছেন জনা তেরো। এর মধ্যে অনেকরকম ব্যাপার আছে। প্রথমে উপাদান নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে। দ্বিতীয়ত রঙ মেলানোর ব্যাপারেও দক্ষতা চাই। সত্যিকারের ভালো চোখ তৈরি করতে গেলে হতে হবে একাধারে দক্ষ কাঁচ-শিল্পী আর রঙের শিল্পী।'

বার্গার বলল, 'তাহলে যেমন রঙ মেশাবার কায়দা দেখে একজন শিল্পী অন্য একজনের আঁকা ছবি চিনতে পারেন সেইভাবে নকল চোখ দেখে কি প্রস্তুতকারককে চেনা যায়?'

'অনেক ক্ষেত্রেই যায়।'

'আমি আপনাকে একটি কাঁচের চোখ দেখতে দিচ্ছি। এক মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে এটি পাওয়া যায়। চোখটা ভালো করে দেখে বলুন এ সম্বন্ধে কি বলতে পারেন।'

বেটস চোখটা হাতে নিয়ে দেখল তারপর বলল, 'হ্যাঁ অনেক কিছুই বলা যায়।'

'কি বলতে পারেন?'

বিচারক একটু ভুরু কুঁচকে মেসনের দিকে তাকালেন, মেসন আপত্তি করতে পারে মনে করে। কিন্তু মেসন কোনো আপত্তি করল না। তখন নিজেই বললেন, 'প্রশ্নটা যেন কেমন।'

মেসন বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

বেটস বলল, 'এই চোখটা একজন খুব দক্ষ লোকের হাতে তৈরি। বলেন তো আমি তার নামটাও জানাতে পারি। সান-ফ্রানসিস্কোতে থাকে। চোখটা ইচ্ছে করে লালচে করা হয়েছে। মানে এটা কখনো-সখনো সময় বিশেষে পরা হয়। এই চোখটা ব্যবহার করা হয়েছে। যে লোকটি এই চোখ ব্যবহার করেছে তার শরীরে অম্লতার পরিমাণ খুব বেশি।'

বার্গার জিগেস করল, 'সেটা আপনি কি করে বলছেন?'

'ধারে এই যে একটা গোল দাগের সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন—সেই দেখে। শরীর থেকে কাঁচের মধ্যে অ্যাসিড প্রবেশ করে রঙটা নষ্ট করে দিয়েছে। বেশিদিন ব্যবহার করার পর এটা আরো বাড়বে। তাতে কাঁচটা ভঙ্গুর হয়ে যায়।'

বার্গার মেসনের দিকে তাকিয়ে আর একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাইল।

'আপনার অনুমতিক্রমে আমি সাক্ষীকে অন্য একটি চোখ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি অন্যায় সুবিধে নিচ্ছি অপর পক্ষ যদি একথা মনে করেন সেজন্য আগেই এই চোখটির পরিচয় দিচ্ছি। এটি হ্যারি ম্যাকলেন নামে আর একজন মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।'

বিচারক বললেন, 'আপনি কি বলতে চান অন্য একটি অপরাধের প্রমাণ দাখিল করার অধিকার আপনার আছে?'

বার্গার বলল, 'না, আমি শুধু হার্টলে ব্যাসেটের খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিপক্ষে যেতে পারে এমন প্রমাণই উপস্থিত করছি। এটা দেখানো হচ্ছে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য।'

জজ বললেন, 'বেশ। এই সাক্ষ্য যেন অন্য কাজে ব্যবহার না হয়।'

বার্গার আর একটা খাম খুলে অন্য একটি কাঁচের চোখ বার করে সাক্ষীর হাতে তুলে দিলেন।

'এটার বিষয়ে আপনি আমাদের কি বলতে পারেন?'

'এটা আগেরটার মতো অত সাবধানে তৈরি হয়নি। খুবই সাধারণ এটা। অর্ডার অনুযায়ী বানানো নয়। যে কোনো বড় শহরের চোখের ডাক্তারের দোকানে এই রকম নকল চোখ দেখা যায়।'

'আপনার এই উক্তি কিসের ওপর ভিত্তি করে?'

'চোখটা তৈরি করে স্ফটিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তখন এটা ছিল স্বাভাবিক চোখ—অর্থাৎ যে কোনো স্বাভাবিক চোখের পরিবর্তে ব্যবহার করার মতো। পরে খুব তাড়াতাড়ি করে এর মধ্যে একটা লালচে ভাব আনার চেষ্টা করা হয়। এই যে সরু সরু শিরাগুলো দেখছেন, এগুলো স্ফটিকের ওপর থেকে আঁকা হয়েছে। চোখের ধারে কোনো দাগ নেই, তার মানে এই চোখটা মোটেই ব্যবহার করা হয়নি।'

বার্গার জিগেস করল, 'তাহলে কি আমরা এই চোখটি দু-নম্বর প্রামাণিক বস্তু হিসেবে আদালতে পেশ করতে পারি?'

মেসন বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

জজ বললেন, 'সনাক্ত করার জন্য ওতে চিহ্ন দেওয়া হোক।'

বার্গার বলল, 'এবারে আপনি প্রশ্ন করুন।'

মেসন গল্প করার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা অর্ডার দিয়ে কেউ লালচে চোখ করাবে কি কারণে বলতে পারেন?'

'কেউ কেউ নকল চোখ সম্পর্কে খুব সতর্ক। তারা অন্যকে জানাতে চায় না যে তারা নকল চোখ ব্যবহার করে। ধরা না পড়ার জন্যে নানারকম কাণ্ড করে তারা। সন্ধে বেলার জন্য বিশেষভাবে তৈরি চোখ পরে তারা, যখন শরীর ভালো নেই তখন একরকম পরে, অন্য চোখটা কোনো কারণে লাল হলে তার সঙ্গে মিলিয়ে নকল লালচে চোখ পরে।'

'তার মানে নকল চোখটা আলাদা করে চেনা শক্ত।'

'খুব শক্ত।'

'সন্ধেবেলা আলাদা চোখ কেন?'

'স্বাভাবিক চোখের তারা আলোর সঙ্গে বাড়ে কমে। কড়া আলোয় চোখের তারা সঙ্কুচিত হয়, রাত্রে বাড়ে।'

'তাহলে ভালোভাবে তৈরি-করা নকল চোখ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই?'

'মাপটা ঠিক থাকলে আর নকল চোখটা ভালো করে বসানো থাকলে বোঝা যায় না।'

'নকল চোখ নাড়ানো যায়?'

'হ্যাঁ।'

'নকল চোখটা কিভাবে আটকে থাকে?'

'বায়ুশূন্য করে। নকল চোখ আর অক্ষিকোটরের মাঝখানের জায়গা থেকে হাওয়া বার করে।'

'তাহলে সে চোখ খুলে বার করা কঠিন।'

'খুব কঠিন নয়। চোখের পাতা এমনভাবে টেনে নামাতে হবে যাতে হাওয়া ঢুকতে পারে।'

'সেটা কে করেন? যিনি চোখ পরে আছেন?'

'হ্যাঁ। চোখের পাতাটা টেনে নামাতে হয়।'

'বেশ অনেকটা টানতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ধরুন নকল চোখ-পরা একজন লোক খুন করেছে। ঝুঁকে খুন করার সময় তার চোখটি হঠাৎ খুলে পড়ে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই—তাই না?' মেসনের কথা শুনে আদালত ঘরে দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়সূচক আওয়াজ হল—অর্থাৎ মেসন কি বোঝাতে চাইছে সেটা তারা এতক্ষণে উপলব্ধি করেছে।

সাক্ষী বললে, 'না একেবারেই নয়।'

'তাহলে খুন করে বেরিয়ে আসার সময় যদি হত্যাকারী দেখায় তার একটা চোখের কোটর খালি, তাহলে ধরে নেওয়া যায় সে ইচ্ছে করে নকল চোখটি খুলে ফেলেছে—তাই না?'

'তা বলা যায়, যদি অবশ্য খুনী একজন নকল চোখ-পরা লোক হয়। এবং চোখটি ঠিকভাবে বসানো থাকে।'

'যেরকম চোখ এখনি বার্গার আপনার হাতে দিলেন, যে চোখটি হার্টলে ব্যাসেটের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ চোখটা ভালোভাবে বসানো ছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'হ্যাঁ। ওটা খুব পাকা হাতের তৈরি।'

'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। ধন্যবাদ।'

বার্গার খুব মন দিয়ে জেরা শুনছিল। চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে।

বিচারক বললেন, 'পরের সাক্ষী।'

'মিঃ জ্যাকসন সেলবি।'

ফিটফাট পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক কাঠগড়ায় উঠে শপথ নিলেন। কড়া ইস্ত্রি করা শার্ট, আঙুলের নখ সযত্নে কেটে পালিশ করা—দেখেই বোঝা যায় লোকটি বেশভূষায় শৌখিন। বসার আগে সে আলতোভাবে প্যান্ট টেনে নিল যাতে ভাঁজ নষ্ট না হয়।

বার্গার জিগেস করল, 'আপনার নাম ?'

'জ্যাকসন সেলবি।'

'আপনি কি করেন, মিঃ সেলবি ?

'আমি ডাউনটাউন অপটিকাল কোম্পানীর ম্যানেজার।'

'কতদিন এই কোম্পানীতে ম্যানেজার আছেন ?'

'চার বছর।'

'তার আগে কি করতেন ?'

'ঐ কোম্পানীতেই হেডক্লার্ক ছিলাম।'

'আপনাদের কোম্পানী কাঁচের চোখের স্টক রাখে ?'

'হ্যাঁ, বেশ ভালো স্টক।'

'ডক্টর বেটস তাঁর সাক্ষ্যে যেরকম দক্ষভাবে তৈরি কাঁচের চোখের কথা বললেন আপনাদের চোখগুলো কি সেভাবে তৈরি ?'

'আমাদেরগুলো খুব ভালোভাবে তৈরি, নানারকম রঙের আছে, যাতে লোকে ইচ্ছেমতো মিলিয়ে কিনতে পারে। যে কোনো স্বাভাবিক চোখের সঙ্গে আমাদের চোখ ভালোই ম্যাচ করে।'

'আপনারা কি লালচে চোখ আপনাদের স্টকে রাখেন ? মানে যে চোখের শিরাগুলো একটু বেশি লাল করে আঁকা ?'

'না। তা নেই।'

'কেন নেই ?'

'আসলে ঐরকম চোখের খদ্দেররা বিশেষজ্ঞ দিয়ে ঐরকম চোখ

করান। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা অত খরচ করতে চান না।'

'কখনো কি আপনারা ঐরকম লালচে চোখ তৈরি করেছেন?'

'হ্যাঁ, একবার।'

'ওটা কিভাবে করা হয়?'

'স্টক থেকে একটা চোখ নিয়ে একজন চোখ নির্মাতাকে দিয়ে লাল কাঁচের সাহায্যে ওটা করা হয়।'

'সেটা কি সম্প্রতি করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আদালতে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের দিকে দেখুন। এঁদের মধ্যে কেউ কি কোনোদিন আপনাদের দোকানে গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এঁদের মধ্যে কেউ কি সেই লালচে চোখ অর্ডার দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটি কে?'

সেলবি ক্রুনন্ডের দিকে দেখাল।

'ঐ যে ওখানে বসে আছেন প্রতিবাদী ক্রুনন্ড, উনিই সেই লোক।'

আদালতসুদ্ধ সকলে ক্রুনন্ডের দিকে তাকাল। ক্রুনন্ড কিন্তু নির্বিকারভাবে বসে, বুকের ওপর হাত আড়াআড়িভাবে রাখা, চোখের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির নিবদ্ধ। তবে সিলভিয়া ব্যাসেটের মুখের ভাব খবরের কাগজের লোকেদের রঙ চড়িয়ে বর্ণনার উপযোগী দেখাচ্ছিল। ঠোঁট কামড়ে সাক্ষীর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে ছিল সে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে বসল।

বার্গার জিগেস করল, 'উনি লালচে চোখটা কবে অর্ডার দেন?'

'এ মাসের চোদ্দ তারিখে, সকাল নটায়।'

'আপনাদের দোকান খোলে ক'টায়?'

'সকাল ন'টায়।

'যখন দোকান খুলল উনি বাইরে দাঁড়িয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'উনি কি বললেন?'

'উনি বললেন, ওঁর চোখটা হারিয়ে গেছে সেজন্য উনি এখনি আর একটা লালচে চোখ চান।'

'কখন হারিয়েছে সেকথা বললেন?'

'হ্যাঁ। আগের দিন রাত্রে।'

'কটায়?'

'তা বলেননি।'

'কি পরিস্থিতিতে চোখটা খোয়া যায় সে বিষয়ে কিছু বললেন?'

'হ্যাঁ। আমি বললাম উনি যত তাড়াতাড়ি চান তত তাড়াতাড়ি আমরা কিন্তু দিতে পারব না। তখন সম্ভবতঃ আমার মন ভেজাবার জন্য উনি একটা গল্প বললেন।'

'সেখানে তখন আর কে ছিল?'

'শুধু আমি আর মিঃ ব্রুনল্ড।'

'কোথায় কথা বলছিলেন?'

'আমাদের কোম্পানীর কনসালটিং রুমে।'

'মিঃ ব্রুনল্ড কি বললেন?'

'উনি এক আগেকার প্রেমিকার কথা বললেন। তার স্বামী খুব হিংসুটে প্রকৃতির। মিঃ ব্রুনল্ড এই মহিলার কাছে আসা-

যাওয়া করেন। আগের দিন রাত্রে ওঁরা কথাবার্তা বলছেন এমন সময় একজন চাকর দরজায় ধাক্কা দেয়। মিঃ ক্রনল্ডের ইচ্ছে ছিল মহিলার স্বামীর কাছে গিয়ে একটা বোঝাপড়া করা কিন্তু মহিলা তাতে রাজি ছিলেন না। ওঁর ছেলেকে বর্তমান স্বামী দত্তক নিয়েছিলেন। সেজন্য স্বামীকে ত্যাগ করায় ওঁর আপত্তি ছিল। চাকরটি টোকা দেবার পর মহিলা এমন ভান করলেন যেন তিনি স্নান করছেন—এইভাবে চাকরটাকে আটকে রেখে তিনি ক্রনল্ডের পালাবার সুবিধে করে দিলেন, জানলা দিয়ে লাফ দেবার সময় ক্রনল্ডের পকেট থেকে লালচে চোখটা পড়ে যায়। ওঁর আশঙ্কা হয় মহিলার স্বামীর হাতে হয়ত চোখটা পৌঁছে যাবে। তাহলে সর্বনাশ।

'ক্রনল্ড বললেন এইজন্যেই তিনি এত তাড়াতাড়ি করছেন। তাহলে উনি বলবেন ওঁর আগেকার চোখটা চুরি গেছে, তার বদলে চোর আর একটা চোখ রেখে গেছে। ওঁর ধারণা যে চুরি করেছে সে তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যই ঐ কাজ করেছে।'

বার্গার বলল, 'যে লোকটি আপনাকে এই সব কথা বলে সে এবং ঐ ক্রনল্ড বলে প্রতিবাদী একই ব্যক্তি? আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

গর্বভরে মেসনের দিকে তাকাল বার্গার।

'আপনি প্রশ্ন করুন।'

মেসন জুতোর শব্দ তুলে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির টেবিলের কাছে গেল।

'আমাকে দ্বিতীয় চোখটি দিন—যেটা দু'নম্বর প্রমাণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।'

বার্গার খামসুদ্ধ চোখটা মেসনকে দিয়ে বলল, 'ঠিক খামে পুরবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে! তবে যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তাহলে সনাক্ত করতে ভুল হবার কথা নয়।'

সাক্ষীর কাছে গিয়ে খাম থেকে চোখটা বার করে মেসন বলল, 'ছ'নম্বর প্রমাণ হিসেবে যে চোখটি চিহ্নিত করা হয়েছে আমি সেটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই চোখটাই কি আপনি পিটার ব্রুনল্ডকে বিক্রি করেছিলেন?'

সেলবি মাথা নাড়ল। 'না, এটা নয়।'

'এটা নয়?'

'না। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আমরা মিঃ ব্রুনল্ডকে কোনো চোখই বিক্রি করিনি। উনি এসে চাইলেন, কারণটাও বললেন। কিন্তু আমরা অস্বীকার করলাম। অন্য কোন কোম্পানীর কাছ থেকে করিয়ে থাকবেন হয়ত।'

১৫

বিরতির সময় আদালতে কথাবার্তা, চলাফেরা আবার শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে পল ড্রেকের প্রবেশ। আদালতের মেহগেনির রেলিঙের কাছে এসে একটু দাঁড়াল সে, তারপর পেরি মেসনকে দেখতে পেয়ে চোখ মটকাল।

নির্জন একটা কোণে চলে এল মেসন। পল্-ও সেখানে হাজির হল।

পল বলল, 'সব গুবলেট হয়ে গেছে। কাগজ দেখোনি?'

'না। কি হয়েছে?'

ব্রিফকেস খুলে একটা খবরের কাগজ বার করল পল। কাগজটা সদ্য ছাপাখানা থেকে আসা, এখনো ভিজে ভিজে। 'এতেই সব আছে—পড়ে নিলে সব জানতে পারবে। তাহলে আমার বলার কষ্টটা বেঁচে যায়।'

মেসন কাগজটার দিকে তাকিয়েও দেখল না। ভাঁজ করে হাতের তলায় রেখে দিল।

'তুমি ফিরলে কি করে?'

'প্লেন ভাড়া করে। ঘণ্টায় দুশো মাইল। চক্ষের নিমেষে।'

মেসন বলল, 'তবু টেলিগ্রাফের তারে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছয়। কাগজের লোকেরা এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে?'

'রেনোর চালাক ছোকরাগুলোর মতলব অন্য ছিল। অন্তত আমি যখন এলাম তখন পর্যন্ত তাই জানি। ওরা চাইছিল পুরো স্বীকারোক্তি আদায় করে তারপর কাগজে ছাপবে।'

'স্বীকারোক্তি বার করতে পেরেছে?'

'জানি না।'

'কে স্বীকারোক্তি করবে?'

'হেজেল ফেনউইক।'

এক গোছা খবরের কাগজ নিয়ে একজন ডেপুটি ঘরে ঢুকল। সে দৌড়ে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে তাকে একটা কাগজ দিল। ভুরু কুঁচকে পড়তে শুরু করল বার্গার। ডেপুটি এর পর জজের কামরায় ঢুকল।

মেসন বলল, 'কি গণ্ডগোলটা হল বল শুনি।'

'পড়ে নিলে হত না ?'

বিরক্ত হল মেসন। 'ওরা কাগজে যা দিচ্ছে তা তো সর্বসাধারণের জন্যে। আমি জানতে চাই তুমি কোথায় গণ্ডগোলটা পাকালে।'

'তোমার কথামতো আমি রেনোর প্লেন নিলাম। ওখানে পৌঁছেই গেলাম টেলিগ্রাফ অফিসে। ডেলার পাঠানো টেলিগ্রামটা পেলাম। সেটা কোটের পকেটে পুরে একটা হোটেলে গেলাম। ঘরে গিয়ে কোটটা খুলে হাত মুখ ধুচ্ছি, একটা বেয়ারা এসে জিগেস করল—তোয়ালে-টোয়ালে সব ঠিক আছে কিনা। সত্যি বলছি পেরি, আমি ওকে বেয়ারাই ভেবেছিলাম।'

'বলে যাও। তারপর কি হল ?'

'তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে পকেট খুঁজে দেখি টেলিগ্রামটা উধাও। এটা আবিষ্কার করলাম অনেক পরে।'

'তারপর ? বলে যাও।'

'সত্যি বলছি পেরি, আমি যথাসাধ্য গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলাম। প্লেনে যে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে তা বুঝিনি।'

'প্লেনে ভীড় ছিল ?'

'একেবারে ঠাসা।'

'কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল ?'

'হ্যাঁ। দু'জন লোক একটা বোতল নিয়ে এসে ভাব করার চেষ্টা করল। বিশেষ সুবিধে হল না। তারপর এক পটের বিবি এলেন। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন কেমন ছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। তখন মনে হচ্ছিল মেয়েটি প্রথম প্লেনে চড়েছে—তাই ভয় পেয়েছে।'

'কি করল মেয়েটা ?'

'আমাকে দেখে একটু হাসল প্রথমে। ও যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন প্লেনটা একটু ঝাঁকানি দেয়, ফলে ও টাল সামলাতে না পেরে একেবারে আমার কোলে—এরকম তো হয়েই থাকে।'

'তুমি ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে ?'

'প্লেনে নয়। আওয়াজের চোটে কথা বলবে কি। সাক্রামেণ্টোতে নেমে আমি ওকে একটু ড্রিঙ্ক কিনে দিলাম।'

'গল্প করলে ?'

'একটু-আধটু।'

'পরিচয় দিলে ?'

'নামটা বললাম।'

'কি কাজে যাচ্ছ বলেছিলে ?'

'না।'

'পেশার কথা বলেছিলে ?'

'না।'

'কার্ড দিলে ওকে ?'

'না।'

'কোনো খবর দাওনি তো ?'

'তেমন না।'

'কি নিয়ে কথা বললে ?'

'একটি অসহায় মেয়ের সঙ্গে যেমন কথা বলে থাকে লোকে। সত্যি বলছি পেরি—তার বেশি কিছু বলিনি। আমি বললাম ও যে একজন বিখ্যাত চিত্র তারকা সেটা আমি দেখেই বুঝেছি, তবে

নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে ছবি আমি বেশি দেখি না। নিশ্চয়ই ও রেনো যাচ্ছে ডিভোর্স নিতে।'

'ও এটা বিশ্বাস করল ?'

'পুরোপুরি।'

'ওকে তোমার পিছনে লাগান হয়েছিল।'

'নিশ্চয়। সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে। তবে ঠিক তখন বুঝতে পারিনি। তুমি জিগেস করলে কি হয়েছিল তাই বলছি।'

'বেশ বলে যাও।'

'হোটেলে স্নান করার পর আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওকে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের ঠিকানাটা দিলাম।'

'তখন টেলিগ্রামটা খুলে দেখোনি ?'

'না, আগেই ঠিকানাটা মুখস্থ করে রেখেছিলাম।'

'বেশ।'

'আমি নিচে ঘণ্টা বাজাতেই ও ওপরের দরজা খুলল। আমি লিফটে করে উঠলাম। অটোম্যাটিক লিফ্‌ট ছিল।'

'তারপর ?'

'বারান্দায় তেমন আলো ছিল না। আমি টর্চের আলোয় ঘরের নম্বরটা বার করলাম। দরজায় টোকা দিতেই ও দরজা খুলে দিল। তখনো পকেট থেকে কাগজগুলো বার করিনি। হাসিমুখ করে এমনভাবে কথা বলতে লাগলাম যেন আমি ওর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এসেছি।'

'কি বললে ওকে ?'

'জিগেস করলাম ওর নাম হেজেল ফেনউইক কিনা।' ভাবলেশ-হীন মুখে উত্তর হল,—'না'।

'আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তাহলে কি ওর নাম হেজেল ব্যাসেট ?'

'তখন ও বলল, 'না ওর নাম হেজেল ব্যাসেট নয়।' কিন্তু ও দরজাটা বন্ধ করার কোনো চেষ্টাও করল না। ভালো করে দেখে মনে হল হেজেল ফেনউইকের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। তখন আমি আর দেরি না করে ধাঁ করে সমনের কাগজপত্র-গুলো বার করে বললাম হেজেল ফেনউইক ওরফে হেজেল ব্যাসেটকে আমি এই সমন জারি করতে এসেছি।

'মেয়েটা খুব আস্তে আস্তে যেন মুখস্থ করা পড়া বলছে এমন ভাবে বলল, আমার নাম থেলমা বোভনস। তবে হেজেল ফেনউইকের বা ব্যাসেটের উপর জারি করা সমন আমি নিতে প্রস্তুত।

'আর বেশি কথা বলে দরকার কি এই ভেবে আমি ওকে কাগজগুলো দিলাম। এমন সময় মনে হল কে যেন আমার পিছনে। পাশের ঘরের দরজাটা ধাঁ করে খুলে গেল—দেখি লোকে গিজগিজ করছে। পাছে কেউ বাধা দেয় তাই আমি তাড়াতাড়ি কাগজগুলো মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেকি ফ্ল্যাশ বাল্বের ধুম! মনে হল আমি যেন সার্কাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি ব্যাপারটা কি। আর কি হবে? কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি টেলিগ্রামটা নেই। ছোকরা-গুলো কাজের আছে বলতে হবে। যখন স্নান করতে ঢুকেছি তখন একজনকে বেয়ারা সাজিয়ে টেলিগ্রামটা চুরি করেছে। আমি কেন আসছি জানত ওরা। তাই ওৎ পেতে ছিল। এক মক্কেল আবার মেয়েটার জানলার পাশে ফায়ার এসকেপে লুকিয়ে ছিল। শার্সি

ভেঙে ক্যামেরা ঢুকিয়ে সে পটাপট করে ছবি তুলতে লাগল। আমি যখন ওকে সমনটা দিচ্ছি তার ছবিও উঠে গেল।'

'এরা সব কাগজের লোক?'

'কাগজের লোক আর পুলিস। ওখানে কাগজের সঙ্গে পুলিসের দারুণ দোস্তি। অন্ততপক্ষে বাইরের কোন লোকের বিরুদ্ধে খুবই সঙ্ঘবদ্ধ।'

'পুলিস কি করল?'

'একজন আমার চোয়ালে একখানা ঘুঁষি ঝাড়ল। কি ওজন সে ঘুঁষির! খানিকটা চামড়া উড়ে গেল সেই চোটে। অন্য পুলিসেরা মেয়েটাকে হিড় হিড় করে নিয়ে চলল।'

'সমনের কাগজগুলো?'

'বারান্দা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল মেয়েটাকে—কিন্তু কাগজগুলো ও ছাড়েনি। পুলিস আসতে দেখে মেয়েটা যা অবাক হল—কি বলব।'

'তার পরে কি হল জান?'

'জানি না আবার! বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে যা ধমক ধামক করতে লাগল মেয়েটাকে! কে ওর রেনো আসার খরচ দিয়েছে, কেন এখানে এসেছে, কে আসতে বলেছে—এই রকম সব প্রশ্ন।'

'ও কিছু বলেছে নাকি?'

'কিচ্ছু না। উকিলের সঙ্গে কথা না বলে মুখ খুলবে না শুধু এই কথা বলেছিল।'

'তারপর?'

'বুঝলাম রেনোর সমস্ত ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে গেল। ভাবলাম ওরা নিশ্চয় মেয়েটাকে লুকিয়ে ফেলবে—ওর কাছ থেকে

সব কথা আদায় না করে ছাড়বে না। এদিকে তোমার মামলা চলছে, এর মধ্যে তোমাকে চমকে দেবার মতলব করছে ওরা। তাই আমি রেনোর সবচেয়ে দ্রুত প্লেন-চালকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে একেবারে হাওয়ার বেগে চলে এসেছি।'

মেসন চিন্তিতভাবে কাগজটা খুলে শিরোনামের দিকে তাকাল।

"রেনোতে রহস্যজনক সাক্ষী !
স্বীকারোক্তির ফলে স্থানীয় অ্যাটর্নি জড়িত।
ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসের মতে পুরো ব্যাপারটা বিচার
বিভাগীয় তদন্তের জন্য যাবে।"

মেসন কাগজটা পাট করে রাখল।

পল বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত পেরি।'

'কেন ? দুঃখিত কি জন্যে ?'

'তুমি বিপদে পড়লে। তুমিও জানো আমিও জানি ঐ মেয়েটা চাপ সইতে পারবে না। মুখ খুলবেই। হয়ত এতক্ষণে সব বলে দিয়েওছে। কাগজে যা লিখেছে তাতে তাই মনে হচ্ছে।'

'একটা কথা বল। ও কি নেভাদায় থাকতে চেয়েছিল ?'

'সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে ঐ পুলিসের পাল্লায় পড়লে মুখ যদি ও না খোলে তাহলে আমার নাম বদলে দিও।'

'সাবধান। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই দিকেই আসছেন।'

মেসনকে দেখে শীতল হাসি হাসল বার্গার। তারপর বেড়াল যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে সেই ভঙ্গীতে বলল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আজকের শুনানী মুলতুবী রাখতে বলব

কারণ একটা খুব জরুরী ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আবেদন করতে হবে।'

'আপনার অন্য কোনো লোককে সে ব্যাপারে পাঠালে হয় না? তাহলে শুনানী চলতে পারে।'

'তা হয় না। তাছাড়া আপনার তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।'

'কেন হবে না?' জিগেস করল মেসন।

'কারণ আপনাকেও ঐ তদন্তে উপস্থিত থাকতে হবে। হেজেল ফেনউইক নামক একটি মেয়ের হঠাৎ রেনো যাওয়া নিয়ে ব্যাপারটা।'

'ও। তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি হেজেল ফেনউইক এখানে উপস্থিত আছে?'

'উপস্থিত হবে।'

'ও রেনোতে গিয়েছিল?'

বার্গার চটে গিয়ে বলল, 'আপনি খুব ভালো করেই জানেন ও রেনোতে গিয়েছিল। ও পুলিসকে বলেছে আপনি ওকে যাবার খরচ দিয়েছেন। আর কিছু অবশ্য ও বলেনি। বলছে ওর নাম থেলমা বেভিনস—এই নামে ঘর বুক করেছিল ও। রেনোতে পুলিসকে ও এই কথা বলেছে। ওরা তো আর সব ঘটনা জানে না। একবার আমার হাতে পড়ুক, তারপর অন্য কথা বলবে।'

এমন সময় পিছনের কালো পর্দা ঠেলে বিচারক প্রবেশ করলেন। হাতুড়ীর শব্দে আদালতে নীরবতা নেমে এল।

কঠিনমুখে পেরি মেসনের দিকে তাকালেন বিচারক। তিনি যে ইতিমধ্যে খবরের কাগজটা পড়ে ফেলেছেন, সেটা তাঁর মুখের

ভাবেই বোঝা গেল। তিনি মেসনকে জিগেস করলেন, 'আপনি কি প্রশ্ন চালিয়ে যাবেন?'

মেসন তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ধর্মাবতার।'

১৬

বিচারক ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন। বললেন, 'বলুন আপনি।'

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির একজন ডেপুটি পেরি মেসনের দিকে একটা মোড়া কাগজ এগিয়ে দিল।

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললে, 'ধর্মাবতার, এই মামলাসংক্রান্ত ব্যাপারে, কিছু নতুন ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা যদিও আকস্মিক তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। এই পরিস্থিতিতে এক ঘণ্টার মধ্যে এই শুনানী মুলতুবী হওয়া জরুরী বিবেচনা করে আমি সেই মর্মে আপনাকে অনুরোধ করব।'

শুনে জজ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

বার্গার বলল, 'এই বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।'

জজ জিগেস করলেন 'প্রতিবাদী-পক্ষের কোনো আপত্তি আছে?'

পেরি মেসন কিছু উত্তর দেবার আগেই বার্গার গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'ওঁর আপত্তির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না কারণ ঐ মামলার প্রধান-সাক্ষী পেরি মেসন নিজেই।'

পেরি মেসন সহজ গলায় বলল, 'ধর্মাবতার এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আমার হাতে গ্র্যাণ্ড জুরীর কাছ থেকে পাঠানো সমন আছে। এই সমনটি আদালত বসার আগেই আমাকে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু দেওয়া হয়নি। সর্বসমক্ষে এই খবর জানানোর জন্য ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি আদালত বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এটা সস্তা হাততালি পাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

জজ এই কথা শুনে একটু থতমত খেলেন। বার্গার উদ্ধতভাবে মেসনের দিকে ফিরে বলল, 'আসল কাজের বেলায় ঠিক আছেন কিন্তু ফলাফল নিতে নারাজ—তাই না?'

জজ হাতুড়ি ঠুকলেন। 'মিঃ ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি, যথেষ্ট হয়েছে। দয়া করে আর ব্যক্তিগত মন্তব্য করবেন না। আর প্রতিবাদী-পক্ষের উকিলকে আমি এটুকু বলতে পারি যে বাদী-পক্ষের উকিলের মন্তব্য আদালতের সিদ্ধান্তকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারবে না। আপনারা প্রশ্ন শুরু করুন।'

হাতে সমনটা নিয়ে মেসন আদালতে উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। পিছন দিকে ডেলা স্ট্রীটের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা গেল। হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে ডেলা সেদিকে মেসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল।

সবার অলক্ষ্যে ডেলার দিকে তাকিয়ে সামান্য চোখ মটকাল মেসন।

জজ ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে বললেন, 'আপনার পরের সাক্ষী।'

'জর্জ পার্লে,' নাম ডাকল বার্গার।

পার্লে যখন শপথ নিচ্ছে সেই ফাঁকে বার্গার মেসনকে জানাল, 'ইনি একজন বিখ্যাত হাতের-ছাপ-বিশেষজ্ঞ। পুলিস বিভাগে

বহুদিন ধরে কাজ করছেন—'

মেসন বলল, 'ঠিক আছে আপাতত মেনে নিলাম। কিন্তু জেরার ওপর নির্ভর করে।'

বার্গার সাক্ষীর দিকে ফিরল।

'আপনার নাম জর্জ পার্লে। আপনি পুলিসের আঙুলের ছাপ ও হাতের-লেখা-বিশারদ হিসেবে নিযুক্ত আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ মাসের চোদ্দ তারিখে আপনার হার্টলে ব্যাসেটের বাড়ি যাবার প্রয়োজন হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাসেটের অফিসের মেঝেতে যে লোকটি পড়েছিল তাকে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'টেবিলের উপর একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার ছিল দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম।'

'টাইপ রাইটারের পরানো একটা কাগজে কিছু টাইপ করা ছিল, দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনাকে একটা কাগজ দেখাচ্ছি। বলুন তো এটাই কি সেই কাগজ?'

'হ্যাঁ।'

'এই কাগজের লেখাটা ঐ টাইপ-রাইটারে টাইপ করা কিনা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম।'

'পরীক্ষায় কি বোঝা গেল?'

'দেখা গেল ঐ মেশিনে চিঠিটা টাইপ করা হয়নি। যে মেশিনে টাইপ করা হয়েছে সেটা ঐ বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছিল।'

'বাড়ির কোন্‌খানে?'

'এই কেসের অন্যতম প্রতিবাদী মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে।'

'মেশিনটা ওঁর কিনা সে বিষয়ে উনি আপনার সামনে কিছু বক্তব্য উপস্থিত করেছেন কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি বলেছেন?'

'উনি বললেন মেশিনটা ওঁর নিজের। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র টাইপ করেন। কখনো ওঁর স্বামীর স্টেনো এইসব চিঠি টাইপ করে দেয়।'

'উনি নিজে একজন পেশাদার টাইপিস্ট সেকথা আপনাকে বলেছেন কি?'

'হ্যাঁ, উনি টাইপিস্টের কাজ করেছেন অনেকদিন এবং "টাচ" পদ্ধতিতে টাইপ করেন একথা বলেছেন।'

'টাচ পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়?'

'এই পদ্ধতিতে টাইপরাইটারের অক্ষরগুলোর দিকে না তাকিয়ে কেবল স্পর্শের আন্দাজে টাইপ করা হয়।'

'এই পদ্ধতিতে কেউ টাইপ করেছে কিনা অক্ষর দেখে বোঝা যায়?'

'হ্যাঁ। এই পদ্ধতিতে টাইপ করলে সব অক্ষরগুলোতে সমান

চাপ পড়ে। দু'আঙুলে টাইপ করলে সব অক্ষরগুলোয় সমান চাপ পড়ে না সেজন্য অক্ষরগুলোয় অসমান ভাব থাকে।'

'তাহলে আপনার মতে এই কাগজের লেখাটা অন্য টাইপ-রাইটারে লেখা হয়েছিল এবং যে টাইপ করেছিল সে টাচ পদ্ধতি ব্যবহার করে—এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই চিঠিটা যে মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে পাওয়া রেমিংটন পোর্টেবল মেশিনে টাইপ করা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটি যে টাইপ করেছে সে একজন পেশাদারী টাইপিস্ট, অথবা কোনো সময় পেশাদার ছিল, আর সে টাচ্ পদ্ধতি ব্যবহার করে।'

'আপনি আসুন।' মেসনকে বলল বার্গার।

'সাক্ষ্য থেকে যা বুঝলাম—এই চিঠিটা মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে পাওয়া টাইপ-রাইটারে টাইপ করা। টাইপ করার পর এটি অফিস-ঘরে নিয়ে ব্যাসেটের টাইপ-রাইটারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

জজ নোটবুকে কি যেন টুকে নিলেন, তারপর বার্গারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পরের সাক্ষী।'

'আর্থার কোলমার'—নাম ডাকল বার্গার।

কোলমার কাঠগড়ায় এসে হাত তুলে শপথ নিল। চারদিকে তাকিয়ে সে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'আপনার নাম আর্থার কোলমার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।

'আপনার পেশা কি? আপনি শেষ কাজ করেছেন কার কাছে?'

'আমি মিঃ হার্টলে ব্যাসেটের সেক্রেটারি ছিলাম।'

'কতদিন ছিলেন?'

'তিন বছর।'

'শেষ কবে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

'চোদ্দ তারিখ।'

'তখন উনি মৃত না জীবিত?'

'মৃত।'

'কোথায় ছিলেন?'

'ভেতরের অফিসে।'

'ওখানে আপনার সঙ্গে কি করে দেখা হল?'

'আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি বাড়িতে খুব সোরগোল। লোকে উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কি হয়েছে জিগেস করলাম। শুনলাম মিঃ ব্যাসেট মারা গেছেন। ওঁকে সনাক্ত করার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়।'

বার্গার বলল, 'মৃত্যু সম্পর্কে এই সাক্ষীকে আর বেশি কিছু প্রশ্ন করব না। অন্য কতকগুলো ব্যাপারে আমি আলোকপাত করতে ইচ্ছুক।'

জজ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন। মেসন নিজের চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে ছিল, কোনো মন্তব্য করল না।

'প্রতিবাদী মিসেস ব্যাসেটকে আপনি ঘনিষ্টভাবে চেনেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মিঃ ব্যাসেটের অফিস তাঁর নিজের বাড়িতেই, তাই না?'

'হ্যাঁ। একই বাড়িতে। বাড়িটা পাশাপাশি এক ধরনের এক জোড়া ফ্ল্যাট অথবা চারটে দু'তলা ফ্ল্যাটের কথা ভেবে তৈরি করা।'

'পুবদিকের অংশে ছিল মিঃ ব্যাসেটের অফিস—এই তো?'

'পুবদিকের একতলায়।'

'আপনি কোথায় থাকতেন?'

'বাড়ির পিছনের দিকে দোতলায়।'

'কাজ করতেন কোথায়?'

'যে অংশে মিঃ ব্যাসেটের অফিস ছিল সেদিকে।'

'মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে কখনো কথা বলার প্রয়োজন হত?'

'প্রায়ই হত।'

'মিঃ ব্যাসেটের লাইফ ইনশিওরেন্স সম্বন্ধে কখনো মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

মেসন বলল, 'আপত্তি জানাচ্ছি। এ প্রশ্ন অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক এবং অনর্থক।'

পাথরের মতো কঠিনমুখে জজ বললেন, 'আপত্তি অগ্রাহ্য করা হল।'

'ধর্মাবতার, আমি খুনের উদ্দেশ্য প্রমাণ করার জন্য এই প্রশ্ন করেছি। সেটা অবশ্যই আমার অধিকার বহির্ভূত নয়।'

জজ বললেন, 'আপত্তি ইতিমধ্যেই অগ্রাহ্য করা হয়ে গেছে। প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক এই আপত্তি আদালত কোনোমতেই মানবে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে লাভের উদ্দেশ্য অনেক সময় খুনের পিছনে সক্রিয় থাকে। বাদী-পক্ষ যদি এটাকে উদ্দেশ্য হিসেবে দেখাতে পারেন, তবে অবশ্যই তাঁরা সেভাবে এগোবেন।'

মেসন নিরুপায় ভঙ্গী করে বসে পড়ল।

সাক্ষী বলল, 'এই কথাবার্তা হয় মিঃ ব্যাসেটের মৃত্যুর তিনদিন আগে।'

'তখন কে কে উপস্থিত ছিল?'

'মিসেস ব্যাসেট, রিচার্ড ব্যাসেট ও আমি।'

'কোথায় হয় কথাবার্তা?'

'মিসেস ব্যাসেটের ঘরের সামনে সিঁড়ির মাথায়।'

'কি কি কথা হয়?'

'উনি আমাকে জিগেস করেন মিঃ ব্যাসেটের টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারের কোনো খবর আমি রাখি কিনা। উনি জিগেস করলেন কত টাকার ইনশিওরেন্স আছে। আমি বললাম সেটা উনি সরাসরি মিঃ ব্যাসেটকে জিগেস করলেই পারেন। উনি বললেন,—"কোলমার, বোকার মতো কথা বোলো না। তুমি জানো ইনশিওরেন্সের টাকা আমিই পাব"।

'আমি কিছু বললাম না। একটু পরে উনি বললেন—"সেটা তো ঠিক?" আমি বললাম—"আপনার কথার প্রতিবাদ করার কোনো কারণ দেখছি না, তবে ইনশিওরেন্সের ব্যাপারটা নিয়ে মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে কথা বললেই ভালো হয় না কি?"

'উনি বললেন,—"মিঃ ব্যাসেটের ইনশিওরেন্সের পরিমাণ বড় বেশি। কয়েকটা কমাতে পারলে ভাল হয়"—'

'কোন্ কোন্ পলিসি কমাবার কথা বলেছিলেন?'

'তা কিছু বলেননি।'

'তাহলে এই বাক্যালাপের মোদ্দা কথা হল ব্যাসেট যে অনেক টাকার ইনশিওরেন্স করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া—'

মেসন বলল, 'আপত্তিকর মন্তব্য। এ প্রশ্ন অনুমান সাপেক্ষ এবং সাক্ষীর মুখে সিদ্ধান্ত যোগানো হচ্ছে। সাক্ষী প্রতিবাদীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছে। তার কথাই কি যথেষ্ট নয়?'

জজ বললেন, 'আপত্তি গ্রাহ্য হল।'

বার্গার ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে চলল, 'অপর প্রতিবাদী পিটার ক্রনল্ডকে আপনি চেনেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে পরিচয় হয়?'

'দিন সাতেক বা দশদিন আগে।'

'কিভাবে?'

'আমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, উনি তখন বেরোচ্ছেন। উনি বললেন মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু উনি বাড়ি নেই। মিঃ ব্যাসেট কখন ফিরবেন জানতে চাইলেন উনি।'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম মিঃ ব্যাসেটের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।'

'সেই সময় ক্রনল্ড বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'মিঃ ব্যাসেটের কিছু কাজে।'

'মিঃ ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে?'

'হ্যাঁ। বড় সিডানটা।'

'সেই প্রথম আপনি ক্রনল্ডকে দেখেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পরে কখনো দেখা হয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে ?'

'খুনের দিন রাত্রে।'

'ঠিক কোন্ সময় ?'

'দেখলাম বাড়ি থেকে দৌড়ে পালাতে।'

'ব্যাসেটের বাড়ি থেকে ?'

'হ্যাঁ।'

'এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলুন। মিঃ ব্যাসেটের বাড়ি থেকে মানে বাড়ির যে দিকে মিঃ ব্যাসেট থাকতেন সে দিক থেকে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মিঃ ক্রুনল্ড দৌড়ে পালাচ্ছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তখন কটা ?'

'আমি তখন সিনেমা দেখে ফিরছি।'

'কিভাবে ফিরছিলেন ?'

'হেঁটে।'

'মিঃ ক্রুনল্ডের সঙ্গে কথা বললেন ?'

'না। উনি আমাকে দেখতে পাননি। রাস্তার অন্য দিক দিয়ে দৌড়ে চলে গেলেন।'

'আপনি ওঁকে স্পষ্ট দেখেন ?'

'সমস্তক্ষণ নয়। যখন উনি ল্যাম্পপোস্টের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখে চিনতে পারলাম।'

'তারপর কি হল ?'

'বাড়ির কাছে এসে দেখলাম কিছু একটা ঘটেছে। জানলা দিয়ে লোকজনের দৌড়াদৌড়ি দেখলাম।'

'ঠিক কি কি দেখলেন?'

'মিসেস ব্যাসেট ও ডিককে দেখলাম।'

'ওরা কি করছিল?'

'রিসেপশন-রুমে কাউকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। তারপর মিসেস ব্যাসেট ছুটে গিয়ে এডিথ ব্রাইটকে ডাকলেন। দেখলাম বাড়ির অন্য দিক থেকে দৌড়ে এসে এডিথ রিসেপশন-রুমে ঢুকল।'

'আপনি কি করলেন?'

'রিসেপশন-রুমে গিয়ে বললাম ব্যাপারটা কি! কোচে কেউ একজন শুয়ে আছে দেখলাম। ভাবলাম মিঃ ব্যাসেট। জিগেস করলাম ওঁর কিছু হয়েছে কিনা। মিসেস ব্যাসেট আড়াল করে দাঁড়িয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন। বললেন সোজা নিজের ঘরে যেন চলে যাই।'

'আপনি কি করলেন?'

'ওর কথামতো ঘরে চলে গেলাম।'

বার্গার মেসনকে বলল, 'আপনি প্রশ্ন করুন।'

মেসন উঠে দাঁড়াল। 'পরে আপনি হার্টলে ব্যাসেটের অফিসে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করলেন, এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সেই সময় কি আপনি একথা শোনেন যে কোচে শোয়া মেয়েটি অফিস ঘর থেকে একজন লোককে বেরোতে দেখেছে এবং তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'হ্যাঁ, শুনলাম এরকম একজন সাক্ষী আছে।'

'মেয়েটি ছিল অন্ধকার ঘরে। কিন্তু তার পিছন থেকে আলো এসে লোকটির মুখে পড়েছিল। কাজেই মুখোস ছিঁড়ে ফেলার পর মেয়েটি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। এ কথা শুনেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম।'

'এর অর্থ কি ?' আপত্তি করে উঠল বার্গার। 'লোকের মুখের কথা কি আপনি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চান ? হেজেল ফেনউইকের কথা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি আছে।'

'সাক্ষী বাড়িতে ঢোকার ঠিক পরে কি কি ঘটেছিল সে বিষয়ে আমি ওর স্মৃতি ঝালিয়ে নিচ্ছি।'

'শুধু স্মৃতি ঝালিয়ে নেবার জন্য হলে ঠিক আছে, কি ঘটেছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে নয়।'

'তাই তো করছি।'

'এই যদি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

মেসন কোলমারকে জিগেস করল, 'লোকটি মুখোস পরে থাকলে তার অর্থ সে চেহারাটা গোপন করতে চেয়েছিল, তাই না ?'

জজ বললেন, 'এই প্রশ্নটা কিন্তু তর্ক সাপেক্ষ।'

বার্গার বলল, 'ওঁকে আমি যথেচ্ছ প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দিচ্ছি, সুতরাং আমার আপত্তি নেই।'

মেসন বলল, 'ধন্যবাদ। এগুলো প্রামাণিক প্রশ্ন। পরে আমি যা প্রশ্ন করব তার ভূমিকা হিসেবে আমি এগুলো জিগেস করে রাখছি।'

'বেশ বাদী-পক্ষের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনি প্রশ্ন করে যান।' বললেন জজ।

'এটা কি আপনার খুব আশ্চর্য মনে হয়নি যে নিজের চেহারা গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখোস পরা লোকটি সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশটিই দেখাবার চেষ্টা করবে—অর্থাৎ তার যে একটি চোখ নেই সে দিকে ইচ্ছে করেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?'

'তা বলতে পারব না।'

'একথা বলুন, মিস ফেনউইকের বিবরণের ঐ অংশটা কি আপনার অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি?'

'তা মনে হয়নি।'

'গুলি ছোঁড়া হয় লেপ ও কম্বলের ভেতর থেকে, যাতে শব্দটা শোনা না যায়—একথা কি ঠিক?'

'তাই তো মনে হয়েছিল।'

'এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে মুখোস পরা একজন লোক লেপ কম্বল হাতে নিয়ে ব্যাসেটের অফিসে ঢুকতে পারে না। তাতে মিঃ ব্যাসেট প্রথমেই বাধা দিতেন।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।'

'মিঃ ব্যাসেটের মৃতদেহের অবস্থান থেকে মনে হয় উনি বাধা দেবার কোনোই চেষ্টা করেননি। এমন কি নিজের রিভলভারটাও বার করার সময় পাননি। তাই না?'

বার্গার বাধা দিয়ে বলল, 'ধর্মাবতার, এই প্রশ্নগুলো অনুমান-সাপেক্ষ। সাক্ষী এমন কোনো বিশেষজ্ঞ নয় যে তাকে—'

মেসন মুচকি হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

ইতিমধ্যে আদালতে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, লোকে জটলা পাকাতে লাগল। মেসন গলা চড়িয়ে বলে চলল, 'আশাকরি ধর্মাবতার বুঝতে পেরেছেন যে এই সাক্ষীর বক্তব্যে দুই প্রতিবাদীই

বেশ অসুবিধায় পড়েছেন। তাই আমি এই সাক্ষীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই—'

গোলমাল ক্রমশ বাড়তে লাগল। একজনের গলা শোনা গেল—'রাস্তা ছেড়ে দিন। আমরা পুলিস-অফিসার।'

জজ হাতুড়ি ঠুকলেন। আদালতের ও প্রান্তে গোলমাল কিসের জন্য জানার জন্য তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিচারক হিসেবে বিরক্তি।

বার্গার দাঁড়িয়ে উঠল। মেসন তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে বলে চলল, 'ধর্মাবতার আমাকে এবং সাক্ষীকে বিনা বাধায় কথা চালাবার সুযোগ দেওয়া হোক। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সাক্ষীকে এখন চলে যেতে বলা হোক, যতক্ষণ না পরিবেশ অনুকূল হয়।'

বার্গার গরম গলায় বললে, 'ধর্মাবতার, আমিও ঠিক সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অনিবার্যভাবে আদালতে বাধা উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি সাক্ষীকে আপাতত ফিরিয়ে নেওয়া হোক।'

জজ জোরে হাতুড়ী ঠুকে বললেন, 'গোলমাল এখনি বন্ধ না হলে আমি কোর্ট খালি করে দেবার হুকুম দেব।'

পিছন থেকে কে একজন বলল, 'আমি একজন অফিসার।'

জজ বললেন, 'আপনি যেই হোন আপনাকে আদালত অবমাননার জন্য জরিমানা করা হবে। এখন আদালত চলছে।'

ভদ্র অথচ শক্ত গলায় বলে উঠল বার্গার, 'আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি এই সাক্ষীকে এখন সরানো হোক। একজন অত্যন্ত প্রধান সাক্ষী এই মুহূর্তে আদালতে এসেছেন। এই সাক্ষীকে

আমি জেরা করতে চাই। তার পরে সম্ভবত আর কোনো সাক্ষীকে ডাকার প্রয়োজন হবে না। শুধু এই অপরাধের সঙ্গে মিঃ মেসনের জড়িত থাকা নিয়ে সাক্ষ্য দরকার হতে পারে। আমার মনে হয় এই সাক্ষী ব্রুনল্ডের বিরুদ্ধে একেবারে পাকা প্রমাণ দাখিল করতে পারবে।'

মেসন বলল, 'এই বক্তব্য অন্যায়, তর্ক সাপেক্ষ এবং আচরণ বহির্ভূত। আমি এর প্রতিবাদ করছি।'

বার্গারের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'নিজের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবেন—'

জজ বললেন, 'শান্ত হোন। আদালতে গোলমাল চলবে না। আপনাদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশের জায়গা এটা নয়। নইলে এখনি আদালত খালি করে দিতে আদেশ দিচ্ছি।'

আদালত ঘরে স্তব্ধতা নেমে এল। বার্গার লজ্জিতমুখে বলল, 'ধর্মাবতার, আমি মাফ চাইছি—নিজেকে সামলাতে পারিনি।'

কঠোরভাবে জজ বললেন, 'আপনার মার্জনা গ্রহণ করা হল না। আগেও আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত ঝগড়ার জায়গা এটা নয়। এখন আপনি কি বলতে চান?'

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল বার্গার। তারপর বলল, 'আমি মিঃ কোলমারকে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নামিয়ে সেখানে অন্য একজনকে আনতে চাই। তবে তার আগে কয়েক মিনিটের বিরতি প্রার্থনা করি।'

মেসন বলল, 'নতুন সাক্ষীকে যদি আনতেই চান তাহলে আগে থাকতে শিখিয়ে পড়িয়ে আনবেন না।'

'ধর্মাবতার,' বার্গার বলে উঠল, 'এ একজন অনিচ্ছুক সাক্ষী। কোর্টের আওতা থেকে এ পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে অনিচ্ছুক সাক্ষী হিসেবেই দেখতে হবে, তবে তার কাছে মূল্যবান খবর আছে।'

জজ জিগেস করলেন, 'আপনি কি হেজেল ফেনউইকের কথা বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার।'

'মিঃ কোলমার আপনি চলে যেতে পারেন। হেজেল ফেনউইক এগিয়ে আসুন।'

বার্গার বলল, 'ধর্মাবতার, এইসব লোকদের পথ ছেড়ে দিতে হবে। সাক্ষী আসতে পারছে না।'

'পথ ছেড়ে দিন।'

বার্গার আবেদন করল, 'যদি আমাদের কয়েক মিনিটের বিরতির অনুমতি দেন।'

একটু ইতস্তত করে জজ বললেন, 'আদালত পাঁচ মিনিটের বিরতি পালন করছে।'

দুজন পুলিস-অফিসার একটি মেয়েকে হাত ধরে সাক্ষীর কাঠ-গড়ার দিকে নিয়ে এল। মেয়েটির মুখ বিবর্ণ।

জজ উঠে মেয়েটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে পর্দা সরিয়ে চেম্বারে ঢুকে গেলেন।

আদালতসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সুঠাম, দীর্ঘাঙ্গী কালো-চুল মেয়েটির দিকে।

মেসনের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অফিসাররা ওকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কেউ একজন মেহগনি রেলিঙের গেটটা খুলে ধরল। উকিলদের জন্য আলাদা করা জায়গায় ঢুকল মেয়েটি।

বার্গার ওর দিকে হাসিমুখে এগোল। দর্শকরা মাথা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল কি হচ্ছে। যারা দেখতে পাচ্ছিল না তারা কান খাড়া করল। আদালত বিরতির সময় যে গুঞ্জন-ধ্বনি ওঠে তা একেবারে স্তব্ধ। শুধু জামাকাপড়ের খসখস আর সাম্মিলিত নিঃশ্বাসের শব্দ।

বার্গার চারিদিক দেখে নিয়ে এক কোণে কোর্ট-রিপোর্টারের ডেস্কের কাছে থেলমাকে নিয়ে এসে ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগল। থেলমা কেবল মাথা নাড়তে লাগল। বার্গার ওকে কিছু প্রশ্ন করল। থেলমা হঠাৎ একবার মেসনের দিকে তাকিয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু বার্গারের একটি প্রশ্নেরও জবাব সে দিল না—ঠোঁট এঁটে রইল।

প্রথম সারিতে যারা বসেছিল তারা বার্গারের চাপা গলার হুমকি ভালোই শুনতে পাচ্ছিল।

'এইসব কায়দা যদি কর তাহলে তোমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে শপথ নিয়ে কথা বলাতে বাধ্য করব। এখন প্রাথমিক তদন্ত হচ্ছে। তুমি এই সম্পর্কে যা বলবে তা গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যে কথা বললে কিন্তু শাস্তি হবে আর মুখ না খুললে আদালত অবমাননার জন্য জজ তোমাকে জেলে পুরবেন।'

থেলমা তবু চুপ করে রইল।

বার্গারের মুখ ক্রমশ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হচ্ছিল। কটমট করে সে মেসনের দিকে তাকাল। মেসন নির্বিকারভাবে সিগারেট ধরাল।

বার্গার পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে ঠিক সেইরকম চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে আমি ঠিক ষাট সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে মুখ তোমাকে খুলতেই হবে।'

থেলমা সোজা উদ্ধতভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইল, ঠোঁট চাপা, মুখ ফ্যাকাশে। ইতিমধ্যে এক উৎসাহী রিপোর্টার চট করে একটা ছবি তুলে নিয়েছে কোর্টের বিরতির সুযোগ নিয়ে। থেলমা চুপ করে দাঁড়িয়ে, হাতে ঘড়ি নিয়ে প্রতীক্ষারত বার্গার, পিছনে পেরি মেসন, চোখে কৌতুক, হাতে সিগারেট।

বার্গার এক পাক ঘুরে গিয়ে রিপোর্টারকে পাকড়াও করেছে, 'এখানে ছবি তোলা নিয়ম নেই।'

রিপোর্টার কোনোমতে উত্তর দিল, 'এখন আদালত বন্ধ আছে—' বলেই সে ক্যামেরা নিয়ে দৌড় মেরেছে।

বার্গার ঘড়ির ডালা শব্দ করে বন্ধ করল। 'ঠিক আছে। এখন নিজের কাজের প্রতিফল ভোগো।'

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল থেলমা। মনে হল না বাগারের কথা ওর কানে ঢুকেছে।

জজ ততক্ষণে চেম্বার থেকে বেরিয়ে মঞ্চের ওপর উঠেছেন। 'আদালত আবার চালু হচ্ছে। আপনারা প্রস্তুত ?'

'ধর্মাবতার, আমি প্রস্তুত,' বলল মেসন।

ক্রুদ্ধ গলায় বার্গার ডাক দিল, 'হেজেল ফেনউইক, কাঠগড়ায় আসুন।'

মেয়েটি নড়ল না।

বার্গার চেঁচিয়ে উঠল, 'কথাটা কানে গেল ? কাঠগড়ায় আসতে বলা হচ্ছে। ডান হাত তুলে শপথ নিয়ে ঐ চেয়ারটাতে বসুন।'

'আমার নাম হেজেল ফেনউইক নয়।'

'কি নাম আপনার?'

'থেলমা বেভিনস।'

'বেশ, তাই সই। ডান হাত তুলে শপথ নিন তারপর ঐ চেয়ারে বসুন?'

একটু ইতস্তত করে শপথ নিল মেয়েটি। তারপর চেয়ারে বসল।

বার্গার বেশ উঁচু গলায় জিগেস করল, 'আপনার নাম কি?'

'থেলমা বেভিনস।'

'আপনি কি কখনো হেজেল ফেনউইক নাম ব্যবহার করেছেন?'

ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটি।

পেরি মেসন বেশ কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠল, 'দেখুন মিস বেভিনস, উত্তর দিতে ইচ্ছে না হলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

বার্গার ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগেস করল, 'আপনি কি এই মহিলার উকিল নাকি?'

'জিগেস যখন করলেন তখন বলেই ফেলি, হ্যাঁ।'

বার্গার বলল, 'তাহলে তো আপনার অবস্থাটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে এই মহিলাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে আপনার হাত আছে যখন।'

মেসন অভিবাদন করে বলল, 'ধন্যবাদ, আমি কাজের ফলাফল সম্বন্ধে ভালোই ধারণা রাখি। মিস বেভিনস, আমি আবার বলছি ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবেন না।'

বার্গার সাক্ষীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'উত্তর দিতে উনি বাধ্য। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি উত্তর দাবী করছি।'

জজ বললেন, 'দেখুন মিঃ মেসন কোন্ প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক আর কোন্টা নয় সেটা বিচার করবে আদালত। আমি মনে করি প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। এই মেয়েটিকে আমি উত্তর দিতে আদেশ করছি। তা না করলে একে আদালত অবমানার দায়ে অভিযুক্ত করতে বাধ্য হব।'

পেরি মেসন থেলমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বলল, 'আপনি উত্তর দিতে বাধ্য নন।'

জজ এই শুনে আশ্চর্য হয়ে অস্ফুট কি উক্তি করলেন। বার্গার অধৈর্যভাবে মেসনের দিকে তাকাল। মেসন নির্বিকারভাবে বলে চলল—যেন কথার মাঝখানে ও দম নেবার জন্য একটু থেমেছিল মাত্র। '—যদি আপনি মনে করেন উত্তর দিলে আপনার অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা আছে। আপনি শুধু এই কথা বলুন সংবিধানগত অধিকার-বলে আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করছি, কারণ তাহলে আমি নিজে অভিযুক্ত হতে পারি। একবার এই কথা বলে ফেললে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে আপনাকে উত্তর দিতে বাধ্য করতে পারে।'

থেলমা বেভিনসের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। সে বলল, 'আমি সংবিধানগত অধিকার বলে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করছি, কারণ আমি মনে করি তাহলে আমি অভিযুক্ত হতে পারি।'

সাক্ষীর কাঠগড়ার চারপাশে সকলে চুপ। অবশেষে বার্গার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে নিল।

বার্গার আবার থেলমার দিকে ফিরল। 'যখন হার্টলে ব্যাসেট খুন হয় তখন আপনি ব্যাসেটের বাড়িতে ছিলেন?'

থেলমা মেসনের দিকে তাকাল।

মেসন বলল, 'উত্তর দেবেন না।'

বার্গার জজকে জিগেস করল 'এর উত্তর কি করে ওকে অভিযোগের দায়ে জড়াতে পারে?'

মেসন বলল, 'যদি আমার আইনজ্ঞান ঠিক হয় তাহলে বলব এটা সাক্ষী ঠিক করবেন। উত্তরের চেয়ে ব্যাখ্যা অনেক সময় তাঁর পক্ষে বেশি মারাত্মক হতে পারে।'

থেলমা এতেই বুঝে গেল। 'সে বলল, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করছি—তাহলেই হবে তো।'

জজ একবার গলা খাঁকরালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বার্গার ভুরু কুঁচকে এবার নতুন পথে আক্রমণ চালাল।

'আপনি পেরি মেসনকে চেনেন?'

জজ গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই প্রশ্নের মধ্যে এমন কিছু নেই যা আপনার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে। আমি আপনাকে উত্তর দিতে বলছি।'

'হ্যাঁ চিনি,' বলল থেলমা।

'পেরি মেসনের কথায় আপনি নেভাদা গিয়েছিলেন?'

থেলমা কি বলবে বুঝতে না পেরে মেসনের দিকে তাকাল।

মেসন বলল, 'সাক্ষীকে আমি বলব সংবিধানগত অধিকার বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতে। তবে আদালতের সুবিধার জন্য আমি জানাচ্ছি যে এই মহিলাকে আমিই রেনো যাবার পরামর্শ দিই এবং রেনো যাবার খরচও দিই।'

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির মুখে কেউ ভিজে তোয়ালে ছুঁড়ে মারলেও বোধহয় সে এতটা অবাক হত না।

'আপনি কি করেছেন?'

'এই মহিলার রেনো যাবার খরচ দিই। যাবার পরামর্শও আমার। ওখানে থাকার খরচও আমিই দিই।'

বার্গার জিগেস করল, 'আপনি কি এই মহিলার উকিল হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ওঁকে উত্তর দিতে দেবেন না?'

'এখনো পর্যন্ত আপনি যা যা প্রশ্ন করেছেন সেগুলোর উত্তর দিতে বারণ করেছি তার মানে এই নয় যে পরে যে প্রশ্ন করবেন তার উত্তর দিতেও বারণ করব।'

বার্গার সাক্ষীকে জিগেস করল, 'আপনি রিচার্ড ব্যাসেটকে কতদিন চেনেন?'

মেসন বলল, 'উত্তর দেবেন না, দিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন।'

জজ পেরি মেসনকে বললেন, 'দেখুন, আমার ধারণা আপনি সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে উত্তর দিতে বারণ করছেন না, বরং উত্তর দিলে আপনি জড়িত হয়ে পড়তে পারেন এই জন্য বারণ করছেন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হল। আদালত যদি দেখে আপনি সত্যিই এতে জড়িত তাহলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হবে।'

মেসন বলল, 'আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে?'

গম্ভীরভাবে জজ বললেন, 'হ্যাঁ।'

মেসন বলল, 'ভালো কথা। তাহলে আমি একটা বিবৃতি দেব। ভেবেছিলাম দেবার প্রয়োজন হবে না।

'যে রাত্রে হার্টলে ব্যাসেট খুন হয়, তখন একটি মেয়ে তার

বাইরের অফিসে বসে ছিল। খুনের ঠিক পরেই একটি লোক সে ঘরে ঢোকে। তার মুখ কার্বন পেপারের মুখোসে ঢাকা ছিল। চোখের জায়গায় দুটো ফুটো ছিল। একটা ফুটো দিয়ে খালি চক্ষু কোটর দেখা যাচ্ছিল।'

জজ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এর সঙ্গে কি এই মেয়েটির অথবা তার উত্তর না দেবার কোনো সম্পর্ক আছে?'

মেসন বলল, 'ধর্মাবতার প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হল কেন আমি এই মেয়েটিকে উত্তর দিতে বারণ করছি। তার উত্তর আমি দিচ্ছি। সবটা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি কোনোটাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। যদিও এর কিছুটা হয়ত অনুমানসাপেক্ষ হতেও পারে।'

'বেশ,' জজ বললেন। 'বলে যান।'

'এই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। লোকটি তখন ওকে আঘাত করে। মেয়েটি এক টানে মুখোস ছিঁড়ে ফেলে। আলো এমনভাবে আসছিল যাতে মেয়েটি ওকে দেখতে পায়, কিন্তু লোকটি মেয়েটির মুখ দেখতে পায় না। লোকটি আবার আঘাত করল। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ও মারা গেছে ভেবে লোকটি সেখান থেকে পালায়। ধর্মাবতার একমাত্র এই মেয়েটিই এ লোকটির, অর্থাৎ খুনের একটু পরেই সেই ঘর থেকে যে দৌড়ে পালিয়েছিল, তার চেহারা স্পষ্ট দেখেছে—'

জজ বললেন, 'আপনার বক্তব্য থেকে তো এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই সাক্ষীর মুখ বন্ধ করে আপনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন? আরো অপরাধ করেছেন ওকে আদালতের আওতা থেকে সরিয়ে ফেলে।'

মেসন বলল, 'আপাতত আমি সে প্রসঙ্গ আলোচনা করছি না। সাক্ষীকে কেন আমি উত্তর দিতে বারণ করেছি সেটাই শুধু বলছি।'

জজ বললেন, 'বিচিত্র পরিস্থিতি।'

মেসন বলল, 'অস্বীকার করছি না। আপনি আমাকে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন—আমি তারই সদ্ব্যবহার করছি মাত্র।'

'বেশ, বলে যান তাহলে।'

মেসন বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে মুখোসটা খুব তাড়াহুড়ো করে করা। লোকটা খুন করার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। গুলির শব্দ যাতে না হয় তার জন্যেও ব্যবস্থা নিয়েছিল। ওর হাতে ছিল কম্বল আর লেপ। তাতে দুটো কাজ হল। গুলি করার সময় শব্দটা চাপা পড়ল—আর ঘরে ঢোকার সময় আক্রান্ত ব্যক্তি ওর হাতের রিভলভার দেখতে পায়নি। সব ব্যাপারটাই ভেবে-চিন্তে করা। তাছাড়া আত্মহত্যা করছি বলে একটা চিঠিও সে আগে থাকতে টাইপ করে রেখেছিল।'

জজ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি যে কথাগুলো বলছেন তা আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিন্তু।'

খুব মার্জিতভাবে উত্তর দিল মেসন, 'ধর্মাবতার আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেছিলেন, তাই তাই করছি।'

'কিন্তু খুনের মামলার আসামী আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে কথা বলে আপনি নীতির খেলাপ করছেন।'

'মক্কেলের প্রতি কর্তব্য এবং আইনজ্ঞ হিসেবে নীতির কথা আমি ভালভাবেই অবগত আছি।'

শুনে জজের মুখ কালো হয়ে উঠল। বললেন, 'ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ

করুন। পছন্দসই না হলে কিন্তু আদালত অবমাননা হবে খেয়াল রাখবেন। সংক্ষেপে বলুন।'

মেসন বলল, 'দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা না বললে ব্যাখ্যাটা ঠিক হবে না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম হল, যদি লোকটা আগে থাকতে ঠিক করত সে বাইরের দরজা দিয়ে পালাবে, তাহলে মুখোসটা আগেই করে রাখত। খুন করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে, কিন্তু পালানোর ব্যাপারটাতে কোনো পূর্ব পরিকল্পনার আভাস নেই। হাতের কাছে হত্যাকারী যা পেয়েছে তাই দিয়ে খুনের পর একটা মুখোস বানিয়ে নিয়েছে।

'আমার বক্তব্য হল পালাবার ধরন এবং মুখোসের ফুটো দিয়ে অন্ধ চোখের গর্তটি দেখানো থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে নিহত ব্যক্তির হাতে ধরা কাঁচের চোখটি দেখে হত্যাকারীর মাথায় এই ধারণাটা আসে।

'হত্যাকারীর চোখ থেকে আকস্মিকভাবে নকল চোখটি খুলে পড়া কিম্বা ধস্তাধস্তিতে চোখটি ছিটকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। নকল চোখটি বেশ ভালোভাবেই লাগান ছিল। হত্যাকারী কি তাহলে ইচ্ছে করে নিজের নকল চোখটি খুলে নিহত ব্যক্তির হাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল? ইচ্ছাকৃতভাবে মুখোসের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিল তার একটা চোখ নেই? এর একটাই কারণ হতে পারে। হত্যাকারী নিশ্চিত জানত তার নকল চোখের কথা সকলের অজানা এবং এমন একজন আছে যাকে পুলিস অতি অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সেই লোকটির এক চোখ নকল। খুবসম্ভব নিহত ব্যক্তির হাতে-ধরা চোখটি তারই।'

জজ অধৈর্য হয়ে বললেন, 'এ সব কথাই তর্কসাপেক্ষ। নিজের মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে হত্যাকারীর যে পরিকল্পনার আভাস আপনি দিলেন সেটা অবশ্য আপনার মক্কেলদের পক্ষেই যাচ্ছে। কিন্তু আপনি তো কেবল যুক্তি দেখাচ্ছেন—যে প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলছেন না।'

মেসন বলল, 'আমি এখনি সেই প্রসঙ্গে আসছিলাম। এই মেয়েটি কোচ থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় আবার মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তখন অফিস ঘরের দরজার কাঁচে তার হাতের ছাপ পড়ে। আমার নির্দেশ অনুযায়ী ডিটেকটিভরা ঐ আঙুলের ছাপের ছবি নিয়ে ছাপগুলো সনাক্ত করে।

'সনাক্ত করার পর দেখা গেল পুলিস এই মেয়েটিকে খুঁজছে। এ অনেকবার বিয়ে করেছে এবং বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হয়, মেয়েটি স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং অনতিবিলম্বেই আর-একটি বিয়ে করে।'

জজ স্তম্ভিত হয়ে মেসনের কথা শুনতে লাগলেন। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি একবার বসল, আবার উঠে দাঁড়াল। তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

মেসন অবলীলাক্রমে বলে গেল, 'আমরা দেখলাম পুলিস মেয়েটির বিরুদ্ধে এমন সব তথ্য জড় করেছে যাতে তার স্বামীদের মৃত্যু হত্যা বলে প্রমাণিত হয়। এক স্বামী বর্তমানে এই মেয়েটি ডিক ব্যাসেটকে গোপনে বিয়ে করে। আগের স্বামী মেয়েটিকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং ওর নামে ইনশিওরেন্স করাতে অস্বীকার করে। সেজন্য তাকে খুন করার প্রয়োজন হয়নি।

'আমার কাছে এই সবের প্রমাণ আছে। এই খামটিতে মেয়েটির আঙুলের ছাপসহ আগেকার ইতিহাসের সব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। এটি আমি বাদীপক্ষের হাতে সমর্পণ করছি।

'ধর্মাবতার এক্ষেত্রে মেয়েটিকে প্রশ্নের না উত্তর দিতে নির্দেশ দিয়ে আমি অধিকার ভঙ্গ করিনি—এই আমার স্থির বিশ্বাস।'

বার্গার কাঠের পুতুলের মতো খামটা মেসনের হাত থেকে নিয়ে নিল। তখনো সে বিস্ময়ে বিমূঢ়।

জজ থুতনি চুলকে বললেন, 'কোনো অ্যাটর্নির মুখ থেকে এরকম বিস্ময়কর বিবৃতি আমি এর আগে শুনিনি। যে মক্কেল তাঁকে নিযুক্ত করেছে তারই বিরুদ্ধে এই বিবৃতি। এই বিবৃতির অর্থ কি আমি বুঝতে পারছি না। তবে কিছু তথ্য আপনি উপস্থিত করেছেন স্বীকার করছি এবং সেই সব তথ্য পুলিসের গোচরে আনা আপনার কর্তব্য একথাও ঠিক। তবে যেভাবে এবং যে সময়ে ব্যাপারটা উপস্থিত করেছেন তাতে আপনার মক্কেলের স্বার্থহানি হল। আপনি ওঁর উকিল হিসেবে এসেছেন।'

মেসন খুব সহজ গলায় বলল, 'ঠিক কথাই বলেছেন। আমি তো প্রথমে এই বিবৃতি দিতে চাইনি, দিতে আপনিই বাধ্য করলেন। আপনি অনুযোগ করলেন আমি নাকি নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ওকে মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি। সেইজন্যই এত কথা বলতে হল।'

জজ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্গার। তার হাতে একটা ফোটো—একটি মেয়ের মুখ। তার নিচে কিছু বর্ণনা ও এক সেট আঙুলের ছাপ। অন্য হাতে আঙুলের ছাপের আর একটি কপি। দুটিই মেসনের দিকে উঁচিয়ে ধরে বার্গার

জিগেস করল, 'এই আঙুলের ছাপগুলোই কি দরজার ওপর পাওয়া গিয়েছিল ?'

'আঙুলের ছাপের ছবি ওটা।'

'আমার ডান হাতে ধরা পুলিস-রেকর্ডের সঙ্গে কি এই ছাপগুলো মিলে যায় ?'

'হ্যাঁ যায়,' মেসন বলল।

বার্গার চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে এখানে একটা কারচুপি করা হয়েছে। এই মহিলা-অপরাধী, যার ফোটো এখানে আছে, সে এবং উপস্থিত এই মেয়েটি এক লোক নয়।'

মেসন হাসল, 'এতক্ষণে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পেরেছেন ?'

আদালতে তুমুল গোলমাল শুরু হল।

১৭

তিন মিনিট ধরে জজ গণ্ডগোল থামাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো লাভ হল না। তখন উনি দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করে বেলিফদের বললেন আদালত ঘর খালি করে দিতে।

মেসনের কাছে এসে এক বেলিফ জানাল জজ মেসন ও ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে নিজের কামরায় ডেকেছেন।

মেসন তার সঙ্গে জজের কামরায় গেল। একটু পরে বার্গারও উদয় হল। মেসনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে জজকে জিগেস করল, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?'

'আমি আপনাদের দুজনের সঙ্গেই এই মামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।'

বার্গার বলল, 'পেরি মেসনের সঙ্গে আমার আলোচনা করার কিছু নেই। সাক্ষী হেজেল ফেনউইক হোক বা না হোক তার সঙ্গে মেসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচারের সামনে হাজির হওয়ায় কোনো ইতর-বিশেষ হবে না।'

দরজায় টোকা পড়ল।

'ভেতরে আসুন,' বলল বার্গার।

জজ বিরক্ত হয়ে তাকালেন। সার্জেন্ট হলকোম্ব ভেতরে ঢুকল।

'মাপ করবেন, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে মেসনকে পুলিসের হেফাজতে নিয়ে যাবার জন্য আমি সার্জেন্ট হলকোম্বকে আসতে বলেছি।' বার্গার জানাল।

'কিসের জন্য পুলিস হেফাজত?' মেসন জানতে চাইল।

'সাক্ষীকে প্রভাবিত করার জন্য।'

'ও তো সাক্ষী নয়। মামলার বিষয়ে একটা কথাও ও জানে না। খবরের কাগজেও পড়েনি। ও সম্পূর্ণ বাইরের লোক।'

'আপনি ওকে হেজেল ফেনউইক সাজিয়ে রেনোতে পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে আসল হেজেল ফেনউইকের পালাতে সুবিধে হয়েছে।'

'আমি কখনোই তা করিনি। আসল হেজেল ফেনউইক তার আগেই পালিয়েছে। কোর্টে আমি যা বললাম তার থেকে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আসল হেজেল ফেনউইক কেন গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিস ওর পিছনে লাগবে।

'এই মেয়েটিকে হেজেল ফেনউইক সাজিয়ে আমি পাঠাইনি। রেনোতে আমি কিছু সমন জারি করার জন্য একজনকে পাঠাই। এই মেয়েটি সেই কাগজগুলো নেয়। নেবার সময় মেয়েটি খুব স্পষ্ট করে বলে যে তার নাম থেলমা বেভিনস, তবে সে কাগজগুলো নেবে।

'একটি বিশেষ কারণে আমি সমনটা রেনোতে পাঠাই। সেই কারণের সঙ্গে এই মামলার কোনো সম্পর্ক নেই।'

জজ অত্যন্ত কঠিনগলায় বললেন, 'কিন্তু আপনি এ কাজ করলেন কেন? এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একান্তে কথা না বলে আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে আলোচনা করতে চাই না। আমার মনে হয় আপনি আইনকে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে আদালতের অন্য সকলে হাস্যকর প্রতিপন্ন হয়। এটা সত্যি হলে আমি আদালত অবমাননার দায়ে আপনাকে কারারুদ্ধ করব।'

মেসন বলল, 'আমি তো কোনো অপরাধ করিনি! এই মেয়েটিকে কি আমি এনেছি? আমার নির্দেশ মতো সে নেভাদা প্রদেশ ছেড়ে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি ও নেভাদার পুলিস যোগসাজস করে ওকে বলপূর্বক এখানে এনেছেন।'

বার্গার বলল, 'ওর সাক্ষ্য এই মামলায় খুব মূল্যবান। ওকে আনার জন্য আমার কাছে পরোয়ানা ছিল।'

মেসন বলল, 'আমি তো সে কথাই বলছি। আপনারা ধরে নিলেন ও হেজেল ফেনউইক, আপনারাই ওকে জোর করে এখানে এনেছেন। আমি সেরকম কোনো অনুমান করিনি, ওকে জোর করে এনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইনি।'

জজ জিগেস করলেন, 'এটা করে আপনার কি লাভ হল? ওকে প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বারণই বা করলেন কেন?'

মেসন বলল, 'বেশ, সব কথা তাহলে বলছি। তবে এক শর্তে। এর মধ্যে আমাকে যেন বাধা না দেওয়া হয়।'

বার্গার বলল, 'আমি সেরকম কোনো অঙ্গীকার করতে পারছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি। আপনাকে তদন্ত-কমিটির সামনে উপস্থিত হতে হবে। এখন ধরে নিন আপনি পুলিস হেফাজতে।'

জজ বললেন, 'আপনি বলুন, আমি শুনব। একজন ধুরন্ধর অ্যাটর্নি হিসাবে আপনার যথেষ্ট সুনাম। আপনি নিশ্চয় কারণ ছাড়া কাজ করেন না। এক্ষেত্রে কারণটা কি ছিল জানলে আমি সুখী হব।'

মেসন বলল, 'বেশ। একটা কথা আপনারা সবাই ভুলে যাচ্ছেন। তা হল ব্যাসেটের হত্যাকারী এখন একটি লোককে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়—সে লোকটি হল হেজেল ফেনউইক।

'হেজেল ফেনউইকের চেহারা সে ভালো করে দেখতে পায়নি। সুতরাং হেজেল ফেনউইক বলে কাউকে যদি ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাঠগড়ায় তোলেন তাহলে হত্যাকারীর পালানো ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকবে না।

'আদালতে আমি বলেছিলাম ক্রনল্ডের পক্ষে হত্যাকারী হওয়া অসম্ভব, কারণ সে ইচ্ছে করে নিজের নকল চোখ মৃত ব্যক্তির হাতে পুরে দেব না। আপনারা এই বক্তব্যকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যদিও বা কোনোভাবে চোখটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও ক্রনল্ড নিশ্চয় ইচ্ছে করে সেই অন্ধ চোখের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

'তবে যদি ও বাড়িতে অন্য কারো নকল চোখ থাকে এবং সে চোখের কথা যদি সকলের অজানা হয়, তাহলে সে ক্রনল্ডের প্রতি সন্দেহ ফেলার জন্য ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করবে।

'কড়া আলোর সামনে বসিয়ে বাড়ির সকলের ফোটো নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। ভালোভাবে তৈরি নকল চোখ এমনিতে ধরে ফেলার কোনো উপায় নেই। তবে আলোর সামনে স্বাভাবিক চোখের তারা সঙ্কুচিত হয়, নকল চোখে তা হয় না। সুতরাং কাঁচের চোখ পরা লোকের কড়া আলোয় ফোটো তুললেই দুই চোখের তারার অসমান সঙ্কোচন ধরা পড়বে।

'কোলমার এই ছবি তোলাতে রাজি হল না। তখনই আমার ওর ওপর সন্দেহ হয়। এখন আমি ভাবছি সাক্ষী মেয়েটিকে কোলমার সত্যি হেজেল ফেনউইক ভেবে নিয়েছে সম্ভবত। উকিলের বিতর্ক শেষ হলেই মেয়েটি নিশ্চয় হত্যাকারীকে সনাক্ত করবে। সুতরাং ঠিক এই মুহূর্তে কোলমার কোথায় আছে সে বিষয়ে খোঁজ নিলে ভালো হয়।'

এমন সময় টেলিফোন বাজল। জজ টেলিফোনটা তুলে কানে দিলেন। তারপর মেসনকে বললেন, 'একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ডেলার গলা ভেসে এল, 'আপনি কি জেলে না জেলের বাইরে?'

মেসন মুচকি হেসে জবাব দিল। 'এক পা বাইরে এক পা ভেতরে।'

'আমি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি থেলমা বেন্টিনসকে নিয়ে অত কাণ্ড কেন। যখন আপনি ওকে বললেন উত্তর দিতে অস্বীকার করতে তখনই সব ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'বুদ্ধি আছে তোমার।'

'তখন আমি ভাবলাম কোনো সাক্ষী হঠাৎ কোর্ট ছেড়ে পালাচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখি।'

'বাঃ, কাউকে পেলে নাকি ?'

'তা পেলাম।'

'কাকে ?'

'কোলমার।'

'ওর পিছু ধাওয়া করলে ?'

'হ্যাঁ।'

মেসন ভুরু কুঁচকে বলল, 'খুব বিপদজনক কাজ করেছ। তোমার যাওয়া উচিত হয়নি।'

'আপনি ইশারা করলেন দেখলাম। মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সব কিছু ঠিক আছে বলতে চাইলেন—না আমাকে ওর পিছু পিছু যেতে বলছেন ধরতে পারিনি।'

'ও এখন কোথায় ?'

'ইউনিয়ন এয়ারপোর্টে। ওর কাছে যে প্লেনের টিকিট সেটা ছাড়ছে আর বাইশ মিনিট পরে।'

'সাবধান, তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকো। লোকটা কি করে তার ঠিক নেই।'

'মামলা কেমন চলছে ?'

'মামলা শেষ। তুমি অফিসে চলে যাও। আমিও আসছি।'

'আমি এটা শেষ না দেখে যাচ্ছি না, আপনি জজের কামরায় অপেক্ষা করুন। যদি দেখি লোকটা অন্যভাবে পালাবার চেষ্টা করছে তাহলে ফোন করে দেব।'

'তুমি ওখানে না থাকলেই ভালো। ও যদি তোমাকে দেখে ফেলে—'

ডেলা হালকা গলায় হাসল, 'আচ্ছা রাখছি তাহলে।' ফোন রেখে দিল ডেলা।

মেসন হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে সার্জেন্ট হলকোম্বের দিকে ফিরল।

'আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাই কোলমার এখন ইউনিয়ন এয়ারপোর্টে প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে। আর একুশ মিনিট ওখানে আছে ও। সার্জেন্ট আপনার রিভলভার ভর্তি করে নিন। সম্ভবত চমকপ্রদভাবে একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন।'

সার্জেন্ট বার্গারের দিকে তাকাল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘাড় হেলাল বার্গার। তিন লাফে দরজা অবধি পৌঁছে গেল সার্জেন্ট হলকোম্ব।

মেসন চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার্গারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল এবার।

বার্গার বিধ্বস্তভাবে জিগেস করল, 'আচ্ছা মেসন, এইসব লোক-দেখানো কাণ্ডগুলোর কি দরকার ছিল?'

'লোক-দেখানো ঠিক নয়। বরাত সুপ্রসন্ন ছিল, এছাড়া আর কি বলব! আমার মক্কেলকে বাঁচাতে পারত যে সাক্ষী, তাকে আবার পুলিস খুঁজছে। সে পালাতে বাধ্য হল। সে জন্য আমি দায়ী হলাম। এদিকে আমার মক্কেলরাও পড়ল বিপদে। কোলমারকে অবশ্য জেরার সময় চেপে ধরা যেত, কিন্তু আমি আরো কিছু প্রমাণ চাইছিলাম। তখন আমি এই কৌশলটা করলাম। আমি চাইছিলাম কোলমার ভাবুক যে হেজেল ফেনউইক ফিরে এসে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাহলে ওকে হয় পালাতে হয় নয়তো হেজেলকে খুন করতে

হয়। লোক-ভর্তি আদালতে তো আর খুন করা সম্ভব নয়। তখন আমি ইচ্ছে করে এমন ভাব দেখালাম যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খেল খতম। যতক্ষণ উকিলে উকিলে ঝগড়া হচ্ছে ততটুকুই ওর সময়। কোলমার ভাবল আমি সত্যিই মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম। এখন মেয়েটা মুখ বন্ধ রেখেছে, তবে বড় আদালতে নির্ঘাৎ মুখ খুলবে। সুতরাং কোলমারের পক্ষে এটাই পালাবার একমাত্র সুযোগ।'

জজ বলল, 'আপনি কি একটু বিশদ করে সব বুঝিয়ে বলবেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মেসন বলল, 'ব্যাপারটা হয়েছিল এই কোলমার আর ম্যাকলেন দুজনে যুক্তি করে ব্যাসেটের তহবিল তছরূপ করে। ক্রুনল্ড আসলে মিসেস ব্যাসেটের ছেলের বাবা। বহুদিন ধরে সে মহিলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন খুঁজে পেল তখন সে বিবাহিতা। ক্রুনল্ড মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে যখন দেখা করতে যায় তখন ব্যাসেটের গুপ্তচর ড্রাইভার সেটা ধরে ফেলে। ক্রুনল্ড চাইছিল মিসেস ব্যাসেট স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসুন। মিসেস ব্যাসেট ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না। তবে তাঁর ঘরে যদি ক্রুনল্ড ধরা পড়ে তাহলে যে মারাত্মক কাণ্ড হবে তা তিনি জানতেন। তাই উনি তাড়াহুড়ো করে ক্রুনল্ডকে ঘর থেকে বার করে দেন। যাবার সময় ক্রুনল্ডের পকেট থেকে একটা নকল চোখ পড়ে যায়।

'নকল চোখটা এইভাবে ব্যাসেটের হাতে পৌঁছল। ওর স্ত্রীর ঘরে কে এসেছিল তা সে জানত না, তবে কোলমারের একটা চোখ যে নকল সে কথা একমাত্র ব্যাসেটই জানত। দুজনের চোখের রঙ প্রায় একই রকম লক্ষ্য করে দেখবেন। ব্যাসেট তখন সন্দেহ

করল কোলমারকে, ভাবল কোলমার তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বেচারা কোলমার কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দোষ ছিল। ওর সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যাসেট জালিয়াতির ব্যাপারটা আবিষ্কার করল।

'সেদিন রাত্রে হ্যারি ম্যাকলেন ওবাড়ি গেল। ব্যাসেটকে টাকা ফেরত দেবার জন্য নয়—তার উদ্দেশ্য ছিল কোলমারকে জোর করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা—ব্যাসেট যাতে মামলা না করতে পারে। ঠিক সেই সময় ব্রুনল্ড মিসেস ব্যাসেটকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার জন্য শেষবারের মতো অনুরোধ জানাচ্ছে আর ডিক ব্যাসেট তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে পাঠাচ্ছে বাবার কাছে।

'কোলমার ভাবল ব্যাসেটকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলে অনেক টাকা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে ব্যাসেট ওকে নকল চোখের ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছে। হিসেবপত্রের খাতাও আনতে বলেছে। কোলমার হিসেবের খাতা নিল না। তার বদলে লেপ আর কম্বল চাপা দিয়ে একটা রিভলভার নিল। চিঠিটা সে আগেই টাইপ করে রেখেছিল। পরে তার মনে হল চিঠিটাকে পুলিস যদি আমল না দেয় তাহলে তার ওপরেই সন্দেহ পড়বে। সুতরাং খুনের পর সে ফাইল থেকে নকল হ্যাণ্ডবিলগুলো বার করে নিল, একটা কার্বন পেপার তুলে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে একটা মুখোস বানাল। বাইরের ঘরে যে মেয়েটি বসেছিল তাকে নিজের কানা চোখটা ভালো করে দেখাবার উদ্দেশ্যে দৌড়ে বেরিয়ে এল। ও ভেবেছিল ব্যাসেটের হাতের মধ্যে নকল চোখ—সুতরাং পুরো ব্যাপারটা চমৎকার খাপ খেয়ে যাবে। মেয়েটা যখন খামচে মুখোস ছিঁড়ে দিল তখন মারাত্মক ভয় পেল কোলমার। এক ধাক্কায় মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে ও দৌড় মারল। ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে এক পাক ঘুরে এসে আবার

গ্যারেজেই গাড়ি রেখে দিল। ভাব করল যেন সিনেমা দেখে ফিরছে। ফিরে দেখে হেজেল ফেনউইক মারা যায়নি। তখন ওর মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগল ও। কিন্তু মিসেস ব্যাসেট ওকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। কোলমার তখন নিজের ঘরে চলে গিয়ে হ্যারিকে পুরো ঘটনাটা বলল। ও পরামর্শ দিল হ্যারি যেন বলে ও পুরো টাকাটাই ব্যাসেটকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে মনে হবে টাকার জন্য খুন হয়েছে। হ্যারির কথা যে সত্যি নয়, সেটা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং তাহলে মনে হবে মারা যাবার সময় ব্যাসেটের ঘরে অনেক টাকা ছিল। খুনের উদ্দেশ্য টাকা চুরি।'

বার্গার অবাক হয়ে মেসনকে জিগেস করল, 'আপনি এত সব কোথা থেকে জানলেন ?'

'যুক্তি দিয়ে। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে আপনার মাথায় কেন ঢোকেনি ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। খুন যে করেছে সে অবশ্যই একজন পেশাদার টাইপিস্ট, কারণ চিঠিটাতে পেশাদার টাইপিস্টের হাতের ছাপ পরিষ্কার। খুনী হাতে করে কম্বল আর লেপ নিয়ে নির্বিবাদে ব্যাসেটের ঘরে ঢুকল, কেউ কোনো বাধা দিল না— এটা আর একটা ইঙ্গিত। তার মানে খুনী এমন কেউ যার পক্ষে এইভাবে যাওয়া সম্ভব ছিল। ব্যাসেটও তাকে দেখে বিপদের সম্ভাবনা আছে মনে করেনি। খুনীর একটা চোখ নকল, কিন্তু সেই ব্যাপারটা সে জাহির করতে গেল। তার অর্থ সে চাইছিল সন্দেহটা অন্য একজনের ওপর পড়ুক যার একটা চোখ নকল।

'মিসেস ব্যাসেট ইতিমধ্যে বাইরের দরজার দিকে নজর রেখেছেন, কারণ তিনি চাইছিলেন হেজেল নিরুপদ্রবে ব্যাসেটের সঙ্গে কথা

বলার সুযোগ পাক। শেষ মক্কেল বিদায় নেবার পর উনি হেজেলকে স্বামীর কাছে পাঠিয়েছেন। হেজেল কিন্তু অফিসের দরজায় টোকা মেরে জানল সেখানে আর-একজন লোক ব্যাসেটের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। এই লোকটা কোলমার ছাড়া আর কে হবে? পিছনের দরজা দিয়ে অন্য কারো ঢোকা অসম্ভব।

'একচোখো একজন লোক যদি তাড়াহুড়ো করে একটা মুখোস বানায় তাহলে তো সে চোখের জায়গায় একটাই ফুটো করবে। দুটো ফুটো করার অর্থ একচোখের দিকে ইচ্ছে করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খুনী যদি ক্রুনল্ড হত তাহলে কি সে ইচ্ছে করে তার নকল চোখের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাত?'

বার্গার বলল, 'তাহলে কি হ্যারি ম্যাকলেনের মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে খুন করা হয়েছে?'

'তাই মনে হয়,' মেসন বলল।

'কিন্তু ম্যাকলেনের মুঠোর মধ্যে নকল চোখ ঢুকিয়ে দেবার অর্থ কি? কোলমার খুন করেছে বোঝাই যাচ্ছে। সে এই কাজ করল কেন?'

মেসন নিরীহভাবে জবাব দিল, 'দেখুন যুক্তি দিয়ে খানিকদূর এগোনো যায়। সবটা নয়। আমি বুদ্ধি দিয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছি না।'

বার্গার মেসনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতে লাগল মেসন।

জজ এতক্ষণে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। কতকগুলো অতিরিক্ত বিষয় এটাকে ঘোলা করে না তুললে শুরুতেই বোঝা উচিত ছিল।'

হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল মেসন। 'সার্জেন্ট হলকোম্বের কাছ থেকে খবর এলে ভালো হত। আশাকরি গুলি খরচ না করেই উনি গ্রেপ্তার করতে পারবেন।'

বার্গার আস্তে আস্তে বলল, 'মেসন, আপনার উকিল না হয়ে ডিটেক্‌টিভ হওয়া উচিত ছিল।'

'ধন্যবাদ। এমনিই দিব্যি করে খাচ্ছি।'

'আপনি কি করে জানলেন আমি থেলমা বেভিনকে ধরে কোর্টে হাজির করব?'

'কারণ আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমি শত্রুকে কখনো দুর্বল ভাবি না। আমি জানতাম, যে করেই হোক আপনারা ওকে আনবেন। আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে আপনারা তদন্ত চলাকালীন ওকে আকস্মিকভাবে উপস্থিত করতে পারেন।'

'মেয়েটিকে আপনার পরিকল্পনার কথা কিছু বলেননি?'

'না, ভাবলাম যত কম জানে ততই ভাল। ফাঁস করে দেবার সম্ভাবনা তাহলে কম। জানতাম ওর সত্যি কথাকে আপনারা মিথ্যে বলে ধরে নেবেন।'

'ওকে আমরা এখানে ধরে নিয়ে আসব এটা আপনি কি করে বুঝলেন?'

'আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা আছে, সেজন্য।'

বার্গার ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করল। 'ব্রুনল্ড যে মিসেস ব্যাসেটের সাহায্যে খুনটা করেছে এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসংশয় ছিলাম, ওদের অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড চাইতাম, অন্তত ব্রুনল্ডের ক্ষেত্রে তো বটেই।'

চেয়ারে ধপ্ করে বসে চুপ করে গেল বার্গার।

একটু ক্ষুব্ধ গলায় জজ বললেন, 'ব্যাপারটা আমাকে জানালে কি ক্ষতি হত মিঃ মেসন ? তাহলে আদালতে আমাকে বোকা বনতে হত না।'

মেসন হাসল। 'যদি অপরাধ না নেন তাহলে বলি। এর দ্বারা আমি আপনার প্রতি কোনো কটাক্ষ করছি না। প্রথমে বোকা বোকা দেখিয়েছিল বলেই পরে আপনাকে বোঝান গেল।'

প্রথমে জজ একটু ভুরু কোঁচকালেন তারপর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'যা আপনার অভিরুচি।'

মেসন সিগারেটের শেষটুকু চেপে নিভিয়ে হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর আর একটা সিগারেট ধরাল। বার্গার বলল, 'খবরের কাগজের লোকেদের কাছে এখন তাহলে আমি কি বলব ?'

'পুরো প্রশংসাটা আপনি আত্মসাৎ করুন।' উদারভাবে হাত ছড়িয়ে বলল মেসন।

'কিসের প্রশংসা ?'

'মামলা সমাধানের। এমন ভান করুন যেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই আপনি নাটকটা করেন—উদ্দেশ্য আসল অপরাধীর সন্ধান পাওয়া।'

এই শুনে বার্গারের চোখ চকচক করে উঠল। হঠাৎ দরজা খুলে একদল রিপোর্টার হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। বার্গারকে ঘিরে ধরে তারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল।

বার্গার বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। কি ঘটেছে আগে শুনে নিই।'

'এয়ারপোর্টে গুলি চলছে। সার্জেন্ট হলকোম্ব আহত, কোলমার মারা গেছে। কোলমার ওখানে কি করছিল ? সার্জেন্ট কি ওকে ধাওয়া করে ওখানে পৌঁছেছিলেন ?'

একজন রিপোর্টার মেসনের হাত ধরে বলল—'মিঃ মেসন, এটা আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বলুন আমাদের।'

মেসন বলল, 'মিঃ বার্গার আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেবেন। এখন যদি আমাকে মাফ করেন, অফিস যেতে হবে।'

১৮

মেসন অফিসে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে—টেবিলে খবরের কাগজের স্তূপ।

'সার্জেণ্ট হলকোম্ব যে আসলে খুবই কাজের লোক তা আমি জানতাম', মন্তব্য করল মেসন।

ডেলা বলল, 'সেকি? আমি তো ভাবতাম আপনি ওঁকে পছন্দ করেন না।'

'ওর বোকামি এক-এক সময় বিরক্তিকর লাগে ঠিকই, তবে অতি উৎসাহের ফলেই মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব পরিস্থিতিতে পড়ে বেচারা। কোলমার যখন দেখল ও ধরা পড়ে গেছে তখন গুলি করতে করতে বেরিয়ে এল, তাই না?'

ডেলা ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

মেসন বলল, 'শেষ দৃশ্যে দুজনেই স্বভাবসিদ্ধভাবে কাজ করেছে। বিকট জোরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে সার্জেণ্ট হলকোম্বের এয়ারপোর্টে প্রবেশ।'

ডেলা বলল, 'রাস্তা করবার জন্য ওঁর সাইরেন বাজানো ছাড়া উপায় ছিল না।'

'রাস্তায় ভিড় সরাবার জন্য দরকার ছিল ঠিকই। তাই বলে

এয়ারপোর্টের ভেতরে? কোলমার তো শুনেই বুঝতে পেরে গেছে। ও বাথরুমে ঢুকে পড়ে চাবির ফুটো দিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সার্জেণ্ট সেখানে উপস্থিত। দরজার কাঁচের মধ্যে দিয়ে গুলি করল কোলমার। নার্ভাস হয়েছিল তাই রক্ষা নইলে প্রথম গুলিতেই সার্জেণ্ট খতম হতেন।

'হলকোম্বের স্বভাব যাবে কোথায়! যা করছে তাতেই ধ্যাড়াচ্ছে। প্রথমে তো সাইরেন বাজিয়ে নিজেই অপরাধীকে সাবধান করে দিল। ওয়েটিংরুমে কোলমার নেই দেখে ওর বোঝাই উচিত ছিল ও বাথরুমে লুকিয়ে আছে। সম্ভবত সেইরকম অনুমান করেই হলকোম্ব বাথরুমের দিকে গিয়েছিল। বুদ্ধি থাকলে পাশ থেকে পা টিপে টিপে আসত, তারপর একটানে দরজা খুলে হাতে রিভলভার তাক করে লোকটাকে হুকুম করত বেরিয়ে আসতে। তার বদলে ও কি করল? সরাসরি গিয়ে সামনে থেকে দরজা ধাক্কা দিতে লাগল। এর পরে যা ঘটল তার জন্য আমি হলকোম্বকে শ্রদ্ধা না করে পারছি না।

'এর পর ও কাঁধে '৪৫ গুলি খেল। এই গুলি যে-কোনো লোককে খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে দিতে পারে। হলকোম্বের হাতে রিভলভারও ছিল না। আচ্ছা বল তো, ও কি দাঁড়িয়ে গিয়ে রিভলভারটা বার করল?'

ডেলা বলল, 'না ও একবারও থামেনি। গুলির ধাক্কায় একটু ঘুরে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতেই রিভলভারটা বার করল। কোলমার আর-একবার গুলি চালাল। হলকোম্ব এবার দরজার মধ্যে দিয়ে গুলি করতে শুরু করল। কাঠের মধ্যে দিয়ে গুলিগুলো

লে তার দাগ আপনি গেলে দেখতে পাবেন। ঠিক যেন পুলিস-
ঞ্জে টার্গেট প্র্যাকটিসের মতো।'

মেসন মাথা নেড়ে বলল, 'দারুণ লোক। সাহস আছে বলতে
বে।'

একটা খবরের কাগজ তুলে নিল মেসন। তিন কলম জুড়ে
ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির ছবি। তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

"হার্টলে ব্যাসেটের হত্যাকারীকে দিয়ে
কৌশলে অপরাধ স্বীকার!
ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির অসাধারণ চাতুর্য—"

ডানদিকে সার্জেন্ট হলকোম্বের ছবি। মাঝখানে নকশা এঁকে
বোঝান হয়েছে কিভাবে হলকোম্ব আর কোলমারের মধ্যে গুলি
বিনিময় হয়েছিল।

ডেলা বলল, 'সব কৃতিত্ব তো ওরাই নিল। আপনি সবটা ভেবে
ঠিক করলেন, তারপর তাসের মতো হাতে তুলে দিলেন। ওদের
কোনোই পরিশ্রম করতে হল না।' ডেলার গলায় অনুযোগ চাপা
রইল না।

মেসন হাসল। 'থেলমা বেভিনস টাকা পেয়ে গেছে তো?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া পিটার ক্রনন্ডের কাছ থেকেও কিছু পেয়েছে।'

'বাঃ। ক্রনন্ডের কাহিনী পড়ে নিশ্চয়ই বহু মহিলা চোখের
জল ফেলছেন। থেলমা কিন্তু ভালো অভিনয় করেছে।'

'কিন্তু ধরুন যদি থেলমা ভয় পেয়ে আগেই সব কবুল করে
ফেলত তাহলে আপনি কি করতেন?'

'মজাটা কি জান? তাহলেও কোনো ক্ষতি হত না। বার্গার তাহলে ভাবত মেয়েটা মিথ্যেবাদী, আমাকে বাঁচাবার জন্য এই কথা বলছে। আমি যেভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছিলাম তাতে বার্গারের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল এই মেয়েই সেই হারিয়ে যাওয়া হেজেল ফেনউইক। ও যত অস্বীকার করত বার্গারের সন্দেহ ততই দৃঢ় হত।'

'ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটত?'

'কোলমারকে জেরার চোটে আমি বার করতাম। তবে সেটা আমি করতে চাইনি।'

'কেন?'

'তাহলে মনে হত আমি বার্গারের ওপর এক হাত নিচ্ছি। বার্গার আমার সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার করেছিল। আমিও তা করতে চেয়েছিলাম। বার্গার নিরীহ লোককে অভিযুক্ত করতে চায় না। আমি এটা খুব বড় গুণ বলে মনে করি। পরে যখন এই মামলা সম্বন্ধে ও চিন্তা করবে তখন স্মৃতিতে তিক্ত কিছু থাকবে না। এর পরের বার আমি যখন ওকে কোনো তথ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বলব তখন ও আমাকে অসুবিধেয় ফেলবে না।'

ডেলা বলল, 'আচ্ছা কাঁচের চোখটা হ্যারি ম্যাকলেনের হ... কি করে এল? কোলমার নিশ্চয়ই ওটা রাখেনি।'

মেসন ডেলার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

সে হাসির অর্থ বুঝতে পেরে ডেলা উত্তেজিত হয়ে উঠ...
'সেকি—আপনি?'

মেসন বলল, 'তখন যদি ক্রুনল্ড জেলে থাকত তাহলে সুন্দর হ... কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই খুনটা হবার খানিকক্ষণ আগে ক্রুনল্ড ছাড়